নটী বিনোদিনী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ১৩৮০ সালের
শ্রেষ্ঠ পালা-নাটক হিসাবে পুরস্কৃত

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে,
এম. এ., বি-টি.
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংবর্ধিত ও নিখিল ভারত
বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ১৩৮০ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার
হিসাবে "বিশ্বরূপা পুরস্কার" প্রাপ্ত।

নট্ট কোম্পানীর যশের মুকুট !!

নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রকাশক :

এন. সাহা

২/২বি, নবীন কুণ্ডু লেন

কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

মধু ঘোষ

প্রসাদ প্রিণ্টার্স

৪১, শঙ্কর ঘোষ লেন

কলিকাতা-৬

দাম :

উৎসর্গ

মঞ্চনাটক 'নটী বিনোদিনী'র যশস্বী নাট্যকার
অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রীতিনিলয়েষু।

--শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

যাত্রা-জগতে

আলোড়ন সৃষ্টিকারী

নাটক!

বারুদের মসনদ

রচনা : ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি

নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত এই "নটী বিনোদিনী" যাত্রাজগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। একথা সবাই জানেন যে আজ পর্যন্ত কোন পালানাটক অধিকারীকে প্রতি অভিনয়ে এত অধিক অর্থ (পাঁচ হাজার টাকা) আনিয়া দেয় নাই। ১৩৮০ সালে সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যাত্রা-উৎসবের শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিল এই "নটী বিনোদিনী"। প্রধানতঃ এই নাটকেরই জন্য ১৯৭৩ সালে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে বছরের সেরা নাট্যকার হিসাবে আমাকে 'বিশ্বরূপা পুরস্কারে' ভূষিত করা হইয়াছিল।

এই নাটকের নিজস্ব ইতিহাসের এইখানেই শেষ নয়। নট্ট কোম্পানীর চাহিদা অনুসারে বইখানা যখন আমি প্রায় অর্দ্ধেক শেষ করিয়াছি, তখন অকস্মাৎ দেখা গেল কলকাতায় আর একটি দল এই কাহিনী নিয়া এই নামেই একটি পালা পরিবেশন করিবে বলিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছে।

প্রতিযোগিতায় নট্ট কোম্পানী তাহার প্রতিপক্ষকে শোচনীয়ভাবে হটাইয়া দিল। এর মূলে লেখকের কৃতিত্ব কতখানি জানি না, কিন্তু নাট্য-নির্দ্দেশক অরুণ দাশগুপ্ত, সুরের জাদুকর দুর্গা সেন এবং প্রত্যেকটি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর "মরণকামড়"-এর কৃতিত্ব একটুও কম নয়। যাত্রাজগতের সর্ব্বকালের রেকর্ড চূর্ণ করিয়া তাঁহারা শুধু নট্ট কোম্পানীর বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটান

নাই, তাবৎ পেশাদার দলেরই rate অনেক উচ্চে তুলিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার মর্যাদা আজ থেকে দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; এর জন্যে "নটী বিনোদিনী" পালার যেটুকু অবদান আছে, আমার সঙ্গে তার সমান অংশীদার যারা, তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

১১, দেবীতলা রোড,
ইছাপুর-নবাবগঞ্জ
২৪ পরগণা

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

চরিত্র পরিচয়

আমাদের বেলী প্রাইভেট

শ্রীরামকৃষ্ণ	... ...	দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধ পূজারী
হৃদয়	... ...	ঐ ভাগিনেয়
রামচন্দ্র রাখাল	... ...	ভক্তগণ
গিরিশ ঘোষ	... ...	বাগবাজারের গৃহস্থ
অতুল	... ...	ঐ ভ্রাতা
অমৃত বোস	... ..	অভিনেতা
দাশুচরণ নিয়োগী	...	রঙ্গালয়ের ব্যবস্থাপক
বেণীমাধব মিত্র	...	অভিনেতাদের সভাপতি
শুর্মুখ রায়	... ...	ধনাঢ্য যুবক
রাঙাবাবু	... ...	প্রগতিশীল যুবক
কৈবল্যনাথ	... ...	শৌখিন অভিনেতা
স্বরংকুমারী	... ...	গিরিশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী
পান্না	... ...	অভিনেত্রী
আমোদিনী	... ...	গণিকা
বিনোদিনী	... ...	ঐ কন্যা

আমাদের বেলী প্রাইভেট —

[illegible]

১৩৮০ সালের

বহু-প্রশংসিত

যাত্রার নাটক

পাহাড়ের চোখে জল

রচনা : ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি

অভিনয় করে ক্লাবের গৌরব বাড়ান !

সূচনা

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী।

হৃদয় ও রাম দত্তের প্রবেশ।

হৃদয় ॥ ছি ছি ছি, রামদা, তুমি আমায় গান শোনাবে বলে এমন নরকে নিয়ে গেলে? তুমি যে এমন লোক, তা ত ভাবতে পারি নি।

রাম ॥ এবার থেকে ভাবতে শুরু কর।

হৃদয় ॥ তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়।

রাম ॥ দেখো না।

হৃদয় ॥ আমার মুখের দিকে চাইতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

রাম ॥ লজ্জার কাজ ত কিছু করি নি।

হৃদয় ॥ কর নি? কোন্ আক্কেলে তুমি আমাদের থিয়েটারে নিয়ে গেলে?

রাম ॥ তুমি ভাল গান শুনতে চাইলে কি না। নরেন দত্ত বাড়ি থাকলে তার গানই তোমায় শুনিয়ে দিতাম। সে ছিল না বলেই তোমায় থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে এমন গান শুনিয়ে দিলাম, যা জীবনে তুমি ভুলবে না। পাঁচ ঘণ্টা ঠায় বসে থিয়েটার দেখলে, গান শুনে কত মাথা দোলাচ্ছিলে। আর এখন ওয়াক থু কচ্ছ?

হৃদয় ॥ আরে, আমি কি জানি যে ওগুলো মেয়েছেলে? তুমি ত আমাকে বল নি যে থিয়েটারে আজকাল মেয়েরাই মেয়ে সাজে।

রাম ॥ দুনিয়ার লোক জানে, আর তুমি জান না যে গিরিশ ঘোষের দল আজকাল মেয়ে নিয়ে থিয়েটার কচ্ছে ?

হৃদয় ॥ ছি-ছি, মেয়েছেলে করে থিয়েটার, আর তাই আমরা পয়সা খরচ করে দেখে এলাম ?

রাম ॥ পয়সা ত দিয়েছি আমি। তুমি বুক চাপড়াচ্ছ কেন ? কই, রাখাল ত আপশোষ কচ্ছে না। সে বরং কোন কোন গান মুখস্থ করে ফেলেছে। সারা রাস্তা গাইতে গাইতে এসেছে।

হৃদয় ॥ ওটা ত ভূত।

রাম ॥ তা বটে। কিন্তু কি চমৎকার গান বল ত দেখি। যেমন বাণী তেমনি সুর, তেমনি মেয়েটির গলা। (সুরে) "শিব যদি মা তোমার স্বামী,—"

হৃদয় ॥ থামো।

রাম ॥ যাবে না কি আর একবার থিয়েটার দেখতে ?

হৃদয় ॥ কথাটা কলতে তোমার জিভ্ খসে গেল না ?

রাম ॥ খসে গেছে বোধহয়।

হৃদয় ॥ তুমি বুঝি হরদম থিয়েটার দেখ ?

রাম ॥ ক্ষেপেছ ? অত পয়সা কোত্থেকে জুটবে ? তবে মাঝে মাঝে যাই বটে। যেমন অভিনয় করে গিরিশ ঘোষ, তেমনি অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, অমৃত বোস, অমৃত মিত্তির। এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। মেয়েরাই কি কম যায় ? যেমন অভিনয়ে, তেমনি গানে।

হৃদয় ॥ কোন্ ব্যাটারা মেয়েদের থিয়েটার করতে পাঠিয়েছে হে ?

রাম ॥ ব্যাটারা নয়, বেটীরা। ওদের বাবা নেই, সবারই মা।

হৃদয় ॥ তার মানে ?

রাম ॥ মানে ওরা সব গণিকার মেয়ে।

হৃদয় ॥ গ-ণি-কার মেয়ে!

রাম ॥ চোখ কপালে তুললে যে?

হৃদয় ॥ গণিকার গান শোনাতে তুমি আমাদের থিয়েটারে নিয়ে গেলে?

রাম ॥ আবার কবে যাবে বল।

হৃদয় ॥ আবার আমি যাব ওই বেশ্যার গান শুনতে? বলি, সমাজ এ অনাচার মেনে নিয়েছে?

রাম ॥ কোথায় মেনে নিয়েছে? পণ্ডিতেরা "গেল রাজ্য, গেল মান" বলে ত্রাহি রবে আকাশ বিদীর্ণ কচ্ছে, সমাজপতিরা পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিচ্ছে, নীতিবাগীশ ভদ্রসন্তানেরা মিটিং করে গিরিশ অর্দ্ধেন্দু অমৃতলালের বাপান্ত কচ্ছে, আবার সন্ধ্যের অন্ধকারে তারাই চাদর মুড়ি দিয়ে থিয়েটার দেখছে।

হৃদয় ॥ গিরিশ ঘোষ খুব মদ খায় বুঝি?

রাম ॥ পেট ভরে মদ খায়।

হৃদয় ॥ আর অভিনেত্রীদের নিয়ে বেলেল্লাপনা করে। তুমি না বলেছিলে, লোকটা চাকরি করে?

রাম ॥ দিনের বেলা চাকরি করে, আর রাত্রে থিয়েটার করে।

হৃদয় ॥ আর যারা সাঙ্গোপাঙ্গ আছে, তারাও কি কুলীনপুত্র না কি?

রাম ॥ অমন কথা বলো না। অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, অমৃত বোস, অমৃত মিত্তির, বেলবাবু, হরি বসু, দাশু নিয়োগী—এঁরা সবাই শিক্ষিত আর বড় বংশের ছেলে।

হৃদয় ॥ ভদ্রলোকের ছেলেদের এই অধঃপতন!

রাম ॥ অধঃপতনই বটে। বাংলায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে এঁরা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, দেশবাসী আজ তার দাম দিচ্ছে না; কিন্তু যে সমাজ আজ তাঁদের নামে নাসিকা কুঞ্চন কচ্ছে, একদিন সে

সমাজই তাঁদের জয়গানে মুখরিত হবে। বিশেষতঃ এই গিরিশ ঘোষ। এ এক অসাধারণ প্রতিভা। তার প্রকৃতিস্থ অবস্থায় একদিন তার সঙ্গে আলাপ করে দেখো।

হৃদয় ॥ তুমি গিয়ে দশবার আলাপ কর। মাতালের সঙ্গে আমার আলাপ করার শখ নেই।

রাম ॥ মাতাল বলে দূর হাই কচ্ছ কেন? তার এই অপূর্ব সংগঠন অনেক সাধুসন্ন্যাসীকেও মুগ্ধ করেছে হৃদয় ভাই। তোমাকেও করবে, আজ হক, আর কাল হক। অভিনেত্রীদের গান শুনতে আবার তোমায় যেতে হবে।

হৃদয় ॥ রক্ষে কর। মামা যদি শুনতে পায়, আমরা ওই নরকে গিয়ে অভিনেত্রীদের গান শুনে পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছি, তাহলে রাখাল ছেলেমানুষ, তাকে হয়ত দুটো ধমক দিয়ে ছেড়ে দেবেন, কিন্তু আমার আর মুখদর্শন করবেন না। ছি ছি ছি, বেশ্যা নিয়ে অভিনয়, ও আবার মানুষ দেখে?

রাম ॥ গুণী লোকদের অত হেনস্তা করো না ভায়া? ওরাও মানুষ। মনীষীরা কি বলেন জান?

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ বেশ বলেছিস্, বেশ বলেছিস্। কোন্ পাথরের গাদায় পরশ পাথর লুকিয়ে আছে, তা কি কেউ জানে গো, তা কি কেউ জানে? রাম যখন সমুদ্দুরে বাঁধ দিতে চাইলেন, জলে কেউ পাথর ভাসাতে পারলে নি; পেরেছিল এক বানর সৈন্য; কি নাম গো?

রাম ॥ নল।

রামকৃষ্ণ ॥ বাসুকীর মুখে বিষ, কিন্তু দেবতাদের সমুদ্দুর-মন্থনে মন্থনরজ্জু হতে কেউ এগিয়ে এল নি, এসেছিল ওই বাসুকী। কি গো, ঠিক বলেছি না ?

রাম ॥ কবে আপনি বেঠিক বলেছেন ঠাকুর ?

রামকৃষ্ণ। আমি কি বলি ? মা বলায়। এ দেহ তারই খেলাঘর। কোন্ দেহে কি লীলা খেলা করবে, সেই শুধু জানে, আর কেউ জানে নি। কি রে হৃদু, মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছিস কেনে ? কাল যে বড় এলি নি তোরা ? রাম ধরে রেখেছিল বুঝি ?

হৃদয় ॥ মামা—

রামকৃষ্ণ ॥ কি হল রে ? ফোঁপাচ্ছিস্ কেনে ? বউ মরেছে না কি ?

হৃদয় ॥ সবই ত তুমি জান মামা। আমাদের কোন দোষ নেই। এই রামদা আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কি যে হল, কিছুতেই উঠতে পারলুম না। তুমি আমায় মাপ কর মামা। আমি মহাপাপী। আমি আর কক্ষনো এমন কাজ করব না।

রামকৃষ্ণ ॥ কি করেছে রে রাম ?

রাম ॥ নরক-দর্শন করে এসেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ কোথায় নরক দেখলি রে ?

হৃদয় ॥ কাল রাত্তিরে আমি আর রাখাল থিয়েটার দেখেছি মামা।

রামকৃষ্ণ ॥ সে ত আমিও দেখি। ছেলেবেলায় আমি ত যাত্রাগান করেছি রে।

হৃদয় ॥ এ সে জিনিস নয় মামা। এ হচ্ছে বাগবাজারের গিরিশ ঘোষের পেশাদার থিয়েটার। ওরা বেশ্যা নিয়ে অভিনয় করে।

রামকৃষ্ণ ॥ করুক না। বাগবাজারের গিরিশ ঘোষ যদি রাজা সাজতে পারে, রাধাবাজারের হরিমতী যশোদা সাজতে পারবে নি? সেও অভিনয়, এও অভিনয়। তুই ত অ্যাক্টো দেখবি রে। জলে আর দুধে মিশিয়ে দিলে রাজহাঁস কি জলশুদ্ধু খায়? সে দুধটাই টেনে নেয়, জল পড়ে থাকে। কি গো, অবাক হয়ে চেয়ে আছ কেনে?

রাম ॥ আমার ইচ্ছে হচ্ছে, যারা থিয়েটার নিয়ে এত হৈ চৈ কচ্ছে, তাদের সবাইকে ডেকে এনে আপনার কথা শুনিয়ে দিই। এত বড় সমস্যার এমন সহজ সমাধান কেউ বোধহয় কখনও করে নি।

রামকৃষ্ণ ॥ যাত্রা আর থিয়েটার লোকশিক্ষার বড় বাহন রে। একশো বক্তিমে শুনে যা না হবে, একবার অ্যাক্টো শুনলে তাই মনের ভেতর গেঁথে যাবে। ভাল বই হলে আমাকে একদিন নিয়ে যাবি।

হৃদয় ॥ কি তুমি বাজে কথা বলছ? তুমি যাবে থিয়েটারে? মদো মাতাল গিরিশ ঘোষ এত পুণ্যি করেছে?

রামকৃষ্ণ ॥ তো-শালাকে হাজার বার বলেছি, পাপকে ঘেন্না করবি, পাপীকে ঘেন্না করবি নি। কি গান শুনে এলি, গা দেখি শুনি।

রাম ॥ ওই গানখানা ঠাকুরকে শুনিয়ে দাও হৃদয়। বেশ হৃদয় দিয়ে গাও।

হৃদয় ॥ কক্ষণো গাইব না। যে গান বেশ্যার মুখে উঠেছে, সে গান হৃদয়রাম গায় না। তুমি যদি কোনদিন থিয়েটার দেখতে যাও মামা, তাহলে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।

নেপথ্যে রাখাল ॥ (সুরে) "শিব যদি মা তোমার স্বামী,
লুটায় কেন পদতলে?—"

রাম। ওই যে ঠাকুর, ওই গিরিশ ঘোষের গান। ও রাখাল, গানখানা ঠাকুরকে শুনিয়ে যাও।

গীতকণ্ঠে রাখালের প্রবেশ।

রাখাল ॥ গীত

শিব যদি মা তোমার স্বামী,

লুটায় কেন পদতলে ?—

হৃদয় ॥ আরে ধ্যেৎ— [প্রস্থান।

রাখাল ॥ গীত

বুক পেতে দে' ভয়ে ভয়ে

চায় মা তোর মুখমণ্ডলে !

চরণ দুটি মনোরমা, তাই কি বুকে নেছে শ্যামা,

তোর আবার কি স্বামী ওমা,

মা তুমি মা সবাই বলে।

রামকৃষ্ণ ॥ মা, মা—

রাখাল ॥ গীত

ধরা কাঁপে পদভরে, বাজে না কি বুকে ধরে,

নইলে বল্ মা কেমন করে শিব ধরেছে

হৃদদ্‌কমলে ?

রামকৃষ্ণ ॥ এমন গান বেঁধেছে গিরিশ ঘোষ ! এমন যার গান, সে ত যে-সে লোক নয়। ওরে, ও রাম, তোদের সুরেন মিত্তিরের বাড়ী যেদিন যাব, লোকটাকে ডেকে আনতে পারবি নি ?

রামচন্দ্র। ডাকতে পারব, তবে আনতে পারব কি না জানি নে।

রামকৃষ্ণ ॥ কেনে গো ? আমার নাম করলে আসবে নি ?

রাম ॥ না আসাই সম্ভব। লোকটা ঠাকুর দেবতা মানে না। তার উপর মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, আর যা খুশী তাই বলে।

রামকৃষ্ণ ॥ (সুরে) "মন ভুলো না কথার ছলে।" বল্ না রে রাখালে।

রাখাল ॥

গীত

মন ভুলো না কথার ছলে!
সুরাপান করি নে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
আমায় মদমাতালে মাতাল করে, মনমাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে মা প্রবৃত্তি-মশাল জালিয়ে
আমার জ্ঞান-শুঁড়ীতে চুঁয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মনমাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি বলে তারা ;
রামপ্রসাদ বলে, এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে।

রামকৃষ্ণ। মা, মা— (সমাধি)

সকলে ॥ কালী, কালী—

রামকৃষ্ণ ॥ [রামকৃষ্ণের ধ্যানভঙ্গ] নারকোলের ছোবড়া দেখে ছুঁড়ে ফেলিস নি। ভেতরে মিষ্টি শাঁস আছে গো। রসিক ছাড়া কেউ তার খোঁজ পায় নি। বাইরের রাংতা দেখে ভুলবি কেনে? শকুন আকাশে থাকে, কিন্তু নজরটা ভাগাড়ের দিকে। আর চাতক পাখীকে দেখ্ ; মাটিতে থাকে, কিন্তু চেয়ে থাকে মেঘের দিকে। কত নুড়ি পথের পাশে পড়ে থাকে, কোন্ নুড়িতে নারায়ণ আছেন, কেউ কি বলতে পারে গো, কেউ কি বলতে পারে?

(সুরে) "মন ভুলো না কথার ছলে!
সুরা পান করি নে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।"

[সকলের প্রস্থান।

———

Assam Valley Plywood
Tinsukia

প্রথম পর্ব

প্রথম দৃশ্য

গিরিশের বাড়ী

অতুল ও স্বরৎকুমারীর প্রবেশ।

অতুল ॥ সর্বনাশ হয়েছে বৌদি।

স্বরৎ ॥ এই রে, তাহলে উপায় কি হবে ঠাকুরপো ?

অতুল ॥ তোমার সব কথায় খালি রহস্য। সিরিয়াস কথাগুলোও তুমি সব লাইট করে উড়িয়ে দাও। আমি হাহুতাশ করি, আর তুমি দাঁত বার কর। দাদা যেদিন মেয়েদের নিয়ে থিয়েটার করার সঙ্কল্প করলে, হন্তদন্ত হয়ে তোমাকে এসে বললুম। তুমি একগাল হেসে বললে,—"বাঁচা গেল, গুঁপো মিন্সেদের আর রানীর সাজে দেখতে হবে না।"

স্বরৎ ॥ আজ আবার কি সর্বনাশের খবর এনেছ ? বাগবাজারের রসগোল্লায় ছানা কম দিচ্ছে, না কদম আলির বিড়ির দোকান উঠে গেছে ?

অতুল ॥ খুব হয়েছে। আমি চললুম।

স্বরৎ ॥ সে কি কথা ? পাতে বেগুনভাজা দিয়েই হাত গুটিয়ে নেবে কি গো ? লুচি ফেলো, তারপর যেতে হয় যাও।

অতুল ॥ তুমি যদি সব কথা এমনি করে উড়িয়ে না দিতে, তাহলে দাদার আজ এ হাল হত না। চোখে কি তোমার এক ফোঁটা জলও নেই? কাঁদতেও পার না? মদ খেয়ে কি মানুষটা রসাতলে যাবে?

স্বরৎ ॥ ঠাকুরকে ত আমি কত ডাকছি। তুমিও ডাক ঠাকুরপো।

অতুল ॥ এসব ঠাকুর কুকুরের কাজ নয়। দাদাকে বল,— "তুমি যদি মদ আর থিয়েটার না ছাড়, তাহলে আমি আর অন্ন গ্রহণ করব না।"

স্বরৎ ॥ সে একদিন তোমার কথায় বলেছিলুম ঠাকুরপো। বেলা যত বাড়তে লাগল, ক্ষিধের জ্বালায় তত সর্ষেফুল দেখতে লাগলুম। শেষকালে পান্তাভাত খেয়ে পিত্তি রক্ষে করি।

অতুল ॥ তবে আর কি? স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দাও; তোমার দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে।

স্বরৎ ॥ মানুষও কাঁদবে, তবে দুঃখে নয়, আনন্দে। কত বড় অভিনেতার স্ত্রী আমি দেখছ ত? আরও দেখবে। আজ তাঁকে যারা মাতাল বলে ঘেন্না কচ্ছে, একদিন তারাই তাঁকে মহাকবি বলে পূজো করবে।

অতুল ॥ মহাকবি কি কচ্ছে জান? থিয়েটারের জন্যে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে।

স্বরৎ ॥ বাঁচা গেল। তাহলে আর সাড়ে নটায় ভাত দিতে হবে না। পার্কার কোম্পানি ছারখার হক।

অতুল ॥ আরে বাবা, চাকরি না থাকলে খাবে কি?

স্বরৎ ॥ কেন, থিয়েটার ত রইল।

অথুল ॥ থিয়েটার ত আজ আছে, কাল নেই। লাভ হলে মাইনে পাবে, লোকসান হলে হাঁড়ি চড়বে না। সেটা বোঝ?

স্বরৎ ॥ সবাই বুঝে লাভ কি ? যার চাকরি, সে ত আমাদের চেয়ে কম বোঝে না। হাঁড়ি চড়াবার ভার তোমারও নয়, আমারও নয়। যার ভার, সেই বইবে,—তুমি এখন বাজারে যাও। ভাল দেখে কইমাছ আর ফুলকপি এনো।

অতুল ॥ হাঁড়িতে চাল আছে ত ?

স্বরৎ ॥ যা আছে, তাতে আরও পাঁচদিন চলে যাবে।

অতুল ॥ তারপর ?

স্বরৎ ॥ তারপরের ভাবনা ভাবব তারপর। কাল মরতে হবে বলে আজ থেকেই গলায় দড়ি ঝোলাব কেন ? কবি বলেছেন, পড় নি ? "সময়ের সার বর্তমান।"

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ ॥ ঠিক বলেছ।

"Trust no future however pleasant,
Let the dead past bury its dead,
Act act in the living present
Heart within and God overhead"

স্বরৎ ॥ God-এর নাম করে ফেললে যে গো ? অমন কাজ করতে আছে ? বসো, মহাপ্রসাদ নিয়ে আসছি।

[গিরিশের ছাতা ও চাদর লইয়া প্রস্থান।

অতুল ॥ দাদা, সত্যি তুমি চাকরিতে resign দিচ্ছ ?

গিরিশ ॥ Yes, I have decided to resign. কাল সোমবার, কালই অফিসে গিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেব।

অতুল ॥ এমন ভাল চাকরিটা মুখের কথায় ছেড়ে দেবে দাদা? সাহেব কোম্পানির চাকরি; এখন না হয় দেড়শো টাকা পাচ্ছ, দু'বছর পরে হয়ত পাঁচশো টাকা মাইনেতে ফার্মের বড় বাবু হয়ে যাবে।

গিরিশ ॥ তা হয়ত হব অতুল। কিন্তু সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি থিয়েটারের কাজ করলে দশ বছরে থিয়েটারের অনেক উন্নতি হবে।

অতুল ॥ থিয়েটারের উন্নতি হলে তোমার কি লাভ?

গিরিশ ॥ দেশের লাভেই আমার লাভ অতুল। সবাই বলে, যে জাত যত সভ্য, তার ষ্টেজ তত উন্নত। আমাদের পেশাদার মঞ্চ ছিল না, আমরা এতদিন পরে সে অভাব পূর্ণ করেছি। ভাল নাটক নেই, ভাল whole-time অভিনেতা নেই, একনিষ্ঠ কর্মী নেই, নেই এমন একজন সাধক—যে ধ্যান করবে থিয়েটার, স্বপ্ন দেখবে থিয়েটার, কামনা করবে শুধু থিয়েটারের উন্নতি। আমি এ অভাব পূর্ণ করব অতুল। বাংলার রঙ্গালয়কে সত্যিকার সাধনার মন্দির করে গড়ে তুলব।

অতুল ॥ কিন্তু তোমার সংসার চলবে কি করে?

গিরিশ ॥ প্রতাপ জহুরী বলেছে, চাকরি ছেড়ে থিয়েটারের whole-time worker হলে সে আমায় একশো টাকা মাইনে দেবে।

অতুল ॥ একশো টাকার লোভে তুমি দেড়শো টাকার চাকরি ছেড়ে দিতে চাও?

গিরিশ ॥ পঞ্চাশ টাকা লোকসান হবে। কিন্তু আর একদিক দিয়ে অনেক বেশী লাভ হবে। এ লাভ শুধু দেশের নয়, আমারও। পার্কার কোম্পানির বুককীপার হয়ে পঞ্চাশ বছর কাজ করলেও গিরিশ ঘোষকে কেউ চিনবে না, চিনবে এই থিয়েটারের ভেতর দিয়ে।

অতুল ॥ এ অনিশ্চিতের পেছনে তুমি ছুটে যেও না দাদা। থিয়েটার যদি না চলে, প্রতাপ জহুরী ঘর থেকে এনে তোমাদের মাইনে দেবে না। তেমন দুর্দিন যদি আসে, তখন কি করবে?

গিরিশ ॥ তোমার বৌদি যে বললে, শোন নি? তখনকার কথা তখন ভাবলেই চলবে।

অতুল ॥ বৌদি স্ত্রীলোক, তুমি ত স্ত্রীলোক নও দাদা! থিয়েটার করে নিজের কি সর্বনাশ তুমি করেছ, বুঝতে পাচ্ছ না। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তোমার নাম শুনলে কানে গঙ্গাজল দেয়।

গিরিশ ॥ দিনের বেলা দেয়, রাত্রে তারাই থিয়েটার দেখে, আর মেয়েদের গান শুনে এঙ্কোর দেয়।

অতুল ॥ পাড়ার লোকেরা তোমাকে বলে মাতাল।

গিরিশ ॥ যখন পাশ চাইতে আসে, তখন বলে স্যার।

অতুল ॥ মেয়েরা তোমাকে দেখে এক গলা ঘোমটা দেয়।

গিরিশ ॥ থিয়েটারে গিয়ে এরাই নাটুকে গিরিশের পায়ের ধুলো নেয়। মানুষের নিন্দাস্তুতির কোন দাম নেই অতুল। একটা বড় কাজ প্রথম যে আরম্ভ করে, তার বরাতে দুঃখের শেষ থাকে না। দেশে দেশে যুগে যুগে দুটো চারটে লোক জরাজীর্ণ পুরাতনকে ভেঙে নতুন সড়ক তৈরী করে, লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপবাদ সয়ে তারা হয়ত নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু তাদের কর্মের ফল ভোগ করে অনন্ত ভবিষ্যৎ।

অতুল ॥ কিন্তু—

গিরিশ ॥ লোকনিন্দা শুনে তারা থমকে দাঁড়ায় নি, অশ্লেষা মঘা ত্র্যহস্পর্শ বিচার করে পা বাড়ায় নি, "কাল কি খাব" ভেবে একবারও শিউরে ওঠে নি। তাই গরুর গাড়ীর যুগ শেষ হয়ে বাষ্পীয় যান এসেছে,

নব নব আবিষ্কারের ফলে সভ্যতার রথ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

অতুল ॥ থিয়েটার ত আমোদ প্রমোদের জন্যে। সভ্যতার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক বুঝতে পাচ্ছি না।

গিরিশ ॥ তোমার বৌদি কিন্তু বুঝেছে।

অতুল ॥ তোমার চাকরি ছাড়ার কথা শুনে বৌদি কিন্তু একটুও খুশী হয় নি।

গিরিশ ॥ খুশী হয় নি? But I thought otherwise. বেশ, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার মত সেও যদি আমায় বাধা দেয়, আমি চাকরি ত ছাড়বই না, থিয়েটারও আর করব না।

অতুল ॥ পায়ের ধুলো দাও দাদা। আমি বৌদিকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ স্বরৎকুমারীও চায় না যে আমি থিয়েটার করি? অথচ আমার এত বড় সমঝদার আর কেউ ছিল না। "Things are not what they seem."

স্বরৎকুমারীর প্রবেশ।

স্বরৎ ॥ [মদ্যপাত্র তুলিয়া ধরিয়া] এই নাও, ধর।

গিরিশ ॥ [মদ্য পান করিয়া] এটা কিন্তু তোমার ভুল হয় না। বাজার থেকে চাল ডাল আসুক আর না আসুক, মদ ঠিক আসবে। লোকে স্বামীর নেশা ছাড়াবার চেষ্টা করে, আর তুমি তার যোগান দিয়ে চলেছ।

সুরং ॥ এত দিনের নেশা জোর করে কি ছাড়ানো যায় ? বাইরে খেয়ে বেসামাল হওয়ার চেয়ে আমার হাতেই সেবা কর।

গিরিশ ॥ সবাই ত আমায় মাতাল বলে ঘেন্না করে, তোমার ঘেন্না হয় না ?

সুরং ॥ না গো। আমি ত দেখছি সবাই মাতাল। কেউ পয়সার মাতাল, কেউ প্রেমের মাতাল, তোমার ভাই আবার ভাই-মাতাল।

গিরিশ ॥ আশ্চর্য্য! তুমি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বল যে আমি অবাক হয়ে যাই। আচ্ছা, তোমার কখনও ইচ্ছে হয় না যে আমি নেশা ছেড়ে দিই ?

সুরং ॥ হয় বই কি! তাই বলে আমার মাথাব্যথাও নেই। নেশা যে ছাড়াবার, সে ঠিক ছাড়াবে।

গিরিশ ॥ ঠাকুর দেবতার কথা বলছ ? আমার জীবনে ঠাকুর দেবতার স্থান নেই। আমিও তাদের বিশ্বাস করি না, তারাও আমায় বিশ্বাস করে না। হাসছ যে ?

সুরং ॥ ঠাকুর যদি ঠাকুরই হন, তোমার কাছে তাঁকে আসতেই হবে।

রাখালের প্রবেশ।

রাখাল ॥ আপনিই কি নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ?

গিরিশ ॥ নাট্যাচার্য্য! কে বলেছে ?

রাখাল ॥ আমাদের ঠাকুর বললেন।

সুরং ॥ কে বাবা তোমাদের ঠাকুর ?

রাখাল ॥ আমাদের ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

গিরিশ ॥ পরমহংস তোমাকে আমার কাছে ঠেকিয়ে দিয়েছেন বুঝি? থিয়েটারে ঢুকবে? বাঃ, বেশ পরমহংস ত!

রাখাল ॥ কি বলছেন আপনি?

গিরিশ ॥ কেটে পড় ছোকরা। সংসার চলছে না বুঝি? বাজারে বসে কুমড়োর ফালি বিক্রি কর; তবু এ পথে এস না বাপধন।

রাখাল ॥ আপনি এসব কথা কেন বলছেন? আমি চাকরির জন্যে আসি নি।

গিরিশ ॥ তবে কি? পাশ চাই? হবে না; তোমার কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে খাবার ইচ্ছে আমার নেই। আর একটু বড় হও, তারপর পাশ নিয়ে যেও।

রাখাল ॥ আমার পাশের দরকার নেই।

গিরিশ ॥ পয়সা দিয়ে দেখবে? দেখ। তুমি যদি নিজের মাথা নিজেই খেতে চাও, আমার আপত্তি নেই। হাঁ করে দেখছ কি?

রাখাল ॥ দেখছি, কি সুন্দর আপনার সংলাপ-রচনা!

গিরিশ ॥ ও বাবা, এ ত এক রসজ্ঞ সমালোচক দেখছি। নামটি কি বলত।

রাখাল ॥ নাম রাখাল।

সুরেং ॥ বল বাবা, কি বলতে এসেছ।

গিরিশ ॥ বল, নির্ভয়ে বল। নেশাটা জমে উঠলে কান দুটো বন্ধ হয়ে যাবে।

রাখাল ॥ পরমহংসদেব সুরেন মিত্তির মশায়ের বাড়ীতে এসেছেন।

গিরিশ ॥ Yes, yes. রামদত্ত আমায় নেমন্তন্ন করেছিল বটে।

রাখাল ॥ আপনার মনে নেই। ঠাকুর আমাকে পাঠালেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

গিরিশ ॥ বটে !

স্বরৎ ॥ ঠাকুর নিজে পাঠিয়েছেন ওঁকে নিয়ে যেতে ? ওগো, শুনছ ? তুমি এক্ষুণি চলে যাও।

গিরিশ ॥ Why ? What do I care for those ঠাকুরস্ ? মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এরা তাদের পকেট কাটে, মুখের উচ্ছিষ্ট খাওয়ায়, পা টেপায়।

স্বরৎ ॥ ও কথা বলতে নেই, ছি।

রাখাল। আপনি জানেন না, পরমহংস দেব সে রকম ঠাকুর নন।

গিরিশ ॥ ও পরমহংস রাজহংস সব সমান। তুমি যাও ছোকরা। তোমার ঠাকুরকে গিয়ে বল, তার বুজরুকিতে সুরেন মিত্তির আর রামদত্ত ভুলতে পারে, but গিরিশ ঘোষ is a hard nut to crack, এ বড় শক্ত চিজ।

রাখাল ॥ বেশ ত, আপনার পছন্দ না হয়, যাবেন না। তাই বলে আমার ঠাকুরকে আমার সামনে গাল দিচ্ছেন কেন ?

গিরিশ ॥ No my friend, গাল আমি দিইনি। আমি মদো মাতাল, আমার মুখের ভাষাই ওই রকম,—'বাবা' বলতে 'শালা' বলে ফেলি। গাল দেব কেন ? তোমার ঠাকুর নরদেহে নারায়ণ—

(সুরে) "যেই রাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি,
নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি।"

অ্যাঁ ! ওগো, এসব কি বলছি আমি ? তুমি হাসছ কেন ? মনে হচ্ছে যেন সাতরাজার ধন মাণিক পেয়েছো।

স্বরৎ ॥ ঠিক তাই। তুমি যাবে না ?

গিরিশ ॥ কথখনো না। যাও রাখাল মহারাজ, তোমার ঠাকুরকে গিয়ে বল, তার হুকুম মানতে আমি অক্ষম। কারণ আমি তার গোলাম নই।

রাখাল ॥ বেশ, তাই বলি গে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গিরিশ ॥ এই, এই, ওহে ছোকরা, তুমি বড় বেরসিক, ঠাট্টাও বোঝ না। তুমি তোমার পরমহংসকে গিয়ে বল—আমার অত্যন্ত—আমার অত্যন্ত মাথা ধরেছে।

রাখাল ॥ যে আজ্ঞে। তাই বলব। নমস্কার।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ শালার ঘরের শালা।

স্বরৎ ॥ তুমি বুঝি ভাবছ, পার পেয়ে গেলে? মোটেই তা নয়। ময়াল সাপে ধরেছে, না গিলে ছাড়বে না।

গিরিশ ॥ আরে যাও যাও। গিরিশ ঘোষ যমের অরুচি, ময়াল সাপে তাকে ধরলে পেট ফেটে মরবে। যাক্ সে কথা, প্রতাপ জহুরী আমায় চেপে ধরেছে, চাকরি ছেড়ে আমি তার থিয়েটারের whole-time ম্যানেজার হই। আমি মনে করেছি কালই চাকরিতে ইস্তফা দেব। শুধু তোমার মতামতের অপেক্ষা। অতুল বলছিল, তুমি নাকি এতে খুশী নও। সত্যি?

স্বরৎ ॥ সত্যি।

গিরিশ ॥ ভেবে দেখ, আমার সমস্ত শক্তি যদি থিয়েটারের পেছনে ব্যয় করি, বাংলায় আদর্শ রঙ্গালয় গড়ে উঠবে। আমি অভিনয় শেখাব, অভিনয় করব, নাটক লিখব। তবু কি আমাদের সাধনা সফল হবে না?

স্বরৎ ॥ নিশ্চয়ই হবে।

গিরিশ ॥ প্রতাপ জহুরী যদি কথা না রাখে, আমরা আর একটা মঞ্চ গড়ে তুলব। একটা নাটক যদি ফেল করে, আরও দশটা নাটক লিখব। তাতেও কি আমাদের পেটের ভাত জুটবে না?

স্বরৎ ॥ কেন জুটবে না ?

গিরিশ ॥ মাইনে কিন্তু একশো টাকা। একশো টাকায় সংসার চলবে না ?

স্বরৎ ॥ চালালেই চলবে।

গিরিশ ॥ তবে কেন আমি দু-নৌকোয় পা দিয়ে মরব ?

স্বরৎ ॥ কে বলছে তোমায় ?

গিরিশ ॥ তবে আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি বলে তুমি অসন্তুষ্ট কেন ?

স্বরৎ ॥ আরও আগে ছাড় নি বলে।

গিরিশ ॥ এ তুমি বলছ কি স্বরৎ ?

স্বরৎ ॥ তুচ্ছ কেরানীগিরি করার জন্যে তোমার জন্ম হয় নি। তুমি হবে দেশবরেণ্য নাট্যকার, তুমি হবে বাংলার রঙ্গমঞ্চের জনক, তুমি হবে এদেশের অভিনেতাদের পথের দিশারী। তোমার এত বড় প্রতিভার ভাগ তুমি ইংরেজ বেনিয়াদের দেবে কেন ? সমস্ত প্রতিভা দিয়ে তুমি তোমার দেশের সেবা কর কবি। গীতায় যেন কি বলেছেন ভগবান্ ? বল না গো, বাবা যে সেদিন বললেন। কি যেন কথাটা ?

গিরিশ ॥ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম" যে যে-ভাবে আমার সাধনা করে, আমি তার মধ্যেই তাকে ধরা দিই।

স্বরৎ ॥ তবে আর ভয় কি ? রঙ্গালয়ের সেবা করেই একদিন তুমি ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে।

অমৃত বোসের প্রবেশ।

অমৃত ॥ পায়ের ধুলো দিন বৌদি। আপনি বাংলার রঙ্গমঞ্চকে বাঁচালেন। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হক।

স্বরৎ ॥ বেশ লোক ত আপনি। পায়ের ধুলোও নিলেন, আবার আশীর্বাদও করলেন ?

অমৃত ॥ অভিনেতার দুটো মুখ বৌদি ; এক মুখে মদ খায়, আর এক মুখে হরিনাম গান করে।

গিরিশ ॥ কিন্তু আমার মাথাটা যে সত্যি সত্যি ধরে গেল গো। পরমহংসকে যা বলতে বললুম, তাই হল ?

স্বরৎ ॥ তবু তুমি ঠাকুর দেবতা মানতে চাও না। দাঁড়াও, ঠাকুরের নির্মাল্য এনে দিচ্ছি। বস্থন রসরাজ, বেগুনি ভেজে নিয়ে আসছি।

অমৃত ॥ বেগুন কোথায় যে বেগুনি ভাজবেন ? কুম্‌ড়ি আর মুড়ি নিয়ে আস্থন, আমি ততক্ষণ গুরুর সঙ্গে প্রেমালাপ করি।

স্বরৎ ॥ দেখবেন, মানুষটাকে বেশী বকাবেন না, রাত্রে আবার থিয়েটার আছে ত।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ হঠাৎ কি মনে করে অমৃত ?

অমৃত ॥ গুরুর বিরহে শিষ্য বড় কাতর হয়ে পড়েছে।

গিরিশ ॥ ওটা ত পোশাকী কথা। আসল কথা বল।

অমৃত ॥ একটি ভাল মাল এনেছি গুরু, test করে দেখুন।

গিরিশ ॥ তুমি taste করে, মানে আস্বাদন করে দেখেছ ত ?

অমৃত ॥ তোবা তোবা, গুরুর ভোগ কি শিষ্য taste করতে পারে ? জিনিসটা এখনও কচি আছে গুরু। যদি কিলিয়ে পাকিয়ে নিতে পারেন, অপূর্ব চিজ হয়ে দাঁড়াবে। মেয়েটার যেমন গলা তেমনি ভাব।

গিরিশ ॥ মেয়ে এনেছ ? তাই বল। ওই তোমার দোষ ; শ্যামবাজার থেকে সোজা বাগবাজারে আসবে না, ধর্ম্মতলা দিয়ে ঘুরে আসবে।

অমৃত॥ গুরুর কাছে আসতে হলে ধর্ম্মের তলা দিয়েই আসতে হয়। ডাকব মেয়েটাকে? একটু টিপে দেখবেন?

গিরিশ॥ কত মেয়েই ত তুমি আনলে, কেউ বলে "পেতুর্যেষ", কেউ বলে "বর্জাঘাত"; শতকরা পাঁচটাও ধোপে টিকল না।

অমৃত॥ এটি বোধহয় টিকবে। আপনি যদি নিজের হাতে তৈরী করে নেন, এ এক অসাধারণ অভিনেত্রী হবে।

গিরিশ॥ কার মেয়ে?

অমৃত॥ সরকারী মেয়ে।

গিরিশ॥ তুমি কি না রসিয়ে কোন কথা বলতে পার না অমৃত?

অমৃত॥ রসিয়ে না বলতে পারলে ত বসিয়ে দেবেন, ওই একটা গুণেই করে খাচ্ছি। রাজা সাজলে মানায় না, সাহেব সাজলে লোকে কুকুর লেলিয়ে দেয়, প্রেমিক সাজলে প্রেমিকা মূর্চ্ছা যায়। কাজেই প্রেমিকের ভাঁড় সাজি, আর বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে আপনাদের নায়িকা কুড়িয়ে আনি। ওরে, ও বিনি, এদিকে আয়।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

[গিরিশ ও বিনোদিনী পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।]

অমৃত॥ (স্বগত) গুরুর চোখ যে ছানাবড়া হয়ে গেল দেখছি।

গিরিশ॥ তুমি—

বিনোদ॥ আপনিই নাট্যাচার্য্য?

অমৃত॥ প্রণাম কর না রে।

(বিনোদিনী প্রণাম করিল)

গিরিশ॥ কি নাম তোমার?

বিনোদ॥ আমার নাম বিনোদিনী দাসী।

গিরিশ ॥ থিয়েটারে আসতে চাও কেন ?

বিনোদ ॥ থিয়েটার আমার বড় ভাল লাগে। তা ছাড়া আমার মনে হয় আমার মত মেয়েদের এই একটাই নিরাপদ আশ্রয়।

অমৃত ॥ শ্রীগুরুর শ্রীচরণ আরও নিরাপদ। ক্রমে বুঝবে, গুরু কি চিজ ; ছেলে মরবে, তবু ঘুনসী ছিঁড়বে না।

গিরিশ ॥ Please keep quiet. আর কখনও থিয়েটার করেছ তুমি ?

বিনোদ ॥ করেছি, সে তেমন কিছু নয়। বেঙ্গল থিয়েটারে মাঝে মাঝে দু এক নম্বর পার্ট করি, আর গান গাই।

গিরিশ ॥ ভয় টয় করে না ত ?

বিনোদ ॥ ভয় করবে কেন ? আমি কারও দিকে তাকাই না। হলে যে কেউ বসে আছে, তাই আমার খেয়াল থাকে না।

গিরিশ ॥ Thats very good. লেখাপড়া জান ?

বিনোদ ॥ কিছু কিছু জানি।

গিরিশ ॥ কে আছে তোমার বিনোদ ?

অমৃত ॥ এক মা ছাড়া তিন কুলে কেউ নেই গুরু। মা রিটায়ার করেছে, তাই মেয়েকেই টায়ার লাগিয়ে পথে বেরুতে হয়েছে।

গিরিশ ॥ একটু অ্যাকটিং শোনাতে পার ?

বিনোদ ॥ কি শোনাব বলুন। 'হুঁ,' 'হাঁ,' 'না', 'তাই হবে,'—এই সবই আমার পার্ট। আপনি আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে নিন, শেখালে আমি নিশ্চয়ই শিখতে পারব। আমার বড় সাধ—বড় অভিনেত্রী হই। আমার মন বলছে, আপনার হাতে পড়লে নিশ্চয়ই আমার স্বপ্ন সফল হবে।

অমৃত ॥ সেই জন্যেই তোকে গুরুর কাছে নিবেদন করেছি। গুরু কত ইঁচড়কে যে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়েছে, তার সংখ্যা নেই। জয়গুরু।

গিরিশ ॥ একখানা গান গাও দেখি।

অমৃত ॥ গলাটা ঝেড়ে ভাল করে ধর। (সুরে) "জংলা পাখী পোষ না মানে, জংলা পোষা বড় দায়।"

বিনোদ ॥ ওসব গান গাইতে ভালবাসি না বলেই থিয়েটারে আসতে চাই।

গিরিশ ॥ ওর কথায় অভিমান করো না। অমৃত বোস মুখপোড়া হলেও আসলে হনুমান নয়।

অমৃত ॥ আসল তোর সামনে দাঁড়িয়ে। ধর্—গান ধর্। আমি দেখি কুমড়ি কদ্দুর হল।

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ **গীত**

ও কাণ্ডারি গো, আমায় কর পার,
কূলে একা বসে আছি, জগৎ অন্ধকার!
নাই পুঁজি মোর পারের কড়ি গো,
লাজে ভয়ে তাইত মরি গো,
নাইক তরী, নাইক কড়ি, জানিনে সাঁতার!
(ওই) হাঙ্গর কুমীর দিচ্ছে হানা গো,
মানছে না মোর পরাণ মানা গো,
আখের ভেবে দুনয়নে নামছে আঁখিধার।

(গিরিশের চরণে পতিত হইল)

গিরিশ ॥ ওঠ বিনোদ।

বিনোদ ॥ আমাকে থিয়েটারে আশ্রয় দিন। এ জীবন আর আমি বইতে পাচ্ছি না। আমি কিছুই জানি না। আপনি পাখীপড়া করে আমায় গড়ে তুলুন। আপনি যা বলবেন, আমি তাই শুনব।

গিরিশ ॥ যা বলব, তাই শুনবে ? বেশ, আমার যতটুকু বিদ্যে আছে, সব উজোড় করে তোমায় দেব। দেখি তুমি কত শিখতে পার। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের থিয়েটারে যেও।

বিনোদ ॥ আপনি আমায় বাঁচালেন। আমি অকৃতজ্ঞ নই ; এ উপকার আমি ভুলব না। আপনার থিয়েটারের জন্যে আমার জীবন পণ রইল।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

গিরিশ ॥ কে জানে ? এই মেয়েটার জন্যেই হয়ত একদিন থিয়েটারের মুখোজ্জল হবে। কিন্তু মাথাটা যে সত্যি সত্যি বড় ধরে গেল। রামকেষ্ট ঠাকুর শাপ দিলে না কি ? স্মরেন মিত্তিরের বাড়ী যাব ? দূর দূর, পরমহংসের বাপের ওলাউঠো হক। যত সব ভণ্ড তপস্বী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আমোদিনীর বাড়ী।

আমোদিনী ও রাঙাবাবুর প্রবেশ।

রাঙাবাবু॥ দেখ মাসি, কাগজে তোমার মেয়ের কি প্রশংসা বেরিয়েছে। এমন অভিনেত্রী না কি বাংলার রঙ্গমঞ্চে আর নেই। কাগজ-ওয়ালারা তাকে উপাধি দিয়েছে নটীকুলসম্রাজ্ঞী। ন্যাশনাল থিয়েটারের এবার জয়-জয়কার।

আমোদ॥ খ্যাংরা মার থিয়েটারের মুখে। কুলের সামিগ্রী! ওই মুখেই যত বারফাট্টাই। সামিগ্রীর মাইনে কত জান? পঁচিশ টাকা। বলি, চোখে দেখেছ ত আমার মেয়েকে? নিজের মুখে বলব না। লোকে বলে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তার মাইনে না কি সওয়া ছ গণ্ডা টাকা। তুমিই বল ত বাছা, এতে দুটো প্রাণীর চলে?

রাঙাবাবু॥ খুঁড়িয়ে চলে।

আমোদ॥ তবু কি হুঁশ আছে? থিয়েটার থিয়েটার করেই পাগল হয়ে গেল। রেতের বেলা ত টিকি দেখবার জো নেই; দিনের বেলাও মহল্লা দিচ্ছে ত দিচ্ছেই। গিরিশবাবু যদি বা ক্ষ্যামা দিতে চায়, ও তাকে ছাড়বে না। এটা দেখিয়ে দিন, ওটা বুঝিয়ে দিন, বিলেতে কে কি করেছিল, শেখ পিয়ারুর থেলো হুঁকোয় কে কি সেজেছিল,—ব'লে ব'লে লোকটাকে পাগল করে তুললে।

রাঙাবাবু॥ পাগল তুমিও আমায় কম কচ্ছ না মাসি। শেখ পিয়াক্কর থেলো হুঁকো নয়, শেক্সপীয়ারের ওথেলো।

আমোদ॥ এত পরিশ্রমের না কি এই দাম? মুখপোড়াদের কি একটু আক্কেল নেই গা? আমি হলে পেরতাপ জহুরীর মুখে ঝাঁ্যাটা মেরে চলে আসতুম। (রাঙাবাবুকে তাক করিল)

রাঙাবাবু॥ আমি পেরতাপ জহুরী নই মাসি। থিয়েটার করতে না কি তুমিই বলেছিলে?

আমোদ॥ যখন বলেছিলুম, তখন বলেছিলুম। আমি কি জানি থিয়েটার এমন চিজ! দু বছর ত মুখে রক্ত তুলে দেখলি। এবার ওদের মুখে ঝামা ঘষে বেরিয়ে আয়। বলি, রূপযৌবন কি তোর চিরদিন থাকবে?

রাঙাবাবু। তাই কি থাকে? (আমোদিনীর তাড়া খাইয়া রাঙাবাবু ঘরময় ঘুরিতে লাগিল)

আমোদ॥ তবে তুই সময় থাকতে গুছিয়ে নিচ্ছিস্ না কেন হতভাগা মেয়ে? অসময়ে তোর কোন কুটুম তোকে দেখবে?

রাঙাবাবু॥ কেউ দেখবে না।

আমোদ॥ কত কাপ্তেন এল আর গেল, কাউকে তোর পছন্দ হল না? থিয়েটার তোর স্বগ্গে বাতি দেবে?

রাঙাবাবু॥ ছাই দেবে।

আমোদ.॥ তুমি একটু বুঝিয়ে বল না।

রাঙাবাবু॥ আমি বললে কি শুনবে?

আমোদ॥ ওর বাবা শুনবে। ছেলেবেলায় ত দেখেছি, পাড়ায় কারও কথা শুনত না, কিন্তু তুমি বললে এক পায়ে খাড়া। তুমিও হঠাৎ দেশে চলে গেলে, আর ওরও কপালে আগুন লাগল। চাকরি কচ্ছ বুঝি?

রাঙাবাবু ॥ না মাসি। মামা মারা গেছেন, তাঁর জমিদারীর এখন আমিই মালিক।

আমোদ ॥ জমিদারী পেয়েছ? বেশ বেশ। সবই বরাত বাবা। ছোটখাটো জমিদারী বুঝি?

রাঙাবাবু ॥ খুব ছোট নয়, বছরে পাঁচ লাখ টাকা আয়।

আমোদ ॥ পাঁচ লাখ! ভাইটাই ত তোমার নেই।

রাঙাবাবু ॥ না, আমি একা। একটা বোনও নেই।

আমোদ ॥ বরাত রাঙাবাবু, সবই বরাত। বিনিকে তুমি কি চোখে দেখেছিলে, আমি ত জানি। তোমার বাবা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে তোমায় নিয়ে যেতে পাঠালে। তুমি বিনিকে বিয়ে করার জন্যে ঝুলে পড়লে। পাজী মেয়ে জোর করে তোমায় দেশে পাঠিয়ে দিলে। নইলে আজ—বরাত। আজ যার ভাত কাকচিলে খাবে, তার মাইনে কি না পঁচিশ টাকা! নিজের ভাল যে বোঝে না, তার ভাল কি কেউ করতে পারে? বরাত। ওই তোমাদের কুলের সামিগ্রী এল।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ ॥ কে এসেছে মা? একি, রাঙাবাবু, তুমি! কতক্ষণ এসেছ?

রাঙাবাবু ॥ অনেকক্ষণ।

আমোদ ॥ এক ঘণ্টা ধরে বসে আছে। জোর করে বসিয়ে রেখেছি। তোর কি ফেরবার সময় হয়? থিয়েটারের রাজকাজ আর ফুরোয় না। ঝ্যাঁটা মারো থিয়েটারের মুখে।

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ কবে এসেছ ?

রাঙাবাবু ॥ আজ সকালেই এসেছি। গাড়ী থেকে নেমেই শুনি কাগজওয়ালারা চীৎকার কচ্ছে,—নটীকুলসম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর আশ্চর্য্য অভিনয়। একখানা কাগজ কিনে তোমার ছবি দেখলুম। আর মনে হল,—(সুরে) "প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু, দিন যাবে আজি ভালো।"

বিনোদ ॥ সঙ্গে সঙ্গে নটীকুলসম্রাজ্ঞীকে সশরীরে দেখতে চলে এলে। তোমার রাগ হচ্ছে না ?

রাঙাবাবু ॥ না বিনোদ। ছবি দেখে একটু দুঃখ হয়েছিল। তোমাকে সশরীরে দেখে তাও জল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, তুমি যেন যোগাসন থেকে উঠে এলে আমায় দর্শন দিতে।

চরণে তোমার কিঙ্কিনীসম সাধ হয় মোর বাজিতে,
অঞ্জলি দিতে প্রাণ উচাটন, নাহি ফুল মোর সাজিতে।

বিনোদ ॥ চুপ কর রাঙাবাবু। তোমার কথায় বড় জাদু, কণ্ঠস্বরে বড় মায়া। কত লোক ত আমাদের কাছে এসে ভালবাসা জানায়। তারা ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বলে প্রাণ উজোড় করে দেয়। তাদের কথায় কান জুড়োয়, কিন্তু মন ভরে না। তুমি কখনও জোর করে কিছু নাও নি, না পেয়েও হাসি মুখে ফিরে গেছ, আর আমার চোখে শ্রাবণের ধারা বয়ে গেছে।

রাঙাবাবু ॥ বিনোদ!

বিনোদ ॥ বেশ সুখে আছ ত ?

রাঙাবাবু ॥ খুব সুখে আছি। মামা মারা গেছেন। আমিই তাঁর সম্পত্তির মালিক। অর্থ, মান, যশ, কিছুরই অভাব নেই।

বিনোদ ॥ বউ কেমন ?

রাঙাবাবু ॥ রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। একটি ছেলে হয়েছে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিনোদ ॥ আমাকে যদি বিয়ে করতে, এসব কিছুই তুমি পেতে না।

রাঙাবাবু ॥ কিছুই ত আমি চাইনি, শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম।

বিনোদ ॥ চেয়ে পাওনি কেন জান? তোমার হাতে আমাকে তুলে দিয়ে আমি তোমায় নষ্ট করতে চাইনি রাঙাবাবু। যে মানুষ বটবৃক্ষের মত অসংখ্য অনাথ আতুরকে আশ্রয় দিতে জন্মেছে, তাকে আমি স্বার্থপরের মত ছিনিয়ে নিতে চাইনি।

রাঙাবাবু ॥ কিন্তু তুমি ত আমায় ভালবাসতে বিনোদ।

বিনোদ ॥ ভুল বুঝেছ। ভালবাসা আমাদের থাকতে নেই। তুমি যা দেখেছ, সব অভিনয়। তোমার কথা আমার মনেও ছিল না। কুমার বাহাদুরকে তুমি দেখেছ?

রাঙাবাবু ॥ দেখেছি বই কি? তিনি বেঁচে নেই বলেই আমি এসেছি।

বিনোদ ॥ কোথায় দেখেছ তাঁকে?

রাঙাবাবু ॥ এখানে দেখেছি দশবার, কাশীতে দেখেছি বিশবার।

বিনোদ ॥ বল কি রাঙাবাবু?

রাঙাবাবু ॥ আরও দেখেছি কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁকে শপথ করতে, তুমি ছাড়া আর কেউ তাঁর স্ত্রী হবে না।

বিনোদ ॥ তার পরের ঘটনাও তাহলে তুমি জান?

রাঙাবাবু ॥ জানি। কুমার বাহাদুর গোপনে বিয়ে করেছিলেন। তোমার যত কথা আমি জানি, তত কথা তুমি নিজেও জান না।

বিনোদ ॥ চোখের উপর এত কাণ্ড দেখেও তোমার ঘৃণা হচ্ছে না? বুঝতে পাচ্ছ না, তুমি যা ভেবেছিলে, আমি তা নই, আমি আজন্ম অভিনেত্রী?

রাঙাবাবু॥ অভিনেত্রীরা ত ঘৃণার পাত্রী নয়। এও এক সাধনার জগৎ বিনোদ। এই আনন্দের রাজসূয় যজ্ঞে যতটা পার তুমি ইন্ধন দিয়ে যাও; জীবন সার্থক হয়ে যাবে।

বিনোদ॥ আর বুঝি তা হয় না রাঙাবাবু। প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারে আর আমরা থাকতে পাচ্ছি না।

রাঙাবাবু॥ এক মনিব যাবে, আর এক মনিব আসবে।

বিনোদ॥ কে আসবে পঁচিশ হাজার টাকা জলে ফেলে দিতে?

রাঙাবাবু॥ আমি যদি আসি?

বিনোদ॥ তুমি থিয়েটার কিনে নেবে?

রাঙাবাবু॥ কিনবে তুমি। টাকা আমি দেব।

বিনোদ॥ কি স্বার্থ তোমার?

রাঙাবাবু॥ তোমার মুখের হাসি অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই স্বার্থ।

বিনোদ॥ তুমি যাও রাঙাবাবু, তুমি চলে যাও। যে দানের প্রতিদান দিতে পারব না, সে দান আমি নেব না। কত লোক এই মায়াপুরীতে আসে, কেউ'ত তোমার মত পাগল নয়। তারা পাই পয়সা দিলে সুদে আসলে তার প্রতিদান নেয়। তুমি পেলে না কিছু, তবু শুধু দিতেই চাও? যাও তুমি, আর এখানে এস না।

রাঙাবাবু॥ আসব বৈকি, তুমি না বললেও আসব।

বিনোদ॥ কেন আসবে? তোমার স্ত্রী আছে।

রাঙাবাবু॥ তাকে আমি অনাদর করি নি।

বিনোদ॥ তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, তবু তোমার লজ্জা নেই?

রাঙাবাবু॥ ভালবাসায় লজ্জার স্থান নেই। আজ আমি চলে যাচ্ছি পুনরাগমনায় চ।

বিনোদ॥ কথা শোন রাঙাবাবু, আগের মানুষ তুমি আর এখন নও। তোমার অনেক মানমর্য্যাদা আছে। এখানে এলে লোকে তোমার নামে কলঙ্ক দেবে।

রাঙাবাবু॥ "তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।"

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে মোটরগাড়ীর হর্ন বাজিল)

বিনোদ॥ ওই আবার কোন্ কাপ্তেন এল। এরা আমায় পাগল করবে।

গুর্ম্ুখ রায়ের প্রবেশ।

গুর্ম্ুখ॥ তোম্হারি নাম বিনোদ বিবি আছে না?

বিনোদ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

গুর্ম্ুখ॥ তুমি বহুৎ আচ্ছা অ্যাকটিং কোরতে পারে। দেখনে ভি বহুৎ খপসুরৎ আছে।

বিনোদ॥ শুনে খুশী হলুম, আপনি এখন আসুন।

গুর্ম্ুখ॥ আরে ঠারো, ঠারো, হামি কম্‌সে কম্ আঠ রোজ তোমহার ইয়ে তাজ্জব কি খেল্ দেখল। সব কুছ বাৎচিৎ হামি সমঝাতে নারল। লেকিন তোমহার গানা, movements and modulation হামাকে একদম বুদ্ধু বনা দিল। হামি খুশী হ'কে রসরাজকী মারফৎ তোমকো একঠো নেকলেস ভেজ দিয়েসে, তুমি কাঁহে হামকো বকশিস্ accept না করল বিনোদ বিবি?

বিনোদ॥ আপনারই নাম গুর্ম্ুখ রায়?

গুর্ম্ুখ॥ হাঁ হাঁ। হামি সমঝালো কি তুমি ও নেকলেস পসন্দ্ না করে। ওহিকা লিয়ে হামি একঠো জড়োয়া নেকলেস্ লিয়ে আসল। Come on, হামি আপনা হাতমে ইয়ে চিজ তোমকো পড়াঈয়ে দিবে।

বিনোদ ॥ না রায়জি, নেকলেস্ অপছন্দ হয়েছে বলে আমি ফেরৎ দিই নি। আমি থিয়েটারে কাজ করে বেতন পাই। বেতনের উপর উপরি নিলে তার নাম হয় ঘুষ। বকশিস্ যদি দিতে হয়, আপনি প্রতাপ জহুরীকে দিন।

গুর্মুখ ॥ ও শালে পরতাপ জহুরীকা নাম হামহারা পাছ মৎ বলো। তুমি নটীকুলসম্রাজ্ঞী আছে, ন্যাশনাল থিয়েটারকা most attractive star আছে, আউর তোম্‌কো তলব পঁচিশ রূপেয়া ?

বিনোদ ॥ তা হক রায়জি, এতেই আমি খুশী।

গুর্মুখ ॥ কেঁও ? তোম্ থিয়েটার ছোড়কে হাম্‌কো বন যাও। হামি তোমাকে হাজারো রূপেয়া মাসোহারা দিয়ে, বাড়ী গাড়ী ভি দিবে।

বিনোদ ॥ চাইনে আমি বাড়ী গাড়ী। আপনার হাজার টাকার চেয়ে আমার ওই পঁচিশ টাকার দাম অনেক বেশী। আপনি দয়া করে বেরিয়ে যান।

আমোদিনীর প্রবেশ।

আমোদ ॥ সর্ব্বনাশ করলে মুখপোড়া মেয়ে। ওরে, তুই কাকে কি বলছিস্ ? এ কত বড় লোক জানিস্ ? কলকতায় দশখানা বাড়ী।

বিনোদ ॥ পঞ্চাশখানা হক।

আমোদ ॥ চারটে হাওয়া গাড়ী।

বিনোদ ॥ বেল পাকলে কাকের কি ?

আমোদ ॥ পাঞ্জাবের আধখানাই ওর জমিদারী। ওর ভাত কাকচিলে খায়।

বিনোদ ॥ কাকচিলকেই খেতে দাও, বিনোদিনী খাবে না।

আমোদ ॥ দাও বাবা, আর দুশো টাকা বাড়ায়কে দাও।

গুর্মুখ ॥ দুশো কেঁও? হামি আউর পান্‌শো রুপেয়া দিবে।

আমোদ ॥ জয় বাবা ষড়ানন! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম! যা, আর দুঃখুধান্দা করতে হবে না। থিয়েটারের মুখে ঝ্যাঁটা মেরে এসে রানী হয়ে বসগে যা। পান্নার বড় ডাঁট; তার মাইনে তিরিশ টাকা, আর আমার মেয়ের পঁচিশ। খা কত মাইনে খাবি। আমার মেয়ে যখন সারাগায়ে গয়না পরে হাওয়া গাড়ী চড়ে আসবে, তোর মুখে আমি ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে লাথি মারব।

বিনোদ ॥ চুপ কর মা।

আমোদ ॥ কেন চুপ করব? আমার মেয়ে যখন রাজরানী, তখন আমি কার তোয়াক্কা রাখি? বসো বাবা, বসো, থোড়া মিষ্টিমুখ করকে যাও। দু'খানা লুচি ভাজকে আনতা হায়। ওরে ও বিনি, ভদ্রলোককে বিছানায় বসতে দে না।

বিনোদ ॥ না। আপনি চলে যান রায়জি।

আমোদ ॥ অ্যাঁ!

গুর্মুখ ॥ দেড় হাজার রুপেয়া তোম্‌কো পসন্দ্‌ না আছে?

বিনোদ ॥ না।

আমোদ ॥ (কপালে করাঘাত) বরাত।

গুর্মুখ ॥ কেতো রুপেয়া চাহি, বাতাও বিনোদ বিবি।

বিনোদ ॥ এক পয়সাও চাই না। থিয়েটারের পঁচিশ টাকায়ই আমার চলবে। কারও কেনা বাঁদী আর আমি হব না। আমায় মাপ করুন রায়জি, দয়া করে আমায় লোভ দেখাবেন না। আমি আর আমার আগের জীবনে ফিরে যেতে পারব না। আপনি চলে যান রায়জি, আপনি চলে যান।

গুর্মুখ ॥ নেকলেস ভি না লিবে?

বিনোদ ॥ না না। কিছু না দিয়ে আমি কিছু নিই না।

গুর্মুখ ॥ বহুৎ আচ্ছা বিনোদ বিবি। হামি ফিন আসবে। এক বাং শোনো। তোম্‌হাকে দিতে ভি হোবে, লিতে ভি হোবে।

[প্রস্থান।

আমোদ ॥ হারামজাদি, এত বড় মানুষটাকে তোর গেরাযি্য হল না? তোর কোন্ বাপ তোকে গাড়ী বাড়ী দেবে লা? কে তোকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে রাখবে? থিয়েটারের ওই সওয়া ছ গণ্ডা টাকায়ই জীবন কাটবে? রূপ-যৌবনে কি ভাঁটা পড়বে না? মুখের কথা বল, ভদ্রলোককে ডেকে আনি।

বিনোদ ॥ তোমার পায়ে পড়ি মা, আমায় আর এ পথে টেনে নিও না। কুমার বাহাদুর চলে গেছে, এবার আমায় ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে দাও। (পদধারণ)

আমোদ ॥ ভদ্রভাবে জীবন কাটাবি? মা দিদিমা যে পথে চলেছে, সে পথে চলবি নে তুই? দূর দূর, বেরো তুই আমার চোখের সামনে থেকে।

[বিনোদকে পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

বিনোদ ॥ আঃ—ভগবান্, তোমার রাজ্যে কি আমার ঠাঁই নেই? তুমি ত পতিতপাবন, মহাপঙ্ক থেকে এ পতিতাকে তুমি উদ্ধার কর ঠাকুর, উদ্ধার কর।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

থিয়েটার কক্ষ।

অমৃত বোস ও পান্নার প্রবেশ।

অমৃত ॥ কাগজওয়ালাদের কাণ্ড দেখলি পান্না? তুই থাকতে বিনিকে করে দিলে নটীকুলসম্রাজ্ঞী, আর তোর নামটা একবার উল্লেখও করলে না?

পান্না ॥ আপনারাই বলুন ত মশাই। বিনি অভিনয়ের কি জানে?

অমৃত ॥ ছাই জানে। তোর পায়ের নখের যুগ্যিও নয়। অবশ্য গান—

পান্না ॥ কি এমন গান গায়? আমি গাইতে জানি না?

অমৃত ॥ কেন জানবি না? আমি যে বিদ্যাদিগগজ সেজেছিলাম, আর তুই গিরিজায়া সেজে গান গেয়েছিল, আমার কানে এখনও তা লেগে আছে। থিয়েটারে কি গুণী লোকের আদর আছে? তোর প্রশংসা না করে কাগজওয়ালারা বিনিকে মাথায় তুলে দিলে?

পান্না ॥ আমার কান্না পাচ্ছে রসরাজ।

অমৃত ॥ আমারও পাচ্ছে। প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারের বারোটা বাজল, শুনেছিস্? এবার থিয়েটার তৈরি করে দেবে গুর্মুখ রায়।

পান্না ॥ গুর্মুখ রায়টা কে? দুর্মুখ রায়ের ভাই নাকি?

অমৃত ॥ না রে; এ এক পাঞ্জাবী কাপ্তেন। গোটা পাঞ্জাবই ওর জমিদারী। লোকটার টাকা রাখবার জায়গা নেই। যে ওর নজরে পড়বে, তার হয়ে গেল।

পান্না ॥ হয়ে গেল?

অমৃত ॥ তা নয়ত কি? শুনেছি, এক ডব্‌কা ম্যাথরানী ওর বাড়ীর পাশ দিয়ে ময়লার বালতি মাথায় করে যেত। মেয়েটা গুর্মুখের চোখে লেগে গেল। গুর্মুখ রায় তাকে—

পান্না ॥ বালতি নামিয়ে ট্যাকসিতে তুলে নিলে।

অমৃত ॥ আজ সে ম্যাথরানীর দু'খানা পাকা বাড়ী, গায়ে গয়না ধরে না।

পান্না ॥ পাতাচাপা কপাল। ভদ্রলোক আমাদের থিয়েটার দেখেছে?

অমৃত ॥ দেখেই ত জমে গেছে। একজন অভিনেত্রীর অভিনয় শুনে সে পাগল হয়ে গেছে। থিয়েটার সে তৈরি করে দেবে যদি সেই অভিনেত্রী তার হয়। তাকে সে দু'হাজার টাকা মাইনে দেবে।

পান্না ॥ কার এমন বরাত খুলে গেল বলুন ত? মেয়েটা কে?

অমৃত ॥ নাম শুনলে তুই লাফিয়ে উঠবি।

পান্না ॥ তাহলে ত আপনি আমার কথাই বলছেন।

অমৃত ॥ হেঃ হেঃ।

পান্না ॥ ক্যাবলা শুয়ারকে আমি আজই গিয়ে ঝাঁটা মেরে তাড়াব। তিনমাস ধরে একটা পয়সা ঠ্যাকাচ্ছে না, তার উপর তাড়ি মেরে এসে মুখখিস্তি করে, যেন ঘরের মাগ পেয়েছে।

অমৃত ॥ তুই যে গোঁপে তেল দিতে শুরু করলি।

পান্না ॥ দুর্মুখ রায় বুঝি সোজা বলে ফেললে,—"থিয়েটার আমি করে দিতে পারি, কিন্তু পান্নাকে আমার চাই?"

অমৃত ॥ তাহলে ত কোন দুঃখই ছিল না। সে চাইছে বিনোদিনীকে।

পান্না ॥ হ্যাঁ! বিনিকে চাইছে! আমার চেয়ে বিনি তার চোখে বেশী সুন্দরী?

অমৃত ॥ এ নিশ্চয় ওই বেণী মিত্তিরের কারসাজি। সে-ই গুর্মুখের পাশে বসেছিল। কাগজওয়ালাদের সেই পাঠিয়েছে। বিনি তাকে 'বাবা' বলে ডাকে কিনা।

পান্না ॥ ধর্ম্মে সইবে না। আমার ভোগে যে কাঁটা দেবে, সে নির্ব্বংশ হবে।

অমৃত ॥ বংশ থাকলে ত নির্ব্বংশ হবে?

পান্না ॥ বিনিকে আমি আস্ত চিবিয়ে খাব।

অমৃত ॥ পারবি নে; ওর গুরু সহায়। যা বলি শোন্। তোর গুর্মুখকে ও ছিনিয়ে নিচ্ছে, তুই ওর রাঙাবাবুকে কব্জা করে ফেল। তোর হাতের পরশ পেলে মহর্ষি বশিষ্ঠের নাড়ী ছেড়ে যায়, আর রাঙাবাবু কাৎ হবে না? সেও গুর্মুখের মত কাপ্তেন। একবার তাকে বাগাতে পারলে তোকে শালবল্লী দিয়ে একদম রানীর আসনে তুলে দেবে। সব তাঁর ইচ্ছা।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ ॥ পান্না, হার্মোনিয়ামটা একটু ধর না, গানটা তুলে নিই।

পান্না ॥ যা যাঃ, আর গান তুলে কি হবে? তুই ত এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। তোকে আর এখন পায় কে?

বিনোদ ॥ কি বলছিস পান্না ? আমি তোর ছোট বোন। কাগজের কথা তুলে আমায় লজ্জা দিস নি ভাই। তোদের তুলনায় আমি কিছুই জানি না। আমার অভিনয় দেখে যদি কারও ভাল লেগে থাকে, সে কৃতিত্ব আমার নয়, গুরুদেব গিরিশ ঘোষের, অমর্ত্তবাবুর আর তোর।

পান্না ॥ ঠাট্টা হচ্ছে! তা এখন ত ঠাট্টা করবিই। তোর এখন পায়া ভারি, কে তোকে আগলাবে ? এ দেমাক থাকবে না লো, থাকবে না। দর্পহারী মধুসূদন চোখ বুজে বসে নেই। আমার ক্ষেতি যে করবে, তার রূপ-যৌবন শ্যাল-শকুনে ছিঁড়ে খাবে।

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ কি হল রসরাজ ?

অমৃত ॥ বুঝতে পাচ্ছিস না ? ওই যে খবরের কাগজে তোর সুখ্যাতি বেরিয়েছে, এ আর শয়তানীর সহ্য হচ্ছে না। নটীকুলসম্রাজ্ঞী বিনিকে বলবে না ত কি তোকে বলবে ? শখটা দেখ না। হতভাগী 'বাক্স' বলতে পারে না, বলে 'বাস্ক'—গান ধরলে লোকে মেইক ওয়াটার করতে উঠে যায়,—নাচলে সবাই 'লে হালুয়া' বলে বেঞ্চি চাপড়ায়, তার স্থান দিতে হবে বিনির উপরে! বেশ করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

বিনোদ ॥ কেন শোনালেন রসরাজ ? কারও মলিন মুখ আমার সয় না।

অমৃত ॥ তুই জানিস না বিনি, পান্না বলে,—বিনি আবার গান শিখলে কবে ? ও ত ফ্রক ছেড়েই বাবু ধরেছে। একজনের পর আর একজন ওকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে গেছে।

বিনোদ ॥ মিছে ত বলে নি। আমার কথা নিয়ে আপনারা কোন

আলোচনা করবেন না। আপনার দয়ায় আমি তীর্থস্থানে এসেছি সাধনা করতে। আমাকে নিশ্চিন্ত মনে সাধনা করতে দিন।

অমৃত ॥ সাধনায় তোর সিদ্ধিলাভ হয়েছে বিনি। গুর্মুখ রায় তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে সে আমাদের থিয়েটার তৈরি করে দেবে। বিনিময়ে কি চায় জানিস্ ?

বিনোদ ॥ কি ?

অমৃত ॥ সে চায় তোকে।

বিনোদ ॥ রসরাজ !

অমৃত ॥ কেঁদে ফেললি যে ! আরও আছে পোড়ামুখি। সে তোকে হু'হাজার টাকা মাইনে দেবে, শাড়ী বাড়ী গাড়ী যা চাস্, তাই দেবে।

বিনোদ ॥ আমি কিচ্ছু চাই না রসরাজ। আমি চাই শুধু থিয়েটারের সেবা করতে।

অমৃত ॥ বিনি !

বিনোদ ॥ আমার অতীতকে আমি মুছে ফেলতে চাই। আপনারা আমায় সাহায্য করুন রসরাজ। আপনাদের এই সাধনার পীঠস্থানে আমাকে চিরদিন এমনি করে আশ্রয় দিন। দোহাই আপনাদের, আমার অতীতের পঙ্কে আর আমায় ঠেলে দেবেন না। মানুষ যে হতে চায়, তাকে মানুষ হতে দিন রসরাজ, মানুষ হতে দিন।

[প্রস্থান।

অমৃত ॥ মানুষ হতে দেব ! আমরা নিজেরাই যে মানুষের সমাজ থেকে দূরে সরে এসেছি। আমাদের সংস্রবে এসে মানুষ কি মানুষ থাকে রে পাগলি ? চোখে আমারও জল আসছে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই।

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ॥ ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর! বেশ ব্যবসা ফেঁদেছ বাবা; পুঁজি নেই, পাটা নেই, ধর্ম্মের ভেক নিয়ে ধুনী জ্বালিয়ে বসেছ, আর মাথামোটা ব্যাটা-বেটীর দল খই-মুড়কির মত আঁজলা ভরে টাকা-পয়সা অঞ্জলি দিচ্ছে। দূর দূর, দেশটা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই রসাতলে গেল। Who is that? রসরাজ অমৃত বোস?

অমৃত॥ আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব।

গিরিশ॥ কেন শিষ্য মলিনবদন?
রসের ভাণ্ডারী তুমি সদাহাস্যময়,
কৃষ্ণ মুখে শুভ্র হাসি চির বিরাজিত,
সমাদরে রসিকেরা তাই দিল
রসরাজ নাম। কেন আজি অমানিশা
নামিয়াছে মুখে?

অমৃত॥ হে গুরু, হে ভবের কাণ্ডারি,
তোমার আণ্ডারে এ মঞ্চ ভাণ্ডারে
বহুদিন আণ্ডায় দিয়েছি তা;
গুরুপ্রেমে সুখস্বপ্নে আছিনু বিভোর।
আজি কেন হেরি ভাবান্তর?
কেন এ সশঙ্ক দৃষ্টি,—মৃদু পদক্ষেপ?
সুদের লাগিয়া কাবুলীওয়ালারা কিগো
ছুটিয়াছে পিছে?

গিরিশ॥ No my dear, a fakir is near. Hush! he calls me I hear.

অমৃত ॥ কিছু মনে করবেন না গুরু। আজ আপনি বড্ড টেনেছেন।

গিরিশ ॥ কেন টেনেছি জান? গায়ে বিষ্ঠা মাখলে যমে ছোঁবে না বলে।

অমৃত ॥ আমরা যমের অরুচি বাংলা রঙ্গমঞ্চের বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো অভিনেতা। বাড়ীওয়ালা আমাদের বাড়ী-ভাড়া দেয় না, দোকানী আমাদের ধার দিতে চায় না, মেয়ের বাপেরা আমাদের শ্বশুর হতে নারাজ। যম আমাদের কাছেও ঘেঁষবে না গুরু, আপনার বিষ্ঠা মাখবার দরকার নেই।

গিরিশ ॥ এ সে যম নয় অমৃত। তার চেয়েও ভয়ানক।

অমৃত ॥ যমের চেয়ে ভয়ানক ত পাঠশালার গুরুমশাই। আমরা তাঁকে সসম্মানে ডিঙ্গিয়ে এসেছি। আবার কে এল?

গিরিশ ॥ রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম শুনেছ?

অমৃত ॥ দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলঠাকুর ত?

গিরিশ ॥ পাগল নয় হে, শ্যান-পাগল। লোকটা আমার পেছনে ছিনে-জোঁকের মত লেগে আছেন। কলকাতায় ভক্তদের বাড়ীতে তিনি মাঝে মাঝে লীলা করতে আসেন। দু'বার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, বুঝেছ? আমি যাই নি। একবার মাথা ধরেছে বলে দূতকে হাঁকিয়ে দিয়েছি, আর একবার বলেছি পেট কামড়াচ্ছে। সেদিন সত্যি সত্যি ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হল, তার পরের দিন অসহ্য পেট কামড়ানি।

অমৃত ॥ অপরাধ নেবেন না গুরুদেব। বোতল খাওয়ার পর কি ছোট কল্কেয় টান মেরেছিলেন?

গিরিশ ॥ You are a first class idiot.

অমৃত ॥ First class বলবেন না। আমি সব সময় আপনার তলায়। একটু তেঁতুলগোলা জল আহার করবেন কি ?

গিরিশ ॥ আরে দূর, তুমি এখনও নাবালক। তুমি যদি রসরাজ অমৃত বোস না হতে, তাহলে আমি বলতুম,—তুমি একটি কায়েতের ঘরের গরু।

অমৃত ॥ আজ্ঞে না, বাছুর। গুরুদেবই বাপ মা। পেছনে কি দেখছেন ?

গিরিশ ॥ পরমহংস আজ বলরাম বোসের বাড়ীতে এসেছেন। আজও আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারে আসব বলে বেরিয়ে পড়লুম। কে যেন আমায় পেছন থেকে ঠেলতে লাগল বলরাম বসুর বাড়ীর দিকে। আমি লাইটপোস্ট্ আঁকড়ে ধরলুম। তারপর ছুটতে ছুটতে থিয়েটারের কাছে এসে পেছনে ফিরে দেখি, সেই রামকৃষ্ণ, অমৃত,—সেই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমায় নমস্কার কচ্ছেন।

অমৃত ॥ করবেই ত। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও দেখা যায় জুতো পালিশ কচ্ছে। বিজয়ার দিন আমার ছোট শালী আমায় পেট পূরে সিদ্ধি খাইয়েছিল। আমি খাটে শুয়ে স্পষ্ট দেখলুম,—দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নাচের মজলিসে বসে আছি, আর উর্ব্বশী খালি আমায় চোখ মারছে। জানেন ত আমি সৎ লোক ?

গিরিশ ॥ জানি। তারপর থেকে বল।

অমৃত ॥ উর্ব্বশীর বেয়াদবি আমার আর সহ্য হল না। আমি তাকে টেনে এক লাথি মারলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার উর্ব্বশী খাট থেকে মাটিতে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল,—"ড্যাকরা, তোমার মরণ হয় না ?"

গিরিশ ॥ হুঁ। গুর্মুখ রায় আর কিছু বলেছে ?

অমৃত ॥ বলেছে,—"হাঁ, থিয়েটার হামি তৈয়ার করিয়ে দিবে,—লেকিন বিনোদ বিবিকো হামি জরুর চাহি বাবুজি।"

গিরিশ ॥ সে কথা আমাদের বলছে কেন? Let him go to বিনোদ।

অমৃত ॥ গিয়েছিল গুরু। বিনিকে সে দেড় হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। দু'খানা বাড়ী, একখানা গাড়ীও offer করেছিল। বিনি নাকি তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। রাঙাবাবু আবার এসে তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। তাকে যদি আর কারও ঘাড়ে transfer করা যায়—

গিরিশ ॥ তাতে কোন ফল হবে না। বিনোদকে আমি চিনেছি। সে অভিনয়কেই সাধনা বলে গ্রহণ করেছে। কোন প্রলোভনেই সে আর দেহ বিক্রি করবে না।

দাশুরথির প্রবেশ।

দাশু ॥ আরে রাখুন মশায়, রাখুন। বলে,

"ভিক্ষে দাও গো নগরবাসী, রাধেকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইছি বৃন্দাবন।"

কুকুরকে রাজসিংহাসনে বসালেও সে হাড় না চিবিয়ে শান্তি পায় না।

গিরিশ ॥ বেশ ত দাশু, তুমিই তাহলে বিনোদকে গুর্মুখের হাতে সম্প্রদান কর।

দাশু ॥ আমি রগচটা লোক, ন্যাকামি করলে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দেব। তাতে হিতে বিপরীত হবে। তার চেয়ে তুমি বল রসরাজ।

অমৃত ॥ বলেছিলাম ভায়া, এমন বরাত নিয়ে জন্মেছি, গুরুগম্ভীর কথা বললেও লোকে মনে করে রসরাজ রহস্য কচ্ছে। বিনি বারবারই বললে,—কি আপনি রহস্য কচ্ছেন? দাশুবাবু ত একবারও বলছেন না?

গিরিশ ॥ তাহলে তুমিই চেষ্টা করে দেখ দাশু। এখানে না বলাই ভাল। মেয়েগুলো কান পেতে আছে। তুমি বরং তার বাড়ী যাও।

দাশু ॥ কি বলছেন আপনি? আমি দাশুচরণ নিয়োগী যাব ওই বেশ্যার বাড়ী ?

অমৃত ॥ চট কেন বেয়াই? বিনিকে পটাতে না পারলে থিয়েটার ডকে উঠবে জেনে রেখো।

দাশু ॥ ওঠে উঠুক।

অমৃত ॥ তাতে তোমারই বেশি ক্ষতি। গুরুদেব নাট্যাচার্য্য, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী গোলআলু—ঝালে ঝোলে অম্বলে সমান দরকারী, অমৃত মিত্তির ডাকসাইটে অভিনেতা, আর আমি ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। আমাদের সবারই কোথাও না কোথাও চাকরি জুটবে। কিন্তু তুমি ত জান শুধু পুচ্ছে কাঠি দিতে, তোমার চাকরি ত জুটবে না।

দাশু ॥ তুমি একটি কায়েতের ঘরের গরু।

অমৃত ॥ কথাটা একবার হয়ে গেছে। নতুন কিছু পয়দা কর।

গিরিশ ॥ ওসব কথা থাক। গুর্মুখ বিনোদকে না পেলে টাকা দেবে না?

দাশু। এক পয়সাও নয়।

গিরিশ ॥ তাহলে আর কোন কাপ্তেনের খোঁজ কর। বিনোদকে রাজী করাতে পারবে না।

দাশু ॥ আপনাকে সে গুরুর মত ভক্তি করে।

অমৃত ॥ তোমাকেও ভাসুরের মত ভয় করে।

দাশু ॥ থামো। আপনি বললেই রাজী হবে।

গিরিশ ॥ হয়তো হবে। কিন্তু আমি কোন্ প্রাণে বলব দাশু? আমি তার হাতে তুলে দিলে হয়ত সে বিষ খেতেও দ্বিধা করবে না। কিন্তু আমি ত জানি, সে তার অতীত জীবনে আর ফিরে যেতে চায় না।

অমৃত ॥ সত্য।

গিরিশ ॥ তার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে কেমন করে তাকে আমি বলব গুর্মুখ রায়ের মত একটা নরদানবের অঙ্কশায়িনী হতে? তুমি যাও দাশু; অর্দ্ধেন্দু, অমৃত মিত্তির, কাপ্তেন বেলকে না হয় সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে রেহাই দাও।

দাশু ॥ আমি ও নরকে যেতে পারব না। তাতে থিয়েটার হয় হক, না হয় না হক। আমি হচ্ছি বামুনের ছেলে।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ শুনলে অমৃত?

অমৃত ॥ শুনেছি। দেশো যাই বলুক, সে ঠিক বিনির বাড়ী যাবে। কিন্তু বিনিকে বাগানো দেশোর কর্ম্ম নয়। এ কাজ আপনাকেই করতে হবে। বাংলার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে আপনি ত মহাপাপ কম করেন নি। আর একটু মহাপাপ করলেও স্বর্গের পথ আপনার কেউ আটকাবে না। রামকেষ্ট ঠাকুর যখন আপনার পিছু নিয়েছে, তখন আপনাকে সে উদ্ধার না করে ছাড়বে না।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ গিরিশ ঘোষকে উদ্ধার করবে রামকেষ্ট ঠাকুর ? জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিল নিত্যানন্দ। গিরিশ ঘোষকে উদ্ধার করতে হলে স্বয়ং নারায়ণকে নেমে আসতে হবে এইখানে, এই সমাজের অবহেলিত বাংলার রঙ্গালয়ে। সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

অলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ ॥ নাচবে।

গিরিশ ॥ তুমি ভেবেছ পরমহংস, তুমি তু করে ডাকবে, আর আমি কুকুরের মত গিয়ে তোমার পদলেহন করব ? No no, গিরিশ ঘোষ থিয়েটারের সাধনা করে নরকে যাবে ; তোমাকে তার দরকার নেই। [প্রস্থানোদ্যোগ ; সম্মুখে দেখেন স্মিতহাস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া]

গিরিশ ॥ কে ? কে ? পরমহংস ? না না, আমি তোমাকে চাই না। (মুখ ফিরাইলেন) এ কি ! এখানেও তুমি ! কেন টানছ আমাকে ! ওগো, আমি যে রঙ্গালয়ের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছি। সাধু সন্ন্যাসী আমি হব না। আমি পালাই। [অন্য পথে পলায়নোদ্যোগ] এও ত সেই মূর্ত্তি! এ কি হল! আমি কি পাগল হয়ে গেলাম ? হা রাম, হা কৃষ্ণ।

[গিরিশের পতন ও রামকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান]

রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রামচন্দ্র ॥ গিরিশ, গিরিশ আছ ? এই যে। একি নাট্যাচার্য্য, তুমি মাটিতে পড়ে আছ যে ? আজ বুঝি খুব মদ খেয়েছ ? ওঠ ওঠ ; আজ ত থিয়েটার নেই, চল বেড়িয়ে আসি।

গিরিশ ॥ কোথায় ?

রামচন্দ্র ॥ বলরাম বোসের বাড়ীতে। আমি গিয়ে দেখলাম,—ঠাকুর ভাবসমাধির মধ্যে মাঝে মাঝেই তোমার নাম কচ্ছেন। শুনেই আমি ছুটে আসছি।

গিরিশ ॥ তুমি তোমার ঠাকুরকে বলরাম বোসের বাড়ীতে দেখে এলে? না এখানে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ?

রামচন্দ্র ॥ কি বলছ তুমি? তিনি সেখানে ভক্তদের নিয়ে কীর্ত্তন কচ্ছেন। হাঁ করে চেয়ে আছ কেন?

গিরিশ ॥ ভাবছি, মাতাল আমি না তুমি? আমি যে তোমার ঠাকুরকে রাস্তায় দেখে এলাম। এইমাত্র এইখানেও দেখলাম।

রামচন্দ্র ॥ কি তুমি পাগলের মত কথা বলছ?

গিরিশ ॥ সত্যই আমি পাগল হয়েছি রাম। আমি মাতাল, আমি মহাপাপী; ভুলেও কোনদিন ঠাকুর-দেবতাকে ডাকি নি। কি করেছি আমি তোমাদের পরমহংসের? এত লোক থাকতে আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন? কেন আমার চোখের ঘুম তিনি হরণ করে নেন? কেন আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকেন? কে আমি তাঁর সাতপুরুষের কুটুম?

রামচন্দ্র ॥ সত্যই ত। তিনি যার ঠাকুর, তার ঠাকুরই থাকুন। তোমার উপর তাঁর এ নজর ত ভাল কথা নয়। নরেনের মাথা খেয়েছেন বলে সবাই তাঁকে মাথা এগিয়ে দেবে?

গিরিশ ॥ তোমার মাথাও ত চিবিয়ে খেয়েছেন দেখছি।

রামচন্দ্র ॥ রাম দত্ত অত কাঁচা ছেলে নয়। সে কায়েতের ব্যাটা। পদসেবা করে একবার সিদ্ধাইটি বাগাতে পারলে আর কি আমি দক্ষিণেশ্বরে যাই? তোমাকে ঠাকুর নিশ্চয়ই থিয়েটার ছাড়াবার চক্রান্ত করেছেন।

গিরিশ ॥ বটে।

রামচন্দ্র ॥ ভক্তরা হয়ত বলেছে,—থিয়েটারের জন্যে দেশটা রসাতলে গেল। তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারলেই থিয়েটারের বারোটা বাজবে।

গিরিশ ॥ Yes.

রামচন্দ্র ॥ চল গিরিশ,—তোমার মুখে ত কিছু আটকায় না, তুমি সোজা ঠাকুরকে গিয়ে বলে এসো,—তোমার পেছনে যদি তিনি এমনি করে লাগেন, তাহলে তাঁরই একদিন কি তোমারই একদিন। পারবে না বলতে ?

গিরিশ ॥ আলবাৎ পারব। চল,—পরমহংসকে আমি পরম-বক বানিয়ে ছাড়ব, তবে আমার নাম গিরিশ ঘোষ।

রামচন্দ্র ॥ (স্বগত) জয় গুরু, জয় গুরু। একবার নিয়ে যেতে পারলে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বলরাম বসুর বাড়ী।

রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশ এলি ? ও গিরিশ,—আয় না রে, পিছিয়ে যাচ্ছিস্ কেনে ?

হৃদয়ের প্রবেশ।

হৃদয় ॥ দুত্তোর গিরিশের নিকুচি করেছে। ভক্তদের সরিয়ে দিয়ে এইজন্যে তুমি একলাটি দাঁড়িয়ে আছ ? গিরিশের সঙ্গে নিরালায় মোলাকাৎ করবে ? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

রামকৃষ্ণ ॥ সত্যি সত্যি মাথাটা খারাপ হল না কি রে ? তাহলে ত মার সেবা করতে পারব নি। ও হৃদু,—

হৃদয় ॥ আর হৃদু। তুমি সাগর পার হয়ে এসে পচা খালে ডুবে মরেছ।

রামকৃষ্ণ ॥ তাই না কি ?

হৃদয় ॥ নিজে বুঝতে পাচ্ছ না ? সাত পাকের বউ যাকে বাঁধতে পারলে না, টাকা যার কাছে মাটি, মৃন্ময়ীর মধ্যে যে চিন্ময়ীকে জাগিয়ে তুলেছে, তার আজ এত অধঃপতন !

রামকৃষ্ণ ॥ অ্যাঁ ! অধঃপতন কি বলছিস ?

হৃদয় ॥ কতদিন "নরেন নরেন" করে কেঁদে বুক ভাসিয়েছ ; পাঁচজনে টিটকিরি দিয়েছে, গ্রাহ্য কর নি। তোমার তাড়নায় নরেন ঘরসংসার ছেড়ে এসেছে। এবার গিরিশ ঘোষের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছ ? নরেন না হয় একটা মানুষের মত মানুষ। কিন্তু এটা কি ? রাখাল যে বললে, সে তোমাকে যা তা বলেছে। তোমার রাগ হচ্ছে না ?

রামকৃষ্ণ ॥ হচ্ছে, কিন্তু রাগটা জমছে না।

হৃদয় ॥ এরপর তোমায় ধরে দু'ঘা বসিয়ে দেবে।

রামকৃষ্ণ ॥ বলিস্ কি ? গিরিশ আমায় মারবে না কি রে ?

হৃদয় ॥ মারা ত ছেলেমানুষ। মাতালকে বেশী ঘাঁটালে তোমায় খুন করবে।

রামকৃষ্ণ ॥ তাহলে কি হবে ?

হৃদয় ॥ চল মামা,—এখান থেকে সরে পড়ি। বাগবাজারের শুধু রসগোল্লাই ভাল, আর কিছু ভাল নয়।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই একটু এগিয়ে দেখ্ না, গিরিশ আসছে না কি ?

হৃদয় ॥ ওরে বাবা, কিছুতেই ভবী ভুলবে না ? এত কথার পর সেই আবার গিরিশ ! তোমার কি মান-সম্মান বলে কিছু নেই ?

রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশের বাড়ীটা কদ্দুর র‍্যা ?

হৃদয় ॥ কেন, যাবে নাকি ?

রামকৃষ্ণ ॥ পায়ে পায়ে গেলে হত।

হৃদয় ॥ ঢের ঢের পাগল দেখেছি মামা। তোমার মত পাগল আমি দুনিয়ায় আর দেখি নি। সে তোমায় পোঁছে না, আর তুমি তাকে কিছুতেই ভুলবে না ?

রাখালের প্রবেশ।

রাখাল ॥ ঠাকুর, উনি আসছেন।

হৃদয় ॥ উনিটা কে?

রাখাল ॥ নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

রামকৃষ্ণ ॥ গিরিশ এয়েছে?

হৃদয় ॥ তাড়িয়ে দে। বল্, দেখা হবে না।

রাখাল ॥ সেই ভাল। লোকটা টলতে টলতে আসছে। ঠাকুরকে এসে গালাগাল দেবে। সে আমি সইতে পারব না।

রামকৃষ্ণ ॥ কেন পারবি নি? গাল দিলে কি হয়?

হৃদয় ॥ তোমার কিচ্ছু হয় না; তোমার ত গণ্ডারের চামড়া। তোমাকে গাল দিলে আমাদের অপমান হয়।

রামকৃষ্ণ ॥ ছাই দে, মনের গোড়ায় ছাই দে। ছাইগাদার ওপরে মানকচু দেখেছিস্? কি রকম রে রাখালে?

রাখাল ॥ ইয়া মোটা।

রামকৃষ্ণ ॥ ওই তোদের বিদ্যেসাগরকে দেখ। দান করেই ফতুর। কিন্তু নিজের পরনে মোটা চাদর আর তালতলার চটি। তার মান কি লাটবেলাটের চেয়ে কম? আসল কথা হল মন। মন যার শাদা, সেই তত মনীষী।

রাখাল ॥ আমিও ত তাই বলছি।

রামকৃষ্ণ ॥ বলছিস্? তবে যা না, গিরিশ ঘোষকে এগিয়ে নিয়ে আয়।

হৃদয় ॥ তোমার ভীমরতি হয়েছে। ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকে লোকটা যদি খিস্তি খেউড় করে?

রামকৃষ্ণ ॥ করুক না। ভাল কথাও ত বলবে। খারাপটা বাদ দিয়ে ভাল কথাটা গেরো দিয়ে রাখবি।

হৃদয় ॥ ডাক ত রাখালে বলরামদাকে।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে, না না। ও রাখালে, কাউকে ডাকিস নি। তার হয়ত মেজাজ ঠিক নেই ; ভদ্রলোকের সামনে লজ্জা পাবে।

হৃদয় ॥ আমরা বুঝি ভদ্রলোক নই ?

রামকৃষ্ণ ॥ দূর শালা। সাধু-সন্ন্যাসীর আবার ভদ্রাভদ্র কি রে ? তোদের জাত নেই, গোত্র নেই ; ভদ্র নেই, অভদ্র নেই।

রাখাল ॥ আমরা ন্যাংটা মায়ের ন্যাংটা ব্যাটা।

রামকৃষ্ণ ॥ খাঁটি কথা বলেছিস্।

রাখাল ॥ (সুরে) মোরা ন্যাংটা মায়ের ন্যাংটা ব্যাটা,
বাটপাড়ের কি ভয় করি ?
মায়ের নামে উজান বেয়ে
চালিয়ে যাব মন-তরী।

রামকৃষ্ণ ॥ মা, মা—(সমাধি)

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ ॥ বলব না ত কি ? গিরিশ ঘোষ কাউকে ভয় করে না। ওসব বুজরুকি আমার কাছে চলবে না বাবা। কিসের জন্যে আপনি আমাকে—(রামকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন) এ কি !

রাখাল ॥ ঠাকুরের সমাধি হয়েছে।

গিরিশ ॥ সমাধি, না গুষ্ঠীর মাথা। (রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে গিয়া ছিটকাইয়া আসিয়া ভূপতিত হইলেন)

হৃদয় ॥ }
রাখাল ॥ } কালী, কালী—

রামকৃষ্ণ ॥ মা, মা। কে গো? গিরিশ নাকি? মাটিতে কেনে? উঠে বসো না। (স্পর্শ করিলেন)

গিরিশ ॥ একি! আমার সর্ব্বাঙ্গে এমন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটছে কেন? কে আমায় স্পর্শ করলে? কে তুমি?

(রামকৃষ্ণ হাসিলেন)

গিরিশ ॥ তুমিই কি যমুনার কূলে
কদম্বের শাখে বসি বাজাতে বাঁশরী?
তুমিই কি পিতৃসত্য পালিবারে
চতুর্দ্দশবর্ষ লাগি গিয়াছিলে বনে?
যার হরিগুণ গানে
শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়,
স্পর্শ করি যে পরশমণি
ধন্য হল জগাই মাধাই,
তুমি কি সে যোগীর ধ্যানের ধন
পতিতপাবন? (পায়ের দিকে আগাইয়া গেলেন)

হৃদয় ॥ পায়ে হাত দিও না বলছি। তোমার মত লোক দেবতাকে স্পর্শ করলে দেবতা ছাই হয়ে যাবে। হুঁশিয়ার!

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ Indeed! কিন্তু শাস্ত্র পুরাণ যে অন্য কথা বলে।
আমি শুনেছি হে তৃষাহারি,
তুমি এনে দাও তারে প্রেম অমৃত,
তৃষিত যে চায় বারি।

তুমি আপন হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার,
এ কি সবি মিছে কথা ?
ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে প্রভু মরমে।
কেন বঞ্চিত হব চরণে ?

রামকৃষ্ণ ॥ ঠিক ঠিক। তুমি আপন হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই তুমি আছ তার। আপন জনটি কাছে কাছেই আছে গো। তাকে চিনে নেওয়া চাই। গুরু না হলে চেনাবে কে ? ধ্রুবকে যখন নারদ এসে মন্ত্র দিলে, তখনই সে চিনলে কে পদ্মপলাশলোচন হরি।

গিরিশ ॥ গুরু কাকে বলে ?

রামকৃষ্ণ ॥ ঘটক গো, ঘটক ; ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন ঘটিয়ে দেয়। তোমার ত গুরু হয়ে গেছে।

গিরিশ ॥ হয়ে গেছে ! কই, আমি ত গুরু চাই নি।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে ব্যাকুল হয়ে কে তাকে খুঁজেছিল ?

গিরিশ ॥ আমি খুঁজেছিলাম ? কই, কখন ?

রামকৃষ্ণ ॥ যখন গান বেঁধেছিলে।

গিরিশ ॥ কি গান ?

রামকৃষ্ণ ॥ কি গানটা রে রাখালে ?

রাখাল ॥ গীত

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই ?
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই।

কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন,
এ কেমন ঘোর ? হবে না কি ভোর ?
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম-গতি নিয়ত ধাই।

গিরিশ ॥ এ কি! এ যে আমারই গান—এখনও ত খাতায় বন্দী হয়ে আছে। আপনি জানলেন কি করে ?

রামকৃষ্ণ ॥ মৃগনাভির গন্ধ কি লুকানো যায় গো ? বেশ লিখেছ। খুব লিখে যাও ; লোকের উব্‌গার হবে। সবাই বলে, তুমি খুব ভালো অ্যাক্টো কর। কর কর, চুটিয়ে থিয়াটার কর।

গিরিশ ॥ থিয়েটার করতে বলছেন আপনি ?

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ গো। এও ত সাধনা। থিয়াটার যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়। এ ফ্যালনা জিনিষ নয়।

গিরিশ ॥ থিয়েটার করতে গিয়ে কত পাপ আমরা করি জানেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ কি যেন কথাটা রে রাখালে ? "একবার রামনাম—?"

রাখাল ॥ একবার রামনাম যত পাপ হরে,
মানুষের সাধ্য নেই তত পাপ করে।

রামকৃষ্ণ ॥ সব সময় বুড়ি ছুঁয়ে থাকবি, বুঝেছিস্ ? গায়ে হলুদ মেখে নদীতে ডুব দিলে কুমীরে ধরবে নি। থিয়াটার ত তোর সাধনপীঠ ; পরমপুরুষকে উচ্ছুগ্যু করে দে।

গিরিশ ॥ কাকে উৎসর্গ করব ? আমি ঠাকুর-দেবতা মানি না।

রামকৃষ্ণ ॥ আকাশের ঠাকুরকে নে-ই বা মানলি। মানুষ-ঠাকুরকে চেপে ধর। কি রে ? বড় ভাবনায় পড়েছিস, না ? মনে মনে যা ভাবছিস্, করে ফেল, কর্ম্মফল তাকে সঁপে দে ; কোন পাপ তোর হবে নি।

গিরিশ॥ আমার ভাবনার কথা তুমি কি করে জানলে? আমি একটি মেয়েকে একটা কথা বলব কি বলব না, তাই ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি ত মানুষ-ঠাকুর চিনি না; আমি ত মন্ত্র-তন্ত্র জানি না।

রামকৃষ্ণ॥ কেনে জানবি নি? ওই যে তখন কি বলে আছাড় খেয়ে পড়েছিলি—

গিরিশ॥ কখন? কোথায়? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। মুখ থেকে আমার বেরিয়ে এসেছিল,—"হা রাম, হা কৃষ্ণ"।

রামকৃষ্ণ॥ মিশিয়ে নে—চালে ডালে মিশিয়ে নে; তোফা খিচুড়ি হবে। তোর জেবের মধ্যে ও কি র‍্যা? মদের বোতল না কি?

রাখাল॥ ছি ছি ছি, আপনি মদের বোতল নিয়ে ঠাকুরের কাছে এসেছেন?

রামকৃষ্ণ॥ খা না, বের করে খা।

গিরিশ॥ খাব না ত কি? কাকে ভয় করি? (বোতল বাহির করিয়া খুলিলেন) একি! এর মধ্যেও তুমি! Never mind. আমি তোমায় আস্ত গিলে খাব। (মদ্যপান) এ কি মদ! উপরে বিয়ারের ছাপ, আর ভেতরে অমৃত! যাকে আস্ত গিলে খেলুম, সেই মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে!

রামকৃষ্ণ॥ জয় মা, জয় মা।

[হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

গিরিশ॥ ব্যাপারটা কি হল? চালে ডালে মিশিয়ে নেব? তার মানে?

রাখাল॥ বুঝতে পারলেন না? রাম আর কৃষ্ণ যোগ করে নিন। তাঁরই নামে আপনার সাধনপীঠকে উৎসর্গ করুন। বুড়ি ছুঁয়ে

থাকলে কোন পাপ আপনাকে স্পর্শ করবে না। ধন্য আপনি, ধন্য আপনার সাধনা।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ কত কথা বলতে এলাম, কিছুই ত বলা হল না। উল্টে আমাকে গুরু ভজিয়ে দিয়ে গেল? এ ব্যাটা বুজরুক, এমনি করেই নরেন দত্তের মাথা খেয়েছে। কিন্তু মাথাটা আমার নুয়ে আসছে কেন? (ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম)

[নেপথ্যে ধ্বনিত হইল—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ মৎ-যাজী মাং নমস্কুরু।"

গিরিশ ॥ ঘোরে বিশ্ব মস্তিষ্কে আমার,
পদতলে ধরিত্রী করিছে টল্‌মল।
কে তুমি আড়ালে বসি হাসিছ কৌতুকে?
আমি অভাজন;
আজীবন করিয়াছি পাপ;
স্পর্শে মোর বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে
সুরধুনী-জল। মোর পাশে আসিও না
হে মহামানব। সরে যাও, সরে যাও।
হয়ত বা তুমি ভগবান,
জীবের মঙ্গল তরে ধরিয়াছ দেহ।
যত পার কর তুমি জীবের মঙ্গল।
আমি সৃষ্টিছাড়া,
বিধি বিষ্ণুশঙ্করের সাধ্য নাই,
সাধ্য নাই কল্যাণ করিতে মোর। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আমোদিনীর বাড়ীর বহিঃকক্ষ।

পান্না ও আমোদিনীর প্রবেশ।

আমোদ॥ বরাত! নইলে এত বড় মানুষটাকে গায়ে লাগে না? রাঙাবাবু বিয়ের তরে কি সাধাসাধি না করেছিল, কিছুতেই মেয়ে তার পোষ মানলে না!

পান্না॥ সে যা হবার হয়ে গেছে। আজ আবার রাঙাবাবু আসে কেন?

আমোদ॥ ভালবাসা লো, ভালবাসা। এই করে করে আমি এক রকম চুল পাকিয়ে ফেললুম, কোনদিন ভালবাসার স্বাদ পেলুম না। আর আমার মেয়ে মাটিতে পড়েই ভালবাসার সমুদ্দুরে হাবুডুবু খাচ্ছে। গুর্মুখ রায়ের কথা শুনেছিস্?

পান্না॥ সেই কথাই ত তোমায় বলতে এলুম মাসি। গুর্মুখ রায় নাকি বিনিকে দেখে একদম হাউড় হয়ে গেছে। বিনি যদি রাজী হয়, আমি বলে কয়ে তু'হাজার টাকা মাইনের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

আমোদ॥ সে ত নিজেই এয়েছিল রে। বিনিকে পায়ে ধরতে বাকী রেখেছে। বললে,—কত রূপিয়া চাও তুমি, বাতাও। বিনি যদি তিন হাজার চাইত, তাই সে দিত। মেয়ে তাকে পাত্তাই

দিলে না। বললে,—"নিকালো বদমায়েস।" (পান্নাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিল)

পান্না ॥ আরে দূর, আমি গুর্মুখ রায় না কি?

আমোদ ॥ দেখতে অবশ্যি লোকটা যুৎসই নয়। অত দেখলে কি আমাদের চলে?

পান্না ॥ তাই কি চলে! শুনেছি যে তার নজরে পড়বে, তার আর করে খেতে হবে না। এক ম্যাথরানীকে না কি খাটা পায়খানার তলা থেকে টেনে এনে রাজরানী করে দিয়েছে।

আমোদ ॥ এহেন মানুষকে তোর গায়েই লাগল না হারামজাদি? (পান্নাকে তাড়িয়া গেল)

পান্না ॥ গায়ে ঠিকই লাগত। ওই রাঙাবাবু এসেই গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে।

আমোদ ॥ তুই রাঙাবাবুকে পটিয়ে নে না। ওই তাড়িখোর ক্যাবলাকে রেখে তোর কি লাভ হবে? ও ত তোদের থিয়েটারে কাটা-সৈন্য সাজে। ওটাকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় কর। রাঙাবাবুকে বিনির চোখের আড়ালে নিয়ে যা। তোরও আখেরের কাজ হবে, বিনিরও হিল্লে লেগে যাবে। ওই আসছে; ধর চেপে।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে রাঙাবাবু ॥ বিনোদ আছ?

পান্না ॥ আছি। (কাপড় ঠিক করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল)

রাঙাবাবু ॥ ঘোমটা টেনে দিয়েছ কেন? ঘোমটা তোল বলছি।

পান্না ॥ না, তুমি চলে যাও।

রাঙাবাবু ॥ সে ত তুমি একশোবার বলেছ। আমিও বলেছি, তুমি বারণ করলেও আমি আসব। এত কৃপণ কেন তুমি? কিছুই ত আমি

চাই না ; শুধু মাঝে মাঝে মুখখানা দেখতে আসি, তাও তুমি দেবে না ? মুখ ফেরাও, কাছে এস বিনোদ। নইলে আমি জোর করে ঘোমটা খুলে ফেলব।

পান্না ॥ ইস, তা আর করতে হয় না।

রাঙাবাবু ॥ (পান্নার ঘোমটা তুলিয়া ফেলিল) একি ! পান্না !

পান্না ॥ অমনি মুখখানা ব্যাজার হয়ে গেল, যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। কি রকম মরদ তুমি ? যে তোমাকে কুকুরতাড়া করে, তারই পেছনে ঘুরঘুর করতে তোমার লজ্জা করে না ?

রাঙাবাবু ॥ ভীষণ লজ্জা করে। কিন্তু—

পান্না ॥ কিন্তু আবার কি ? তাকে সোজা বলে দাও,—"তোম্ ভি মিলিটারি, হাম্ ভি মিলিটারি।"

রাঙাবাবু ॥ তবে তাই বলি। রোজ রোজ এ অপমান আর আমার সয় না পান্না।

পান্না ॥ তোমার সয় না, আর আমার কান্না পাচ্ছে। আর কি তোমার জোটে না ? আমরা ত পাঁচ জন আছি। এই মনে কর, তুমি যদি নেহাৎ চেপে ধর, তাহলে আমিই কি তোমায় ফেলতে পারব ?

রাঙাবাবু ॥ তোমার যে ক্যাবলাকান্ত আছে।

পান্না ॥ ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। তুমি সরে যাচ্ছ কেন ? তোমাকে নয়। বলি, বিনির চেয়ে আমাকে কি দেখতে খারাপ ?

রাঙাবাবু ॥ তোফা !

(সুরে) "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ তরে কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

পান্না ॥ তা ছাড়া বিনির ত হয়ে গেল।

রাঙাবাবু ॥ হয়ে গেল ? মরবে না কি ?

পান্না ॥ মরা ছাড়া কি ? গুর্মুখ রায় ওকে দু'হাজার টাকা মাইনে করে রেখে দিচ্ছে। আর তুমি ওর ঘরে যেয়ো না। তুমি জমিদার মানুষ, কেন সেধে অপমান হবে ? তার চেয়ে চল আমার ঘরে। মার, কাট, জ্যান্ত পুঁতে ফেল, মুখে রা-টি কাড়ব না। ভালবাসার টান হল অন্য জিনিষ,—বুঝলে না কথাটা ?

রাঙাবাবু ॥ অনেকদিন আগেই বুঝেছি।

(সুরে) "শুন রজকিনি রামি,
ও দুটি চরণ শীতল বলিয়া
শরণ লইনু আমি।"

পান্না ॥ তবে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? কাছে এস না। তুমি যেন ভাই কি রকম।

রাঙাবাবু ॥ তুমি আগে ক্যাবলাকে নোটিশ দাও, তারপর আমি পাদপূরণ করব। একটা ত ধর্ম্ম আছে। ওই ক্যাবলানন্দ এসে বমি করতে শুরু করলেন।

পান্না ॥ খ্যাংরা নিয়ে যাচ্ছি। এ আর আমার সয় না, ওই বিনি আসছে। তুমি ওকে সাফ জবাব দিয়ে দাও। আর যদি পার, লাথি মেরে ওর দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে চলে এস। [প্রস্থান।

রাঙাবাবু ॥ "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা।"

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ ॥ কে, রাঙাবাবু ? আবার তুমি এসেছ ? বারবার বলি, তুমি কলকাতা ছেড়ে দেশে চলে যাও। এ ভাল জায়গা নয়। কথা শুনছ না কেন ? কি ভাবছ তুমি ?

রাঙাবাবু॥ ভাবছি, তুমি কী নিষ্ঠুর! কিছুই ত দাও নি। মাঝে মাঝে একবার দেখতে আসি, তাও তুমি দেবে না?

বিনোদ॥ না গো, না। দেখছ ত আমার কাছে কত লোক আসে।

রাঙাবাবু॥ আসুক।

বিনোদ॥ তোমার লজ্জা-ঘৃণা নেই, বুঝতে পাচ্ছি। বলি, হিংসেও কি হয় না?

রাঙাবাবু॥ আজ্ঞে না।

বিনোদ॥ ভয়-ডর ত আছে?

রাঙাবাবু॥ ভালবাসা ভয়-ডর মানে না।

বিনোদ॥ গুর্মুখ রায়ের নাম শুনেছ? সে এক ধনকুবের। প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে এসেছে। গুর্মুখ রায় আমাদের একটি থিয়েটার করে দিচ্ছে। পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা, যা লাগে সে দেবে।

রাঙাবাবু॥ আনন্দের কথা।

বিনোদ॥ কিন্তু তার বিনিময়ে সে কি চায় জান?

রাঙাবাবু॥ তোমাকে।

বিনোদ॥ সব শুনেছ? সে আমাকে দু'হাজার টাকা মাইনে দেবে।

রাঙাবাবু॥ বহুৎ আচ্ছা।

বিনোদ॥ সবাই আমার সম্মতির অপেক্ষা কচ্ছে। কি বল, রাজী হব?

রাঙাবাবু॥ নইলে ত তোমাদের থিয়েটার হবে না। থিয়েটার না হলে গিরিশ ঘোষেরও হয়ত চলবে, কিন্তু বিনোদিনী দাসী বাঁচবে না।

বিনোদ॥ তাই বলে গুর্মুখ রায়ের হাতে ধরা দেব?

রাঙাবাবু॥ আমার টাকা যখন নেবে না, তখন গুমু‍র্খ হক আর দুর্মু‍খ হক, ঝুলে পড়।

বিনোদ॥ তুমি কি পাথরের দেবতা?

রাঙাবাবু॥ দেবতা আমি নই বিনোদ। পাথরও আমি নই। দুঃখে আমারও চোখে জল আসে, হিংসায় আমারও বুকটা জ্বলে যায়। এ সবই তুমি জান। কিন্তু যে কথাটা তুমি জেনেও জানতে চাও নি, সে কথাটা এই যে আমি তোমায় ভালবাসি। এ রূপজ মোহ নয়। এ ভালবাসার নাম ভালতে বাস করা। তোমার ভালই আমি চাই বিনোদ। থিয়েটার না হলে তোমার চলবে না। এর জন্যে তুমি যদি নরকে নেমে যাও, আমার চোখে তারই নাম স্বর্গ।

[প্রস্থান।

বিনোদ॥ নীচ বারাঙ্গনা আমি, আমাকে নিয়ে এ কি খেলা তোমার ঠাকুর?

(দাশু গলা খাঁকারি দিল)

বিনোদ॥ কে?

দাশুর প্রবেশ।

বিনোদ॥ দাশুবাবু! আপনি এখানে!

দাশু॥ কি আর করব বল। তোমার কাছে শেষকালে আমাকেই আসতে হল বিনোদ।

বিনোদ॥ ব্রাহ্মণের পদধূলিতে আমার ঘর পবিত্র হল। বসুন।

দাশু॥ বসার দরকার নেই, আর সে সময়ও আমার নেই।

বিনোদ॥ সময় থাকলেও প্রবৃত্তি নেই।

দাশু॥ বোঝই ত সব। আমি নিষ্ঠাবান বামুনের ছেলে কি না।

বিনোদ ॥ বটেই ত। আমাদের ঘরে কি আপনার মত লোক বসতে পারেন ? আপনার এখানে আসাই উচিত হয় নি।

দাশু। সে কি আর বুঝি নে ? কিন্তু না এসে করব কি ? কেউ আসতে রাজী হল না। অগত্যা আমাকেই তেতো ওষুধ গিলতে হল। রাস্তায় যা রোদ, এইটুকু আসতে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

বিনোদ ॥ জল ত আপনি এখানে খাবেন না। বরফ আনিয়ে দেব ?

দাশু ॥ কিছু দরকার নেই। কতক্ষণের বা মামলা ? এখনি গিয়ে পানের দোকান থেকে একটা ডাব খেলেই চলবে।

বিনোদ ॥ পানওয়ালী বামুনের মেয়ে কি না, জিজ্ঞেস করে নেবেন দাশুবাবু। আচ্ছা, আপনি যে এখানে এলেন, কেউ দেখতে পায় নি ত ?

দাশু ॥ পেলেই বা করা যায় কি ? না এসে উপায় ছিল না। যত বড় বড় বাবু দেখছ, কাজের বেলা কেউ নেই। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব কাজেই এই দাশু নিয়োগী। বারবার বললুম,—ও নরকে আমি যেতে পারব না। তবু সবাই ধরে-বেঁধে আমায় পাঠিয়ে দিলে। আমি ছাড়া না কি কারও কথাই তুমি শুনবে না।

বিনোদ ॥ কি কথা দাশুবাবু ?

দাশু ॥ ওই সেই গুর্মুখ রায়ের কথা। আমরা তাকে বলেছি,—বিনোদ আপনার কাছে দেড় হাজার টাকা পাক, কি চার হাজার পাক, আমরা তা দেখতে যাব না ; আমরা তাকে বরাবর মাইনে দিয়ে যাব। লোকটা কাল থেকেই কাজে লেগে যেতে চায়। জমিও আমরা দেখেছি। শুধু তোমার জবাবের অপেক্ষা। জবাব আর

কি ? ও ত জানা কথাই। পাগল ছাড়া এমন দাঁও কেউ ছাড়ে না। তাহলে গুর্মুখকে বলে দিই যে তুমি রাজী আছ ?

বিনোদ ॥ না।

দাশু ॥ না মানে ? দেড় হাজার টাকা উপরি-পাওনা তোমার গায়ে লাগছে না ? দেখ, তুমি মনে করো না যে থিয়েটার নিয়ে মহাবিপদে পড়ে আমরা তোমার মত একটা মেয়ের শরণ নিয়েছি। আমরা ত রাস্তায় বসে নেই, প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে আমাদের হাতাহাতিও হয় নি। তবে একটা ভাল stage যদি তৈরী হয়, well and good. আসল কথা, তোমার দু'পয়সা উপার্জ্জন হক—এই আমরা চাই।

বিনোদ ॥ আমি তা চাই না।

দাশু ॥ তোমার এই অকাল-বৈরাগ্য সাময়িক বিনোদিনি। বৈরাগ্য যখন থাকবে না, তখন পস্তাতে হবে।

বিনোদ ॥ তখন আপনাকে জানাব।

দাশু ॥ গুর্মুখ তখন আর থাকবে না।

বিনোদ ॥ এই ত আমাদের জীবন দাশুবাবু। চিরদিনই আমরা আলেয়ার পেছনে ছুটেছি, আসল বস্তু কোনদিন মুঠোর মধ্যে পাই নি। এই মিথ্যে ছোটাছুটির এইখানেই শেষ হক। থিয়েটারকে আমি আমার সাধনপীঠ বলে গ্রহণ করেছি। এখানে অর্থ নেই, কিন্তু তৃপ্তি আছে, নিরাপদ আশ্রয় আছে। আমায় লোভ দেখাবেন না। আমার গত জীবনকে আমায় মুছে ফেলতে দিন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন অভিনয়ের সাধনায় আমার সিদ্ধিলাভ হয়।

দাশু ॥ তা হবে বৈকি ! তুমি নটীকুলসম্রাজ্ঞী, তোমার সিদ্ধিলাভ হবে না ত হবে কার ? তোমার সাধনায় স্বয়ং নটরাজ মহেশ্বর তোমার

কাছে নেমে আসবেন। সেই আশায় বসে থাক। ওই রাঙাবাবুই তোমার মাথা খেয়েছে। সে চালাক ছেলে; তোমাকে নিয়ে খেলাবে, কিন্তু ডাঙ্গায় কখনও তুলবে না। বিনোদিনী দাসী কোনদিন বিনোদিনী দেবী হবে না। চলি, গঙ্গাস্নানটা করে যেতে হবে কি না।

[সন্তর্পণে পা ফেলিয়া প্রস্থান।

বিনোদ ॥ এতই কি আমি অপরাধী ঠাকুর? সবার স্পর্শ এড়িয়ে আমি সন্তর্পণে পথ চলতে চাই, তবু কেউ আমায় রেহাই দেবে না? তোমার বিশাল রাজ্যে আমার কি চলার পথ নেই ভগবান?

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ ॥ বিনোদ,—

বিনোদ ॥ আসুন মাষ্টার মশাই। কোথা থেকে আসছেন?

গিরিশ ॥ নিমতলা থেকে।

বিনোদ ॥ মড়া পোড়াতে গিয়েছিলেন নাকি?

গিরিশ ॥ নিজের মড়াই পোড়াতে গিয়েছিলাম। আগুনে ধরল না। কাল সারারাত আমি শহরময় ঘুরেছি বিনোদ, নিজের বাড়ী আর খুঁজে পাই নি।

বিনোদ ॥ চলুন আপনাকে বাড়ীতে রেখে আসি।

গিরিশ ॥ না, আজ তোমার বাড়ীতে আমি অতিথি, না খেয়ে যাব না।

বিনোদ ॥ আমার হাতে খাবেন? জাত যাবে না?

গিরিশ ॥ জাত অনেক আগেই গেছে। আমার এঁটো কাঁটা পরিষ্কার করে তোমার জাত যাবে কি না, তাই ভাবছি।

বিনোদ ॥ ও কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না। (পদধারণ)

গিরিশ ॥ বিনোদ !

বিনোদ ॥ বলুন।

গিরিশ ॥ আমায় ভুল বুঝো না, আমার অপরাধ নিও না। প্রয়োজন যুক্তি মানে না। তুমি ত থিয়েটারকে ভালবাস ?

বিনোদ ॥ প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।

গিরিশ ॥ প্রতাপ জহুরী আর থিয়েটার চালাতে পারবে না বিনোদ। গুর্মুখ রায়—

বিনোদ ॥ আবার গুর্মুখ রায় ?

গিরিশ ॥ আঁৎকে উঠো না। সে আমাদের নতুন থিয়েটার তৈরী করে দেবে।

বিনোদ ॥ কিন্তু তার সর্তও ত আপনি জানেন।

গিরিশ ॥ বলতে আমার নিজেরই ভাল লাগছে না বিনোদ। কিন্তু আর কোন ধনী লোকও এগিয়ে আসছে না। থিয়েটারের স্বার্থে—

বিনোদ ॥ থিয়েটারের স্বার্থ ত আমাদের সবারই মাষ্টার মশাই। তার জন্যে সব ত্যাগস্বীকারের দায় কি আমারই ? আপনাকে ত আমি বলেছি, আমি আর আমার আগের জীবনে ফিরে যেতে চাই না।

গিরিশ ॥ কি করে চলবে তোমার ? থিয়েটার ত আর থাকছে না বিনোদ।

বিনোদ ॥ আপনাদের শিক্ষা ত থাকবে ? গান গেয়ে ভিক্ষে করব, দিনান্তে আটগণ্ডা পয়সাও কি জুটবে না ? দুটি ত পেট, তাতেই চলে যাবে। দয়া করে এ লোভ আর আমায় দেখাবেন না, আমি অক্ষম।

গিরিশ ॥ বেশ, তাহলে বাংলায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা এইখানেই শেষ হয়ে যাক। চাকরির উপর শুধু আমাকেই নির্ভর করতে হয়। আমি আবার পার্কার কোম্পানির দোরে ধর্না দিয়ে দেখি চল্লিশ টাকা মাইনে দিয়েও যদি ওরা রাখে।

বিনোদ ॥ নাট্যাচার্য্য গিরিশ ঘোষ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি ভিক্ষে করবেন?

গিরিশ ॥ "হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন পূজিবে ও পদযুগল, সেই সে দরিদ্র হবে?"

যাই বিনোদিনী।

বিনোদ ॥ খেয়ে যাবেন যে বললেন?

গিরিশ ॥ সে আর একদিন হবে। কাল থেকে বাড়ী যাইনি; অতুল বোধহয় পথে পথে ঘুরছে। ভুল পথে এসেছি। আর ফিরতে পারব কি না জানি না।

বিনোদ ॥ মাষ্টার মশাই!

গিরিশ ॥ তুমি বলেছিলে,—"আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করুন। আপনি যা বলবেন, আমি তাই শুনব।" আমার সব বিদ্যে তোমায় উজোড় করে দিয়েছি বিনোদিনী। তাই বলে প্রতিদান আমি চাই না। তোমার আদর্শ নিয়ে তুমি সুখী হও।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

বিনোদ ॥ দাঁড়ান মাষ্টার মশাই। আমি অকৃতজ্ঞ নই, মিথ্যেবাদীও নই। থিয়েটার আমায় অর্থ দেয় নি, কিন্তু মর্য্যাদা দিয়েছে। দেশে ভাল রঙ্গালয় গড়ে উঠুক। এত বড় একটা মহাযজ্ঞে আমার এই তুচ্ছ জীবন আমি আহুতি দিলাম।

গিরিশ ॥ না, না বিনোদ!

বিনোদ ॥ শুধু একটা অনুরোধ। নূতন যে রঙ্গালয় গড়ে উঠবে, সেখানে অভিনেত্রীরাও যেন অভিনেতাদের সমান মর্য্যাদা পায়। যান, আমি প্রস্তুত।

গিরিশ ॥ না বিনোদ, না,—থাক্।

বিনোদ ॥ গুর্মুখ রায়কে পাঠিয়ে দিন।

গিরিশ ॥ বিনোদ! তোমার এ ত্যাগ আর কে কি চোখে দেখবে জানি না, কিন্তু গিরিশ ঘোষ এর মাহাত্ম্য কোনদিন অস্বীকার করবে না। যাও রান্না কর গে, আমি ঘুরে আসছি।

[প্রস্থান।

বিনোদ। এ কি অভিশপ্ত জীবন ঠাকুর? ভাল হতে চাইলেও আমি ভাল হতে পারব না? কে?

গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ।

গুর্মুখ ॥ হামি ফিন আসিয়েছে বিনোদ।

বিনোদ ॥ এস। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী।

গুর্মুখ ॥ হাঁ, সে হামি শুনিয়েছে।

বিনোদ ॥ তাহলে কাল থেকেই থিয়েটারের কাজে লেগে যাও।

গুর্মুখ ॥ কাল কেনো? আভি কাম শুরু করিয়ে দিবে।

বিনোদ ॥ কত টাকা লাগবে জান?

গুর্মুখ ॥ বিশ-ত্রিশ-চাল্লিশ হাজার? কুছ পরোয়া নেহি। লেকিন, হামার একঠো বাৎ শুনো বিনোদ বিবি। গোঁস্‌সা মৎ করো, হামি ভালো কোথা বোলছে। থিয়েটার বহুৎ ঝঞ্ঝাটকা কাম। উসমে তোম্‌হার কি সুবিস্তা হোবে? হররোজ মহলা দিতে হোবে, রাতভোর acting কোরতে হবে, বহুৎ তখলিফ্‌কা কাম।

বিনোদ ॥ তা হক ; একটা ভাল stage ত হবে আমাদের। চল্লিশ হাজার টাকা লাগবে না তোমার। পঁচিশ হাজারেই হয়ে যাবে।

গুর্মুখ। রূপেয়াকা লিয়ে হামি কুছু বলছে না বিনোদ। তুমি এক দফে হাম্‌সে পঁচাশ হাজার রূপেয়া লে লেও ; আভি চেক লে লেও। (চেক বই বাহির করিল) ব্যাঙ্ক্‌মে হামি অ্যাকাউন্ট্‌ খুলিয়ে দিবে। বাড়ী গাড়ী ভি দিবে। লেকিন তোম্‌ থিয়েটারকা খোয়াব ছোড় দেকে একদম হামকো বন যাও।

বিনোদ ॥ পঞ্চাশ হাজার টাকা তুমি আমায় দেবে !

গুর্মুখ ॥ জরুর। আভি দে দেঙ্গে। (চেক দিল)

বিনোদ ॥ এত টাকা দিয়ে তুমি ত স্বর্গের উর্ব্বশী কিনতে পার রায়জি।

গুর্মুখ ॥ ছোড় দেও উর্ব্বশী। হামকো উর্ব্বশী বিনোদ বিবি আছে।

বিনোদ ॥ আমাকে যদি পেতে হয়, তোমাকে থিয়েটারই করে দিতে হবে। আমি আগে থিয়েটারের অভিনেত্রী, তারপর হব তোমার উর্ব্বশী। থিয়েটার যেদিন আমার থাকবে না, সেদিন বিনোদিনীও আর তোমার থাকবে না।

গুর্মুখ ॥ পঁচাশ হাজার রূপেয়া পসন্দ্‌ না হৈ ?

বিনোদ ॥ না। (চেক ছিঁড়িয়া ফেলিল)

গুর্মুখ। এ কেয়া তাজ্জবকি বাৎ ! শুনো পিয়ারি,—

বিনোদ ॥ না, শুনব না। আগে থিয়েটার, তারপর অন্য কথা।

গুর্মুখ ॥ বহুৎ আচ্ছা বিনোদ। লেকিন তুমি সমঝাতে নারলো,— এ তেয়াগকা দাম কোই শালে না দিবে। যানে দেও। হামি

থিয়েটার তৈয়ার করিয়ে দিবে। লেকিন থিয়েটারকা নাম হোবে 'বিনোদিনী থিয়েটার'।

বিনোদ॥ আমার নামে!

গুর্মুখ॥ Yes, কোই আদমিকো objection হামি না শুনবে। হাজার হাজার আদমি থিয়েটারমে হররোজ আসবে। They will read your name; they will pronounce your name একশো বরষ বাদ—যব তোম না থাকবে, হামি ভি না থাকবে, তামাম বাংলেকা লোক মালুম করবে কি বিনোদিনী একঠো মহীয়সী জেনানা থা, ওহিকা লিয়ে গুর্মুখ রায় ইয়ে থিয়েটার বনায় দিয়া। (বিনোদকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল) বলো পিয়ারি, তোম্ খুশী হইয়েছে?

বিনোদ॥ খুশী হয়েছি রায়, আমি খুব খুশী হয়েছি।

গুর্মুখ॥ তব্ আঁখমে পানি কেনো বিনোদ বিবি?

বিনোদ॥ আনন্দে রায়, আনন্দে। আজ আমার আনন্দের সীমা নেই। এস, ভেতরে এস।

[উভয়ের প্রস্থান॥

আমার লেখা প্রাপ্ত
বিনোদিনী

ষষ্ঠ দৃশ্য

গিরিশের বাড়ী

অতুল ও সুরৎকুমারীর প্রবেশ।

সুরৎ ॥ ও কি নিয়ে এলে ঠাকুরপো ?

অতুল ॥ পোষ্টার।

সুরৎ ॥ কিসের পোষ্টার ?

অতুল ॥ বিনোদিনী থিয়েটারের। এই দেখ।

সুরৎ ॥ বিনোদিনী থিয়েটারের! সে আবার কোথায় ?

অতুল ॥ বিডন্ স্ট্রীটে। বাড়ী হয়ে গেছে। আগামী মাসে তার শুভ উদ্বোধন। অধ্যক্ষ শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। থিয়েটার করে দিচ্ছে গুর্মুখ রায়।

সুরৎ ॥ প্রতাপ জহুরী মরেছে না কি ?

অতুল ॥ মরে নি। তার ব্যবহার ভাল নয় বলে এরা তাকে ত্যাগ করে নতুন থিয়েটার খুলছে।

সুরৎ ॥ কি নাটক দিয়ে আরম্ভ হবে ?

অতুল ॥ দাদার লেখা দক্ষযজ্ঞ। দাদা করবে দক্ষ, আর বিনোদিনী করবে সতী।

সুরৎ ॥ প্রথম দিনই আমরা দেখব ঠাকুরপো। টিকিট কেটে রেখো।

অতুল ॥ কি ছাই বলছ তুমি ? দাদাকে তুমি বারণ কর, প্রতাপ

জহুরীর চাকরি যেন না ছাড়ে। সে লোকটার বিরাট কারবার। থিয়েটার উঠে গেলেও তার অফিসে চাকরি পেতে পারে। আর এ গুমুর্খ রায় হরমিলার কোম্পানির এজেন্ট মাত্র। আজ তার শখ আছে, কাল থাকবে না। তখন কি বিনোদিনী তাকে চাকরি দেবে ?

স্বরৎ ॥ তুমি ভাবছ কেন ঠাকুরপো ? ভক্তের বোঝা ভগবানই বইবেন।

অতুল ॥ ভক্তই বা কে, আর ভগবানই বা কোথায় ?

স্বরৎ ॥ তা বুঝি জান না ? বলরাম বোসের বাড়ী ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিন এসেছিলেন। তোমার দাদা বেসামাল অবস্থায় তাঁকে অপমান করতে গিয়েছিল। ঠাকুর তাকে গুরু ভজিয়ে দিয়েছেন।

অতুল ॥ এরপর দাদা একদিন লোটা কম্বল নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চলে যাবেন। তুমিও সঙ্গে যাবে কি না, এই বেলা ঠিক কর। দাদা যেদিন ঠাকুরভক্ত হবেন, সেদিন আকাশে সূর্য উঠবে না।

স্বরৎ ॥ সবুর কর। কিন্তু তোমার দাদা ত এখনও ফিরল না।

অতুল ॥ দাদার কি এখন মাথার ঠিক আছে ? আমাকে পোষ্টার দিয়ে বললে,—"বাড়ী যাও, থিয়েটারের বৈঠক বসবে আমার বৈঠকখানায়। আমি গুমুর্খ রায়কে ফোন করে যাচ্ছি।"

স্বরৎ ॥ কখন বৈঠক বসবে ?

অতুল ॥ এই সবাই এল বলে।

স্বরৎ ॥ তুমি তাহলে মুড়ি নিয়ে এস। আমি বেগুনী ভেজে দিই।

[প্রস্থান।

অতুল ॥ ব্যস, চলল বেগুনী ভাজতে। যেমন দেবা, তেমনি দেবী। এদের জ্বালায় আমি পাগল হয়ে যাব।

দাশুর প্রবেশ।

দাশু ॥ এই যে অতুল। তোমার দাদা বাড়ী আছেন ত?

অতুল ॥ দাদা গুর্মুখ রায়কে ফোন করতে গেছেন।

দাশু ॥ আর কেউ আসেনি? রসরাজ অমৃত মিত্তির, হরি বোস, মুস্তফী সাহেব—কাউকেই ত দেখছি না। আজ যে থিয়েটারের নামকরণ হবে।

অতুল ॥ নামকরণ ত হয়ে গেছে। এই দেখুন পোষ্টার। ওই ওঁরা আসছেন। আপনারা বসুন, আমি দাদাকে খবর দিচ্ছি। (স্বগত) ছোটলোকের দল। বেগুনীর বদলে ছাই খাও।

দাশু ॥ বিনোদিনী থিয়েটার?

অমৃতর প্রবেশ।

অমৃত ॥ কি নাম বললে?

দাশু ॥ পাপমুখে আমি আর নামটা করব না, পড়। (পোষ্টার দিল)

অমৃত ॥ বিনির নামে থিয়েটার হবে?

বেণীমাধবের প্রবেশ।

বেণী ॥ বিনি থিয়েটার? খুব ভাল,—চমৎকার হবে।

দাশু ॥ বিনি থিয়েটার নয়, বিনোদিনী থিয়েটার।

বেণী ॥ খাসা নামটি হয়েছে। মেয়েটা যেমন অপূর্ব্ব অভিনয় করে, তেমনি নম্র—ভদ্র, মুখে রা-টি নেই।

অমৃত ॥ তা ছাড়া আপনাকে 'বাবা' বলে ডাকে। বিনোদিনী থিয়েটার মানেই বেণীমাধব থিয়েটার।

দাশু ॥ হেঃ হেঃ হেঃ। আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে বেনীমাধব বাবু?

বেণী ॥ ভয়ানক আনন্দ হচ্ছে। প্রতাপ জহুরী মেয়েটাকে পঁচিশ টাকা মাইনেতে ফেলে রেখেছিল। অথচ সবাই একবাক্যে বলছে, এত বড় accomplished অভিনেত্রী এদেশে কেন, পাশ্চাত্ত্য দেশেও খুব কমই আছে। তার নামে থিয়েটারের নামকরণ হলে তার প্রতিভাকে খানিকটা স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তার গৌরবে আমাদেরও গৌরব। কি বল অমৃত?

অমৃত ॥ যথার্থই আজ্ঞা করেছেন। আপনার অফিসের বেলা হয় নি?

বেণী ॥ তা হল বৈকি! এইবার যাব। আজই রেজিষ্ট্রি হবে বুঝি?

দাশু ॥ আপনি কিন্তু আদালতে উপস্থিত থাকবেন। আপনার মেয়ের নামে থিয়েটারের দলিল হবে। আমাদের কিন্তু খাওয়া পাওনা রইল।

বেণী ॥ আচ্ছা, সে একদিন হবে; উদ্বোধনটা হয়ে যাক।

দাশু ॥ ভেতরে ভেতরে নামকরণ হয়ে গেছে? তবে আমাদের আজ ডাকবার দরকার কি ছিল? গিরিশবাবু ত দেখছি সবই জানতেন। অথচ আমাদের উনি একবারও নামটা জানতে দেন নি। আর আমরা এদিকে প্রতাপ জহুরীকে জবাব দিয়ে বসে আছি। এখন কি করা যায় অমৃত?

অমৃত ॥ এস, ওঠ-বস্ করে ক্ষিধে বাড়িয়ে নিই। বৌদির বেগুনী ভাজার আওয়াজ পাচ্ছি। অঘোর পাঠক এলে একাই সব গিলবে।

দাশু ॥ কি তুমি যখন তখন রহস্য কর? নামটা তাহলে এই থাকবে?

অমৃত ॥ থাকা যে উচিত নয়, এও সত্যি ; আর থাকবে যে, এও সত্যি। কারণ কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। অতএব what cannot be cured must be endured.

দাশু ॥ কথাটা আমাদের আগে বলে নি কেন? আমরা তাহলে resign দিতুম না।

অমৃত ॥ Resign না দিলে discharge করত। প্রতাপ জহুরী আর লোকসানের কারবার করবে না। কি বলেন বেণীবাবু?

বেণী ॥ হ্যাঁ, এইবার চলি।

দাশু ॥ আপনি কি এতক্ষণ মেয়ের মুখ ধ্যান কচ্ছিলেন না কি?

বেণী ॥ ভাবছিলাম থিয়েটার কথাটা না থাকলেই ভাল হত। বিনোদিনী রঙ্গালয় নাম হলে আরও ভাল হত।

দাশু ॥ বেশ্যার আণ্ডারে কাজ করা আমার পোষাবে না। তুমি কি করতে চাও অমৃত?

অমৃত ॥ তোমার two pice has, কিন্তু my ভাঁড়ে is ভবানী। তুমি যা পার, আমি তা পারি না। তা ছাড়া গুরুকে কথা দিয়েছি,—আপনি যদি বিষও খান, অমৃত আপনার হাতেই থাকবে।

বেণী ॥ বেশ বলেছ অমৃত।

দাশু ॥ থামুন। গুরু—গুরু। গুরু তোমার কে?

অমৃত ॥ "আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার,
বিনির বাড়ীতে যাই খাইতে বিয়ার।
বিয়ার ফুরায়, পুনঃ আনায় বিয়ার,
তিন শত্রু বধ তবু চাগে না চিয়ার।
ঘোষজা বলেন চেয়ে মুখপানে মোর,
তুই বাপু নিজে গিয়ে খোলা ব্যাক্-ডোর।"

বেণী ॥ অপূর্ব্ব। তুমি শুধু রসরাজ নও, রসময় কবি।

দাশু ॥ আসল কথা হক। আমি বাবা বামুনের ছেলে, আমি ও সবের মধ্যে নেই। অমৃত ত মজে গেছে; অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী, অমর্ত্ত মিত্তির, কাপ্তেন বেলও তাই করবে। আপনি কি করবেন বেণীবাবু?

বেণী ॥ হ্যাঁ, এইবার যাব।

গিরিশের প্রবেশ।

বেণী ॥ এই যে গিরিশ। চমৎকার নামটি হয়েছে ভাই। এতদিনে আমরা বিনোদের অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতি দিচ্ছি।

গিরিশ ॥ শুধু প্রতিভার নয় বেণীবাবু, তার অসাধারণ ত্যাগেরও স্বীকৃতি দিচ্ছি থিয়েটারের এই নামকরণ করে।

দাশু ॥ ত্যাগই বটে।

গিরিশ ॥ তুমি বুঝতে পারবে না দাশু, থিয়েটারের জন্যে মেয়েটা কেমন করে আত্মবলি দিয়েছে। রঙ্গালয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যে আমিই তার বলির মন্ত্র উচ্চারণ করেছি। একদিন ভাবের আবেগে সে বলেছিল, —আমার কথার অবাধ্য সে হবে না। আমি তার সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে জল্লাদের মত গুরুদক্ষিণা আদায় করেছি। এ যে কত বড় ত্যাগ, আমি ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না।

অমৃত ॥ তা ছাড়া পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভ ত্যাগ করা ত সোজা কথা নয়, পাঁচ হাজার টাকা পেলে আমি আমার স্ত্রীর আবার বিয়ে দিতে রাজী আছি।

দাশু ॥ কিন্তু এই নামকরণের কথাটা এতদিন আমরা জানতে পাই নি কেন?

গিরিশ ॥ আমিও জেনেছি তিনদিন আগে। অনাবশ্যক বোধে

তোমাদের বলি নি। কেন, তোমার আপত্তি আছে এই নামে ?

দাশু ॥ আমাদের সবারই আপত্তি আছে।

বেণী ॥ আমি বুঝতে পাচ্ছি না, এমন সুন্দর নামে তোমাদের কিসের আপত্তি।

দাশু ॥ আপনি অফিসে যাচ্ছেন, অফিসেই যান।

বেণী ॥ তা তো বটেই, কেবলি লেইট্ হচ্ছে। থিয়েটারের জন্যে চাকরিটা ত খোয়াতে পারি না। বিনোদকে তাহলে খবরটা দিয়ে যাই। কি বল দাশু ?

দাশু ॥ আমি যা বলছি, এ শুধু আমার কথা নয়। নামকরণ সম্বন্ধে কানাঘুষো আমরা আগেই শুনেছি, তবে বিশ্বাস করি নি। আমরা সোজা বলে দিচ্ছি গিরিশবাবু, বেশ্যার নামে যদি থিয়েটার হয়, সে থিয়েটারে আমরা যোগ দেব না।

গিরিশ ॥ আপনি কি বলেন বেণীবাবু ?

বেণী ॥ আমি কি বলি শুনবে গিরিশ ? নাচতে যখন নেমেছি, তখন ঘোমটা না দেওয়াই ভাল।

[প্রস্থান।

দাশু ॥ এই ষাঁড়ের গোবরকে আমাদের প্রেসিডেন্ট করার কি প্রয়োজন ছিল ? আমি আগাগোড়াই বলেছি, বেণীমাধব মিত্তির শুধু অফিস চেনে, ওকে থিয়েটারে এনে কাজ নেই। কি অমৃত, বলিনি ?

অমৃত ॥ কই, না ত।

গিরিশ ॥ তাহলে বিনোদিনীর নামে থিয়েটার হক, এ তোমরা চাও না ?

দাশু ॥ না।

গুর্মুখের প্রবেশ।

গুর্মুখ॥ কেঁও?

দাশু॥ বল না হে অমৃত।

অমৃত॥ দাশু নিয়োগী, অমৃত মিত্তির, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী এরা সবাই বলছে, কোন এজমালী মেয়ের নামে থিয়েটার হলে লোকে আমাদের নিন্দে করবে।

গিরিশ॥ আজই কি তারা আমাদের প্রশংসা কচ্ছে? কোন বৈঠকে আমাদের ডাক পড়ে? কোন উৎসবে আমাদের নিমন্ত্রণ হয়? কোন আত্মীয় আপন বলে আমাদের পরিচয় দেয়? নিন্দার পসরা মাথায় নিয়েই ত আমরা কাজে নেমেছি।

গুর্মুখ॥ জরুর!

দাশু॥ কিন্তু দর্শক ত চাই? বেশ্যার নামে থিয়েটার হলে কোন দর্শক আসবে না।

গিরিশ॥ ভাল নাটক যদি আমরা দিতে পারি, ভাল অভিনয় যদি করতে পারি, দর্শকের অভাব হবে না দাশু।

গুর্মুখ॥ এক মাহিনা হামকো দেখনে দিজিয়ে। আপনারা ত সব কোই বোলছে কি গিরিশ বাবুকা নয়া নাটক বহুৎ আচ্ছি হ্যায়। পোশাককে লিয়ে হামি তিন হাজার রূপেয়া খরচা কোরবে, সিন-সিনারীমে যেতো রূপেয়া দরকার হোয়, হামি কসুর কোরবে না। এক মাহিনা হামি বিলকুল লোকসান দেনেকো তৈয়ার আছে। Audience যব বয়কট করবে, হামি থিয়েটারকো নাম জরুর বদল করবে।

গিরিশ॥ এতে তোমরা রাজী আছ দাশু?

দাশু ॥ আজ্ঞে না।

গিরিশ ॥ অমৃত, কি বল ?

অমৃত ॥ এতগুলো লোক যখন আপত্তি কচ্ছে, তখন এ risk নেবার কি প্রয়োজন ? তার চেয়ে সাপও মরুক, লাঠিও না ভাঙ্গুক,—এমনি একটা ব্যবস্থা করলে হয় না ?

দাশু ॥ কি ব্যবস্থা ?

অমৃত। বৌদি বেগুনী ভাজছেন,—আমার মাথায় ওই বেগুনীর কথাটাই পাক দিচ্ছে। বেগুনীর নামানুসারে থিয়েটারের নাম হক 'বি-থিয়েটার'।

দাশু ॥ অর্থাৎ তুমি ঘুরিয়ে নাক দেখাতে চাও। লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে,—বি-থিয়েটার কি, তুমিই তখন ঢাক পিটিয়ে বলবে, 'বি' মানে বিনোদিনী। লোকে তখন আরও বেশী টিটকিরি দেবে। একটা মেয়েমানুষের জন্যে আমরা লোকের টিটকিরি শুনব কেন ?

গিরিশ ॥ দোষ তোমার নয় দাশুচরণ, এ আমাদের জাতের দোষ। আমরা নিজেরা কিছু করব না, আর কাউকে করতেও দেবো না।

গুর্মুখ ॥ শুনিয়ে দাশুবাবু। থিয়েটারকা মোকাম যব তৈয়ার না করল, হামি পহেলে বিনোদ বিবিকে কহলো,—"দেখো বিবি, ও ঝঞ্ঝাটকা কাম করকে কুছ ফয়দা না হোবে। তুমি থিয়েটারকা খোয়াব ছোড় দেও। হামি আভি তুম্‌হাকে পঁচাশ হাজার রুপেয়া দে দেই, তোম্‌লে লেও। গাড়ী বাড়ী ভি হামি জরুর দিবে।" বিনোদ কি জবাব দিয়েসে শুনবে বাবুজি ? লিখা চেক্ টুটা দেকে বিবি কহলো,—"হামাকে যব নিতে হোয়, থিয়েটার কোরতে হোবে।

আগাড়ি থিয়েটার, পিছাড়ি দোসরা বাৎ।" থিয়েটার যব কোরতে হোয়, উসকা নাম জরুর 'বিনোদিনী থিয়েটার' হোবে।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ ॥ আমার আর তাতে মত নেই। বিনোদিনী থিয়েটারে আর যেই আসুন, বিনোদিনী নিজে কখনও যোগ দেবে না।

অমৃত ॥ কি বলছিস্ পাগলি ?

বিনোদ। রহস্য করি নি রসরাজ। আমি গণিকার মেয়ে, নাচলে দোষ হয় না, গাইলে লোকে শুনবে, অভিনয় করলে লোকে বাহবা দেবে। তাই বলে আমার নামে থিয়েটার, আর তাতে কাজ করবেন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, এ বড় লজ্জার কথা।

দাশু। ঠিকই ত।

গিরিশ ॥ বিনোদ!

বিনোদ ॥ এ হয় না, মহাপাপ হবে, সমাজের মাথায় বজ্রাঘাত হবে। (পোষ্টার ছিঁড়িয়া ফেলিল)

অমৃত ॥ শোন্ বিনি, শোন্।

বিনোদ ॥ আমার কথাই শুনুন রসরাজ। বিনোদিনীকে যদি থিয়েটারের প্রয়োজন হয়, তাহলে থিয়েটারের নামের মধ্যে বিনোদিনীর চিহ্নমাত্র থাকবে না। এই আমার শেষ কথা।

[প্রস্থান।

গুর্মুখ। ব্যস ব্যস। হামকো ভি শেষ কথা শুনিয়ে বাবুলোক। হামি রূপেয়া খরচা করল, নয়া থিয়েটারকো তামাম ঝুঁকি হামি নিল। হামকো পসন্দ্ মাফিক নাম না হোবে ত থিয়েটার কোঠি হামি আভি তোড় দিবে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সুরতের প্রবেশ।

সুরৎ॥ তার চেয়ে আর একটা কাজ করুন রায়জি।

অমৃত॥ } বৌদি!
দাশু॥ }

গিরিশ॥ তুমি আবার কি গোল বাধাতে এলে?

সুরৎ॥ কথাটাই আগে শোন।

গুর্মুখ॥ আপ বলিয়ে, হামি শুনবে।

সুরৎ॥ গড়তে অনেক সময় লাগে রায়জি। ভাঙতে সবাই পারে, সব সময়ই পারে। এত পয়সা খরচ করে একটা রঙ্গালয় যখন করেছেন, ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, আপনারও নাম হবে, এরাও বাঁচবে।

গুর্মুখ॥ লেকিন নাম—

সুরৎ॥ নামের জন্যে এত বড় একটা রাজসূয় যজ্ঞ ভেসে যাবে? বিনোদ ত আপনাদের বড় ষ্টার?

গুর্মুখ॥ One of the best stars.

সুরৎ॥ তবে আর কি? থিয়েটারের নাম দিন 'ষ্টার থিয়েটার'।

সকলে॥ 'ষ্টার থিয়েটার'?

সুরৎ॥ আপনি ভাববেন, ষ্টার মানে বিনোদ; এঁরা জানবেন, ষ্টার মানে এঁরা।

গুর্মুখ॥ হাঁ হাঁ, ইয়ে আচ্ছি বাৎ আছে।

দাশু॥ আমাদের এ নামে আপত্তি নেই।

অমৃত॥ তবে ত মিটেই গেল।

গুর্মুখ॥ গিরিশবাবু, ফিন সাইন বোর্ড পোষ্টার আউর হাণ্ডবিল করিয়ে

লিন। ঠিক হ্যায়, থিয়েটারকা নাম হোবে 'ষ্টার থিয়েটার'। নমস্তে দেবি, নমস্তে—নমস্তে।

[প্রস্থান।

অমৃত ॥ বৌদি, is বেগুনী রেডী?

স্বরৎ ॥ রেডী।

অমৃত ॥ মুড়ি আছেন কি?

স্বরৎ ॥ আছেন।

অমৃত ॥ চল দাশু। অনেক জল ঘুলিয়েছ। আর যেন প্যাঁচ কষো না। বৌদি পরম যত্নে বেগুনী ভেজেছেন। আমরা একটু সদ্ব্যবহার করি গে চল।

দাশু ॥ তাই চল। সব ভাল, যার শেষ ভাল।

[উভয়ের প্রস্থান।

গিরিশ ॥ বাংলার রঙ্গশালাকে তুমিই আজ রক্ষা করলে স্বরৎ। আমাদের অবদান অনন্ত ভবিষ্যৎ হয়ত স্বীকার করবে। কিন্তু এত বড় সঙ্কটের যে মুশকিল আসান করলে, তার নাম কেউ জানবে না। কিন্তু এরা কি অকৃতজ্ঞ! থিয়েটারের জন্যে এত বড় ত্যাগ যার, তার জন্মের দুর্ভাগ্যটাকে কিছুতেই এরা ক্ষমা করবে না? বেইমান!

স্বরৎ। কারও বেইমানিতেই বিনোদিনীর গায়ে ফোস্কা পড়বে না। তুমি যদি কোনদিন বেইমানি কর, সেদিনই ওর হবে জীবন্তে মৃত্যু। সে কথা যাক। তুমি বারবার এত পেছনে ফিরে চাইছ কেন? কেউ তাড়া করেছে বুঝি?

গিরিশ ॥ না, তাড়া করবে কেন? আমি কার কাছে কবে ধার-দেনা করেছি?

স্বরৎ ॥ কার কাছে যে কি দেনা আছে, সে কি কেউ বলতে পারে?

গিরিশ ॥ তুমি যে বড় মুচকি মুচকি হাসছ ? তামাসা কচ্ছ বুঝি ?

স্বরৎ ॥ না না।

গিরিশ ॥ যাও, যাও, ভেতরে যাও ; কে যেন আসছে ।

স্বরৎ ॥ কেউ আসবে না, সদর দরোজা বন্ধ।

গিরিশ ॥ তাতে কিছু যায় আসে না। জানালা দিয়ে ঢুকবে, ছাদ ফুঁড়ে লাফিয়ে পড়বে। নইলে বিনা টিকিটে থিয়েটারে ঢোকে কি করে ? অভিনয় করতে করতে প্রেক্ষাগারের দিকে তাকালেই দেখতে পাই, সবার মাঝখানে বসে আছে—

স্বরৎ ॥ কে ?

গিরিশ ॥ রামকৃষ্ণ পরমহংস। আবার সাজঘরে এসে দেখি, সেখানেও দাঁড়িয়ে আছে সেই একই রামকৃষ্ণ।

স্বরৎ ॥ ভালই ত ; সব সময় গুরুদর্শন করতে করতেই একদিন হরিদর্শন করবে।

গিরিশ ॥ গুরু ! গুরু কোন্ শালা ?

স্বরৎ ॥ কেন ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বলেছেন তোমার গুরু হয়ে গেছে ।

গিরিশ ॥ রামকৃষ্ণ বললেই রামকৃষ্ণ আমার গুরু হয়ে গেল ? আমি রামকৃষ্ণের কি ধার ধারি ? বুজরুক, ভেল্কীবাজ ওই রামকৃষ্ণ। নইলে যখন তখন যেখানে সেখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে ? লাফ দিয়ে ট্রামে উঠে পড়ি, সেখানেও দেখি সামনে বসে আছে সেই রামকৃষ্ণ !

স্বরৎ ॥ শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে এলে না কেন ?

গিরিশ ॥ কি তুমি বারবার শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ করছ ? শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কে ?

স্বরৎ ॥ আমাদের গুরু। তুমি ত আবার পোষ্টার ছাপাতে যাবে। ওই সময় এই ছবিখানা বাঁধিয়ে নিয়ে এস, আমি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

[ছবি দিয়া প্রস্থান।

গিরিশ ॥ (ছবি খুলিয়া) অ্যাঁ! রামকৃষ্ণের ছবি! বাঁধিয়ে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব? আমাকে পাগল করেছে, আবার আমার বউকেও পাগল করবে! তা হবে না। আমি এ ছবি কুচি কুচি করে নর্দ্দমায় ফেলে দেবো। হাসছ কেন? কি বলছ তুমি? "ক'টা রামকৃষ্ণকে তুই নর্দ্দমায় ফেলবি? আমি তোর অস্থিমজ্জায় বসে আছি।" ছবি কথা কয়, ছবি হাসে; আঃ—There is no way out, there is no way out.

[ছবি মাথায় ঠেকাইয়া প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম দৃশ্য

পান্নার ঘরের বারান্দা/আমোদিনীর বাড়ীর সদর ঘর।

কৈবল্যনাথ ও রাঙাবাবুর প্রবেশ।

রাঙাবাবু॥ আমাকে এখানে ডেকে আনলে কেন?

কৈবল্য॥ পূজো করব বলে। তোমার নামই ত রাঙামূলো?

রাঙাবাবু॥ যথার্থ।

কৈবল্য॥ আমাকে চেনো?

রাঙাবাবু॥ তোমাকে না চেনে কে? তুমি ত ষ্টার থিয়েটারের বড় অভিনেতা, ক্যাবলাকান্ত।

কৈবল্য॥ ক্যাবলাকান্ত কে বললে? My name is কৈবল্যনাথ।

রাঙাবাবু॥ শুনে বড়ই ভক্তি হল। এখন আসল কথা নিবেদন কর।

কৈবল্য॥ কোথায় থাক তুমি?

রাঙাবাবু॥ ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।

কৈবল্য॥ কি কাজ কর তুমি?

রাঙাবাবু॥ কুল্‌পী বরফ বিক্রি করি।

কৈবল্য॥ কুল্‌পীওয়ালার এত হিম্মৎ? ক টাকা উপায় কর?

রাঙাবাবু॥ পনর যোল টাকা।

কৈবল্য॥ পনর যোল টাকা উপায় করে তুমি থিয়েটারের মেয়েমানুষের পেছনে ঘোর ঝ্যাটা? আমি দেশলাই কারখানার হেডমিস্ত্রী, মাসে পঁচাত্তর টাকা তেরো আনা মাইনে পাই, তার উপর রাত্তিরে থিয়েটার করি। কত আমার রোজগার। আমি এইসব মেয়েমানুষের মন পাইনে, আর তুমি কুল্‌পীওয়ালা হয়ে তাকে বাগাতে চাও? You is a ইষ্টুপিট্ ম্যান।

রাঙাবাবু॥ ইংরিজিতে গাল দিও না; যত পার বাংলায় গাল দাও, কোন আপত্তি করব না।

কৈবল্য॥ শুধু গাল? আমি তোমায় খাব শুয়ার।

রাঙাবাবু॥ এত ভাল ভাল জিনিষ থাকতে তুমি শুয়ার খাবে ক্যাবলাকান্ত?

কৈবল্য॥ আবার ক্যাবলাকান্ত?

রাঙাবাবু॥ দূর থেকে ধমক দাও। গায়ে বমি করে দিলে সকালবেলা নাইতে হবে।

কৈবল্য॥ Shut up. কেন তুমি রোজ সকালে এ বাড়ীতে ঢোক? বিনোদ ত তোমায় কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে।

রাঙাবাবু॥ তাও কি ভাল কুকুর? ঘিয়ে ভাজা কুত্তা।

কৈবল্য॥ তবু আসা চাই? তোমার কি লজ্জাশরম নেই? পান্না তোমায় কি বলেছে?

রাঙাবাবু॥ বলেছে যে তোমাকে দেখতে বেশ। আমার ঘরে তোমার নেমন্তন্ন রইল।

কৈবল্য॥ বটে! নেমন্তন্ন রক্ষে করতে আসছিলে? আমি দেশলাই কারখানার হেডমিস্ত্রী, তার উপয় থিয়েটারের অ্যাকটার, আমার

মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে এসেছ তুমি কুল্‌পীরাম ? কোথায় গেছে সে শয়তানী ? তাকে কেটে দু'খানা করব, আর তোমাকে করব চারখানা।

রাঙাবাবু॥ (সুরে) না পোড়ায়ো রাধার অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে,
মরিলে বাঁধিয়ে রেখো তমালেরি ডালে॥

কৈবল্য॥ চোপরাও শালা বদমায়েস!

[রাঙাবাবুকে ঘুঁষি মারিতে গেল কৈবল্যনাথ; রাঙাবাবু হাতখানা ধরিয়া টান মারিল; কৈবল্যনাথ ভূপাতিত হইল; রাঙাবাবু তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল।]

রাঙাবাবু॥ সেদিনও তুমি আমার গায়ে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলে। আর একদিন কুৎসিত গালাগাল দিয়েছিলে। আজ তোমার মাতলামি ভাল করে ছুটিয়ে দেবো। ওঠ্‌ বদমায়েস। পেট ভরেছে, না আরও মার খাবে ? [চুল টানিয়া তুলিল]

কৈবল্য॥ আর খাব না। রুমাল আছে ?

[রাঙাবাবু রুমাল ছুঁড়িয়া দিল; কৈবল্যনাথ গায়ের ধুলা ঝাড়িল; ধীরে-সুস্থে একটি বিড়ি বাহির করিয়া রাঙাবাবুকে বলিল,—"দেশলাই has ?" রাঙাবাবু দেশলাই দিল। কৈবল্যনাথ রাঙাবাবুর দিকে চাহিয়া ধীরে-সুস্থে বিড়ি টানিতে লাগিল।]

রাঙাবাবু॥ আবার যদি ইতরামি কর, আমি তোমায় খুন করব মাতাল।

কৈবল্য॥ মাতাল মাতাল করো না। গিরিশ ঘোষও ত মাতাল। যেয়ো থিয়েটারে, গণকের পার্ট করে কাঁদিয়ে ছেড়ে দেবো।

[রাঙাবাবুর গায়ে ধোঁয়া ছাড়িয়া প্রস্থান।

রাঙাবাবু॥ দু'পেয়ে জানোয়ার।

কমণ্ডলু হাতে সদ্যস্নাতা বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ ॥ "ধর ধর নিতাই আমারে।
হরিপ্রেমে সঁপিয়াছি প্রাণ,
নদীয়ার কার্য্য সমাধান।
চল যাই, মিছে কেন কর দেরী ?

রাঙাবাবু ॥ ভবভার করিতে খণ্ডন
প্রভু তব ধরায় জনম,
তব প্রেমে ভাসিবে সংসার।
জীবকুল হইল অভয়,
জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়,
পাপবিমোচন—
হরিসঙ্কীর্ত্তন রটিল ভুবনময়।

বিনোদ ॥ এসো হে নিতাই,
আজি আমি লইব বিদায়।"

রাঙাবাবু ॥ আমিও বিদায় নেব। চল যাই
দুইজনে পশি গিয়া নবীন জীবনে।

বিনোদ ॥ একি! তুমি! তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে অভিনয় কচ্ছিলে ? আমি ত লক্ষ্য করিনি। আশ্চর্য্য!

রাঙাবাবু ॥ এর চেয়েও আশ্চর্য্য যে তুমি গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসতে আসতে গাড়ীচাপা পড়নি। রোজই গঙ্গাস্নান কর না কি ?

বিনোদ ॥ না করে কি পারি ? এ পাপ দেহে কি নিমাই সাজা যায় গো ? যেদিন চৈতন্যলীলা খুলেছে, সেদিন থেকে রোজই গঙ্গাস্নান করি আর হবিষ্যান্ন খাই। তবু ত ভয়ে বাঁচি না। কে আমি

শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় রূপ দিতে যাচ্ছি? মাষ্টার মশাই জোর করে নামিয়ে দিলেন।

রাঙাবাবু॥ ভালই করেছেন। চৈতন্যলীলা সারা বাংলায় যে ভক্তির প্লাবন এনেছে, সে শুধু গিরিশবাবুর রচনার জন্যে নয়, ষ্টার থিয়েটারের অসাধারণ নিষ্ঠার জন্যে, আর সবার উপরে নিমাইয়ের ভূমিকায় তোমার আত্মভোলা অভিনয়ের জন্যে। আমি দশবার দেখেছি, দশবারই পাগল হয়ে ফিরে এসেছি বিনোদ।

বিনোদ॥ কতটুকু আমি করতে পেরেছি রাঙাবাবু? মাষ্টার মশাই আমায় পাখীপড়া করে শিখিয়েছেন। তিনি, মুস্তফী সাহেব, রসরাজ, অমর্ত্তবাবু, বেলবাবু সবাই তিল তিল করে দিয়ে তিলোত্তমাকে সাজাতে চেয়েছেন। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, কিছুই আমি নিতে পারিনি।

রাঙাবাবু॥ তুমি জান না, কলকাতার লোকের মুখে মুখে আজ তোমারই নাম। খবরের কাগজগুলো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ষ্টার থিয়েটারের জয়-জয়কার। অসংখ্য দর্শক রোজই টিকেট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। দূর-দূরান্তর থেকে লোকে চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখতে আসছে। সব তোমারই জন্যে বিনোদ।

বিনোদ॥ না রাঙাবাবু, এ তাঁরই অহেতুক করুণা। আমি যখন নিমাই সেজে অভিনয় করি, কোন্ অশরীরী শক্তি যেন আমার মধ্যে ভর করে। আমি ভুলে যাই যে আমি বারাঙ্গনা বিনোদিনী, ভুলে যাই যে আমি স্টেজে অভিনয় কচ্ছি।

রাঙাবাবু॥ তাই বলে অভিনয়ের শেষে রোজ তুমি অজ্ঞান হয়ে যাও কেন?

বিনোদ॥ শেষ দৃশ্যে আমি যখন গাই, 'আমি ভবে একা, দাও হে

দেখা ; প্রাণসখা, রাখ পায়", তখন আমার মনে হয়, সত্যই আমি একা, এত বড় জনাকীর্ণ তুনিয়ায় আমার কেউ নেই, কেউ থাকবে না।

রাঙাবাবু॥ কেউ যেদিন থাকবে না, সেদিন আমি থাকব বিনোদ। তুঃখ করো না। মানুষ তোমার অভিনয়প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছে, দেবতাও তোমার সাধনার স্বীকৃতি দেবেন।

বিনোদ॥ তুমি বলছ? দেখ রাঙাবাবু, আজ আমার মনে কেন জানি না, আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে গঙ্গায় কেন যাই জান? আমার মনে হয়, আমি সংসার ছেড়ে একা একা নিরুদ্দেশের পথে চলেছি। ওই গানটি গাইতে গাইতে যাই,—"আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা, রাখ পায়।" আমি স্পষ্ট শুনতে পাই রাঙাবাবু, পেছনে যেন কে আসছে। কে গো রাঙাবাবু? এমন দরদী বন্ধু কে আছে আমার? তুমিই কি আমার অনুসরণ কর?

রাঙাবাবু॥ আমি পনরো দিন পরে এই মাত্র বাড়ী থেকে আসছি।

বিনোদ॥ তাইত বটে। আমার খেয়ালই ছিল না। স্ত্রীর অসুখের খবর পেয়ে বাড়ী গিয়েছিলে না? কেমন আছেন তোমার স্ত্রী?

রাঙাবাবু॥ ভালই আছেন, তবে ইহলোকে নয়, পরলোকে।

বিনোদ॥ রাঙাবাবু!

রাঙাবাবু॥ আমাকে শেষ দেখা দেখবে বলেই প্রাণটা ধরে রেখেছিল। আমার কোলে মাথা রেখে পরম শান্তিতে সেই যে চোখ বুজল, সে চোখ আর চাইল না। তার মুখের সে স্বর্গীয় শান্তি দেখে একটা তুর্দ্দমনীয় বাসনা আমারও মনে জেগেছে বিনোদ। তুমি যেখানে

যার কাছেই থাক, আমি যদি মরি, মরার সময় তোমার কোলে যেন মাথা রেখে মরতে পাই।

বিনোদ॥ ছি রাঙাবাবু, ও কথা বলতে নেই।

রাঙাবাবু॥ স্ত্রীর জন্যে একছড়া হার গড়াতে দিয়ে গিয়েছিলাম। সে ত আর পরল না। তুমি পরবে বিনোদ?

বিনোদ॥ তুমি ত জান, না দিয়ে আমি কিছু নিই না।

রাঙাবাবু॥ তবে থাক; যেদিন দেবে, সেদিনই নিও। বাঙালীকে তুমি অনেক দিয়েছ। বাঙালীর হাত থেকে শুধু এই তুলসীর মালাটি নাও গোরাচাঁদ।

বিনোদ॥ তাই দাও। (অঞ্জলি পাতিয়া মালা নিল এবং গলায় পরিল) আমাকে ত তুমি স্পর্শও কর না। তবু এখানে আসা চাই? পনেরো দিন আগে স্ত্রী মারা গেছে, এর মধ্যেই তাকে ভুলে গেলে রাঙাবাবু?

রাঙাবাবু॥ মারা সে যায় নি বিনোদ, তোমার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। আমি তার নাম দিয়েছিলাম বিনোদিনী। বিনোদ বলেই তাকে ডাকতুম, বিনোদ ভেবেই তাকে ভালবাসতুম। যাবার সময় সে বলে গেছে,—আবার তুমি বিয়ে করো।

বিনোদ॥ করবে না বিয়ে?

রাঙাবাবু॥ করব, যেদিন তোমার সময় হবে।

[প্রস্থান।

বিনোদ॥ উপায় নেই বন্ধু। সব থাকতেও আমি সর্ব্বহারা।

(সুরে) "আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,

প্রাণসখা, রাখ পায়।"

গুর্মুখের প্রবেশ।

গুর্মুখ ॥ বহুৎ আচ্ছা, জিন্দা রহো মেরে পিয়ারি।

বিনোদ ॥ কবে এলে ?

গুর্মুখ ॥ কাল সামকো আসিয়েছে। হামারা সরকার হামকো newspaper দেখলায় দিল—আংরেজী আউর বাংলা, সব কোই কাগজ তোম্‌হার ভুরি ভুরি তারিফ করল। তোম্‌ দেখা ?

বিনোদ ॥ না রায়। ওসব দেখবার আমার সময়ও নেই, সাধও নেই।

"তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার,
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ,
রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি,
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।"

গুর্মুখ ॥ দেখো বিনোদ, তোম্‌হারি লিয়ে দো মাহিনা মে ষ্টার থিয়েটার বিশ হাজার রুপেয়া মুনাফা করল, চৈতন্যলীলা দেখনেকো ওয়াস্তে, হাজার হাজার গাঁওকা আদমি হররোজ ষ্টার থিয়েটারমে আসতে থাকল, still থিয়েটারকা নাম বিনোদিনী থিয়েটার হতে না পারল। হামি দাশুবাবুকো বরখাস্ত করবে।

বিনোদ ॥ না না, কারও অভিশাপ কুড়িও না রায়। যে গরু দুধ দেয়, মারুক না সে লাথি।

গুর্মুখ ॥ হামি শুনিয়েছে, উ লোক হরবখৎ তোম্‌কো public woman বলকে indirectly হেনস্তা করে। ইয়ে বেয়াদপি হামি বরদাস্ত্ না করবে।

বিনোদ ॥ কি করতে চাও তুমি ?

গুর্মুখ ॥ At least হামি উ লোককো আখেরি বাৎ দিবে।

বিনোদ। না, আমার কথা নিয়ে তুমি যদি কাউকে অপমান কর, তারপরে আর আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কও থাকবে না। হুঁশিয়ার।

[প্রস্থান।

গুর্মুখ ॥ আরে বাপ্! এ কেইসা জেনানা, হামি কুছু সমঝাতে নারল। কেতো বকশিস্ দিল, বিলকুল refuse করল!

পান্নার প্রবেশ।

পান্না ॥ কে, রায়জি এসেছেন ? ওমা, আপনাকে বাইরের ঘরে ফেলে বিনোদ হুট্ করে ঘরে ঢুকে গেল ? ছি ছি ছি, আর কেউ হলে আর ওর মুখ দেখত না।

গুর্মুখ ॥ হাঁ, সে তুমি ঠিক বলিয়েছে পান্না বিবি।

পান্না ॥ রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছে। আপনি অন্নদাতা মনিব, আপনাকে দু'পায়ে থেৎলে যাবে আপনারই ইয়ে ?

গুর্মুখ ॥ দেখো এ কেয়া তাজ্জবকি বাৎ।

পান্না ॥ আপনার গোঁসা হচ্ছে না ?

গুর্মুখ ॥ জরুর। লেকিন কি করবে, হামি সমঝাতে লারছে।

পান্না ॥ কাঁহে ? উসকো ছেঁড়া জুতোর মত ছোড়কে বেরিয়ে আসুন। আপনি ত রাজাধিরাজ হায়। ফুর্ত্তি করতে চাতা হায়,—লোকের অভাব কি আছে ? বিনির কেতনা বয়স জানেন ? ছত্রিশ বছর।

গুর্মুখ ॥ My God !

পান্না ॥ হাঁ করে চেয়ে রইলেন কেন? বিশ্বাস হল না বুঝি? আরে মশায়, আমি ওর নাড়িনক্ষত্র জানি। আমার চেয়ে ও সাত বছরের বড়।

গুর্মুখ ॥ লেকিন বিনোদ বিবি বহুৎ খুবসুরৎ আছে।

পান্না ॥ ঘোড়ার ডিম আছে।

গুর্মুখ ॥ গানা ভি বহুৎ আচ্ছা।

পান্না ॥ আমার চেয়ে যে ভাল গান করে, সে তার মায়ের গর্ব্বে আছে। ওর ত সব আমার কাছে শেখা। ওর মন কোথায় পড়ে আছে জানেন?

গুর্মুখ ॥ থিয়েটারকা উপর।

পান্না ॥ থিয়েটার না গুষ্টীর মাথা, ওর মাথা খেয়েছে ওই রাঙাবাবু। রাঙাবাবুর কথা শুনেছেন?

গুর্মুখ ॥ হাঁ, বহুৎ শুনিয়েছে।

পান্না ॥ ওই ছোকরা রোজ সকালে এসে বিনির সঙ্গে গালগল্প করে। এই একটু আগেই এসেছিল। আপনার সাড়া পেয়েই পালিয়ে গেল, আপনি হয় বিনিকে ছাড়ুন, না হয় রাঙাবাবুকে তাড়ান।

গুর্মুখ ॥ কুছ দরকার নেহি পান্না বিবি। বাগিচামে গোলাপ ফুল যব ফুটবে, বহুৎ মুসাফির হাজারো আঁখ মেলিয়ে উসকো রূপসুধা পিয়ে খুশী হোবে। উসমে গোলাপকা পাঁপড়ি উপড়ি কোই টুট না যাবে, মালিককো কুছ ক্ষেতি ভি না হোবে। বিনোদ বিবি হামকো ভি নেহি, রাঙাবাবুকো ভি নেহি, উ থিয়েটারকা চিড়িয়া, দুনিয়ামে কোই আদমি উসকো দীলকা হদিশ না পাবে।

পান্না ॥ তবু ওকে আঁকড়ে ধরে থাকতেই হবে ? বলি, বিনি ছাড়া কি আর কেউ নেই ?

গুমুর্খ ॥ পান্না বিবি, চাতক চিড়িয়া দেখা ? তিয়াসমে ও মর যায়েগা লেকিন 'ফটিকজল' নেই মিলনেসে তালাওকা পানি কভি পিয়েগা নেহি।

[প্রস্থান

পান্না ॥ গুয়োর ব্যাটার কথা শুনলে ? বিনি হল ফটিকজল, আর সবাই পুকুরের পানি ! দূর ঝাঁ্যাটামুখো, তোর ভরাডুবি হক !

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

থিয়েটারের অভ্যন্তর

বেণীমাধব ও দাশুর প্রবেশ।

বেণী ॥ জান দাশু, আজও অন্ততঃ হাজার দেড়েক লোক টিকেট না পেয়ে ফিরে গেছে। বইটা খুব ডেকে গেল হে।

দাশু ॥ ও আমি জানতাম।

বেণী ॥ দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, নলদময়ন্তী—গিরিশবাবুর এই তিনখানা নাটকেই খুব দর্শক আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু এই চৈতন্যলীলা সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

দাশু ॥ না যাবে কেন ? যেখানে যেমনটি দরকার, ঠিক তেমনটি ব্যবস্থা করেছি।

বেণী ॥ বিনি যা নিমাইয়ের অভিনয় করে,—অতুলনীয়।

দাশু ॥ আপনি এখন বাড়ী যান না। আপনার স্ত্রীর নাকি অসুখ ?

বেণী ॥ হ্যাঁ, ওষুধ নিয়ে যেতে হবে। ইস্, গোটা কলকাতা যেন ভেঙ্গে এসে পড়েছে বিনোদের অভিনয় দেখতে। এক একটা লোক নাকি দশবার করে নিমাইকে দেখতে আসে। আমার কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে দাশু।

দাশু ॥ আমারও হচ্ছে। এর পরের বই যদি ভাল করে

নামাতে না পারি, তাহলে লোকে বলবে, দাশু নিয়োগী মরে গেছে।

বেণী ॥ তা মরুক। আমি ভাবছি, মেয়েটার যা ভাবগতিক দেখছি, শেষকালে একটা কঠিন অসুখ হয়ে পড়লে বই বন্ধ হয়ে যাবে।

দাশু ॥ চুনের জন্য দুর্গোৎসব আটকায় না। দাশু নিয়োগী যতদিন আছে ততদিন কোন ভাবনা নেই মশাই।

বেণী ॥ ভাবনা নেই কি হে? জান,—বিনোদ রোজ গঙ্গাস্নান করে আর স্বপাকে হবিষ্যান্ন খায়?

দাশু ॥ ন্যাকামি।

বেণী ॥ তুমি একটু বুঝিয়ে বল না।

দাশু ॥ যাকে তাকে বোঝাবার সময় আমার নেই। আপনাকে "বাবা" বলে ডাকে, আপনিই বুঝিয়ে বলুন,—"বাছা, এ ন্যাকামি বন্ধ কর।"

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ ॥ দাশু, মাধাই সাজতে পারবে?

দাশু ॥ কেন, আজ আবার মাধাইয়ের কি হল?

গিরিশ ॥ এইমাত্র খবর এল তার বউয়ের অসুখ।

দাশু ॥ বউটা মরে না? রোজ অসুখ, আর রোজ ফিট হয়?

বেণী ॥ দেখো গিরিশ, বিনোদের যেন অসুখ না হয়।

দাশু ॥ আরে দূর। বিনোদ, বিনোদ।

গিরিশ ॥ সাজতে পারবে কি না বল।

দাশু ॥ না মশাই, আমি ওসব সাজাটালার মধ্যে নেই। আমি সাজলে ম্যানেজ করবে কে?

রামচন্দ্রের প্রবেশ।

রাম ॥ গিরিশ আছ? ও গিরিশ, শীগগির এস; পরমহংসদেব থিয়েটার দেখতে এসেছেন।

সকলে ॥ সে কি!

গিরিশ ॥ ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন এই নরকদর্শন করতে!

বেণী ॥ নিমাইকে ভাল করে সাজিয়ে দাও।

দাশু ॥ থামুন না।

গিরিশ ॥ তুমি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও রামদা।

রাম ॥ সে চেষ্টা হৃদয় অনেক করেছে গিরিশ। ঠাকুরকে পারলে সে বেঁধে রাখত। ঠাকুরের ওই এক কথা,—"গিরিশ চৈতন্যলীলা কচ্ছে, আর আমি দেখব নি?"

গিরিশ ॥ দেখ দেখি, আমি এখন কি করি? আজ যে আমার মাধাই আসে নি। ও রামদা, এখন উপায়?

রাম ॥ তুমি উপায় করবার কে হে? নিরুপায়ের উপায় যিনি, তিনিই ত এসেছেন।

গিরিশ ॥ ঠিক ঠিক।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎ-কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।"

রাম ॥ চল চল, ঠাকুরকে নামিয়ে আনবে চল।

গিরিশ ॥ কেন? তিনি এইটুকু পথ আসতে পারবেন না?

স্মিতহাস্যে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ কি গো, বলেছিলুম না, থিয়াটারে লোকশিক্ষা হয়? দেখ

দেখি, কত লোক এসেছে তোমার চৈতন্যলীলা দেখতে। ঘাটে পথে খালি চৈতন্যের কথা।

বেণী ॥ দেখবেন, বিনোদ যা চৈতন্য করে—

দাশু ॥ আঃ—

রামকৃষ্ণ ॥ তাই ত দেখতে এলুম।

রাম ॥ দাও গিরিশ, আমাদের বসিয়ে দাও।

রামকৃষ্ণ ॥ ও হৃদে, আয় না রে।

গিরিশ ॥ দাশু, রামদাকে আর হৃদয়কে সামনের সীটে বসিয়ে দাও।

বেণী, দাশু, রাম ॥ আর ঠাকুর ?

গিরিশ ॥ ঠাকুরের টিকেট লাগবে।

রাম ॥ বল কি গিরিশ ?

দাশু ॥ আপনি কি পাগল হয়েছেন ?

গিরিশ ॥ হ্যাঁ। পয়সা দিন।

রামকৃষ্ণ ॥ ও রাম, শালা বলে কি রে ? আমি সন্ন্যিসী মানুষ, পয়সা কোথায় পাব ?

রাম ॥ ও গিরিশ,—

গিরিশ ॥ তোমরা যাও না।

বেণী ॥ ঠাকুরকে থিয়েটার দেখতে দেবে না ?

গিরিশ ॥ নিশ্চয়ই দেব। টিকেটের পয়সা চাই।

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ্ রাম, গিরিশের কাণ্ড দেখ্। সন্ন্যিসীর কাছে পয়সা চাইছে।

রাম ॥ এই নাও কত পয়সা চাই তোমার। (পয়সা মেলিয়া ধরিলেন)

বেণী ॥ আপনি রাখুন, আমি দিচ্ছি। (টাকা বাহির করিলেন)

দাশু ॥ ওতে না কুলোয়, আরও কিছু নিন। (টাকা বাহির করিল)

গিরিশ ॥ আর কারও পয়সা নেব না। যাঁর টিকেট, তাঁকেই দাম দিতে হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে আর কি করব? ফিরেই যাই। ও রাম, আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়।

গিরিশ ॥ গেইট্ বন্ধ হয়ে গেছে, এখন বেরুতে পারবেন না।

রামকৃষ্ণ ॥ যেতেও দিবি নি, বসতেও দিবি নি? তবে কি বেঁধে রাখবি?

গিরিশ হ্যাঁ, বেঁধেই রাখব।

হৃদয়ের প্রবেশ।

হৃদয় ॥ হয়েছে? বলি, আক্কেল হয়েছে তোমার?

রামকৃষ্ণ ॥ দেখ্ হৃদে, গিরিশ আমায় কি রকম কচ্ছে।

হৃদয় ॥ এত অপমান সয়েও এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

রামকৃষ্ণ ॥ অপমান কচ্ছে না কি? ও রাম,—গিরিশ কি আমায় অপমান কচ্ছে?

রাম ॥ না ঠাকুর, গিরিশের কাঁধে ভূত চেপেছে। এসব তারই ক্রিয়া।

বেণী ॥ কি কচ্ছ তুমি গিরিশ?

হৃদয় ॥ বারবার তোমায় বারণ করলুম, এসব জায়গায় তুমি যেও না। কথা শুনলে আমার? তাই যদি এলে, বিনা টিকিটে বসতে চাইছ কোন্ বিবেচনায়? টিকিটের দাম কি আমি আনি নি ভেবেছ?

রামকৃষ্ণ ॥ তোর কাছে আছে? তবে থিয়াটারটা দেখেই যাই।

হৃদয় ॥ আর দেখে না। চল ঘরের ছেলে ঘরে যাই।

গিরিশ ॥ গেইট্ বন্ধ।

রামকৃষ্ণ ॥ ওই শোন্। বলে,—বেঁধে রাখবে।

হৃদয় ॥ তুমি চলে এস আমাদের সঙ্গে। দেখি কার কত হিম্মৎ।

রামকৃষ্ণ ॥ ওসব হ্যাঙ্গামে কাজ নেই। এসেছি যখন, দেখেই যাই।

বেণী ॥ দেখবেন বই কি? নিমাইয়ের অভিনয়—

দাশু ॥ আপনি আসুন না মশায়।

রামকৃষ্ণ ॥ তুই গেঁজেটা বার কর্, কত আছে দেখ্। তোদের ত পয়সা নেবে না। যা আছে, আমার জন্যে দিয়ে দে।

হৃদয় ॥ ঢের ঢের বেহায়া সন্ন্যিসী দেখেছি, তোমার মত আর একটিও দেখি নি। [গেঁজে বাহির করিয়া পয়সা ঢালিল]

রামকৃষ্ণ ॥ হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, তুই গুণে দেখ্।

দাশু ॥ গিরিশবাবু, সেকেণ্ড বেল বেজে গেছে। এখনও আপনি ঠাকুরকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন? বলুন, আমি ওঁদের বসিয়ে দিই।

গিরিশ ॥ না।

হৃদয় ॥ চার চার আটআনা, আর দুআনা দশআনা, এগারো, বারো, তেরো, চৌদ্দ, পনর, ষোল।

রামকৃষ্ণ ॥ ষোল আনা হয়েছে? দে, গিরিশকে দে। ধর্ শালা, ধর্, তোকে আমি ষোল আনাই দিলুম।

গিরিশ ॥ (নতজানু) তাই দাও ঠাকুর, ষোল আনাই আমাকে দাও। আমি গুণহীন-ভক্তিহীন-চরিত্রহীন মাতাল, নিজের সাধনায় তোমার কাছে কোনদিন পৌঁছুতে পারব না। তুমি নিজে আমায় টেনে নাও ঠাকুর।

রাম ॥ গিরিশ!

গিরিশ ॥ সভ্যসমাজের অবহেলিত, আত্মীয়বান্ধবের পরিত্যক্ত এই অভাগাদের মাঝখানে নিজের গুণে এসেছ যদি, অহেতুককৃপাসিন্ধু,

বাংলার এই রঙ্গশালার প্রত্যেক ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে তুমি অক্ষয় হয়ে বিরাজ কর।

বেণী॥ আসুন ঠাকুর, আসুন; দেখে যান নিমাইয়ের অভিনয়।

দাশু॥ আরে ধেৎ। নিমাই, নিমাই—আর যেন সবাই ভেরেণ্ডা ভাজতে এসেছে।

রামকৃষ্ণ॥ চল।

হৃদয়॥ পাগলের বেহদ্দ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রঙ্গমঞ্চ

সম্মুখে দর্শকের আসনে শ্রীরামকৃষ্ণ আসীন,
পার্শ্বে রামচন্দ্র ও বিরক্তমুখে হৃদয় পিছন
ফিরিয়া উপবিষ্ট। জগাইরূপী অমৃত ও
মাধাইবেশী কৈবল্যের প্রবেশ।

মাধাই। নিমাই পণ্ডিতটে ক্ষেপে গিয়েছে, বাড়ীই থাকে না। চল্, জগা, ওর বাড়ী লুট করি গে।

জগাই॥ না ভাই। আমি দুদিন ওৎ পেতেছিলুম। ব্যাটার বাড়ীর পাশে ভারী সাপ! দুদিনই সাপে খেতে খেতে বেঁচে গেছি।

মাধাই॥ তো-শালার যেন ননীচোরা শরীর হয়েছে। সাপে খাবে!

জগাই॥ ভাইকে শালা বলতে আছে রে শালা?

মাধাই॥ তোর আক্কেলকে বলি।

জগাই। চল্ না, কেত্তন শোনা যাক। ব্যাটারা বেড়ে খোল বাজায়—চাকুম চুকুম ভুশ ভুশ ভুশ।

মাধাই॥ তুই দেখছি বৈরাগী হবি।

জগাই॥ তোর চৌদ্দপুরুষ বৈরাগী হক।

মাধাই॥ ভেয়ের চৌদ্দপুরুষ তোলে রে শালা?

জগাই॥ নে, রাগ করিস নি। মদ দেব তোর গাল ভরে, আয় ছুটে আয় হাঁ করে।

মাধাই ॥ ওই রে, ওই এক ব্যাটা গান গাইতে গাইতে হেলে দুলে আসছে। আয়, ঘাপটি মেরে বসে থাকি, আজ নির্ঘাত মারব। হাতের কাছে যে একটা লাঠিসোটা পাচ্ছি নে। ঠিক আছে, এই তাড়ির ভাঁড়টাই ছুঁড়ে মারব।

জগাই ॥ ভাঁড়শুদ্ধু মারিস নি, মরে যাবে।

মাধাই ॥ মরুক, তোর বাবার কি? আমরা বেঁচে থাকতে ন্যাড়া শুয়ারেরা নদের দফা রফা করবে? দিন নেই, রাত নেই, খালি হরিবোল হরিবোল করে ছেলেবুড়ো আর ডবকা ছুঁড়িগুলোকে ঘর থেকে টের বার করবে? এসব কি ভাল?

জগাই ॥ খুব খারাপ।

মাধাই ॥ আমরা দুভাই জগাই মাধাই নদে উদ্ধার করতে জন্মেছি। জন্মেছি কি না বল্।

জগাই ॥ জন্মেছি।

মাধাই ॥ তবে বসে পড়। আজ আমরা নদে উদ্ধার করব। এক কংসকে বধ করলেই অঘাসুর বকাসুর সব দেশ ছেড়ে পালাবে। আয়।

(জগাই ও মাধাইয়ের উপবেশন)

গীতকণ্ঠে নিতাইয়ের প্রবেশ।

নিতাই ॥ গীত

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারি।
শ্রীরাধা মনোমোহন মোহনবংশীধারি ॥
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার।

(হৃদয় ঘুরিয়া বসিল; মাধাই উঠি-উঠি করে, জগাই টানিয়া বসায়)

নিতাই ॥ পূর্ব-গীতাংশ

ব্রজকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,

নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখি পাখা রাধিকাহৃদিরঞ্জন,

(রামকৃষ্ণ ভাবাবেগে উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন, রামদত্ত ও হৃদর তাঁহাকে টানিয়া বসাইল)

নিতাই ॥ পূর্ব-গীতাংশ

গোবর্দ্ধন ধারণ,

বনকুসুম ভূষণ,

দামোদর কংসদর্পহারি।

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার ॥

(মাধাই ও জগাই উঠিয়া দাঁড়াইল)

মাধাই ॥ কে রে ব্যাটা হরিভজা ?

নিতাই ॥ বাবা, আমি অবধূত।

মাধাই ॥ আমি তোর যমের দূত। হুঁ হুঁ, আজ আর যাবে কোথায় শালা ? সেদিন বড় পালিয়েছিলি।

নিতাই ॥ তুমি যেই হও, একবার হরি বল।

মাধাই ॥ শালা, আজ আবার হরি ভজাতে এসেছ ?

(কলসীর কানা মারিয়া প্রহার)

রামকৃষ্ণ ॥ উঃ—

জগাই ॥ মাধা !

নেপথ্যে নিমাই ॥ নিতাই,—

নিতাই ॥ প্রভু ! অপরাধ কর হে মার্জনা।

জানে না জানে না

জ্ঞানহীন সন্তান তোমার।

দয়াময়, নিজগুণে পতিতে নিস্তার কর।

বল হরিবোল, বল হরিবোল।

মাধাই ॥ আবার ?

জগাই ॥ কেন বল্ দেখি তুই ওকে মারবি ?

মাধাই ॥ আলবৎ মারব।

রামকৃষ্ণ ॥ না না, মেরো নি।

জগাই ॥ কখ্খনো মারতে দেব না।

নিতাই ॥ গীত

প্রাণ ভরে আয় হরি বলি,

নেচে আয় জগাই-মাধাই।

মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই।

রামকৃষ্ণ ॥ হরিবোল।

(উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন, রামচন্দ্র ও হৃদয় তাঁহাকে বসাইয়া দিল)

নিতাই ॥ গীত

বল রে হরিবোল,

প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,

পাওনি প্রেমের স্বাদ, ওরে হরি বলে কাঁদ,

হেরিবি হৃদয়চাঁদ ;

ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে তাই।

জগাই ॥ মেধো, হরি বল, নইলে তোর সর্ব্বনাশ হবে।

মাধাই ॥ রেখে দে তোর সর্ব্বনাশ। তুই হরি বল ; আমি হরি বলব না, কিছুতেই হরি বলব না। কেন হরি বলব ?

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই ॥ এ কি নিতাই? কে তোমার এ দশা করলে? কোন্ নরাধম তোমায় আঘাত করেছে?

নিতাই ॥ ত্যজ ক্রোধ, ব্যথা লাগে নাই,
ভিক্ষা চাই তোমার চরণে,
কৃপা কর জ্ঞানহীন দীন দুইজনে।
দুটি ভাই জগাই মাধাই
মোহঘোরে ফেরে অন্ধকারে।
প্রেমদান কর হে দোঁহারে।
হলে তব রোষ,
কোনকালে নিস্তার না পাবে।
মাধাই মারিল, জগাই বারিল।
দেখ দোঁহে ভয়ে জড়সড়।
প্রভু, দুঃখহর ; করহ অভয় দান।

নিমাই ॥ আয় রে জগাই,
তুমি কিনেছ আমারে
নিতায়েরে রক্ষা করে।
আয় আয়, লহ আলিঙ্গন।
কৃষ্ণ তোরে করিবেন কৃপা।

জগাই ॥ প্রভু, দয়া কর, আমি নরাধম।

নিমাই ॥ তুমি মম প্রাণের দোসর।
হরিময় হবে তব প্রাণ।
পাবে পরিত্রাণ, কর হরিগুণগান।

জগাই ॥ হরি, দয়া কর ; হরি, দয়া কর। ওরে মেধো, পায়ে ধর।

মাধাই ॥ প্রভু, আমার কি উপায় হবে ?

নিমাই ॥ যার কাছে অপরাধী তুমি,
তার ক্ষমা বিনা তব নাহিক নিস্তার।
মহাজনে করেছ আঘাত,
শত বজ্রাঘাতে নাহি হবে প্রতিশোধ।
উপায় কেবল তার পায়।

মাধাই ॥ (নিতাইকে) প্রভু, দয়া কর। আমি অধম, রক্ষা কর।

নিতাই ॥ হরিনামগুণে যদি পুণ্য থাকে মোর,
তোরে আমি করি সমর্পণ।
ধর নূতন জীবন,
হরিপ্রেমে হও মাতোয়ারা।

মাধাই ॥ ওরে জগাই, কোন্ নরকে আমি ঠাঁই পাব ? আমার অন্তরে আগুন জ্বলছে।

নিতাই ॥ মাধাই, যে হরি বলে, তার কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হয়। তোকে আমার পুণ্য দিয়েছি ; আর তোর ভয় নাই।

নিমাই ॥ আরে আরে জগাই মাধাই,
হরিনাম বল ;
হরিনামে পাপ ভস্ম হয়
তুলা যথা অনলপরশে।
দীনবন্ধু করুণাসাগর,
ভাবে যেই, ভয় পায়,
আদরে তাহারে দেন কোল,
ভবসিন্ধু গোষ্পদ—সমান তার।
হরি বলে ডাক রে অভয়ে।

জগাই ॥ }
মাধাই ॥ } হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[জগাই ও মাধাইয়ের প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ হরিবোল।

নিমাই ॥ ধর ধর নিতাই আমারে।
প্রাণ যে কি করে, কি কব তোমারে আর ?
দুস্তর এ ভবপারাবার,
কিসে জীব হইবে নিস্তার,
প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল।
আমি আর গৃহে নাহি রব,
হরিনাম দেশে দেশে দিব,
জীবের দুর্গতি আর সহিতে না পারি।

নিতাই ॥ প্রভু !

নিমাই ॥ মিলে দুটি ভাই দেশে দেশে যাই,
হরিনাম চল রে বিলাই।
হরিপ্রেমে সঁপিয়াছি প্রাণ,
নদীয়ার কার্য্য সমাধান,
চল যাই, মিছে কেন করি দেরী ?

নিতাই ॥ জয় জয় গৌরাঙ্গের জয়।

নিমাই ॥ এস ভাই, মার পায়ে লইব বিদায়।

শচীর প্রবেশ।

শচী ॥ কি শুনি, কি শুনি,
ও আমার প্রাণের নিমাই,
তুমি না কি গৃহ ত্যাগি হইবে সন্ন্যাসী ?

নিমাই ॥ দেহ মাতা অনুমতি।

শচী ॥ বাছা, তোরে আমি ছেড়ে নাহি দিব।
যাস যদি, মাতৃঘাতী হবি।

নিমাই ॥ মাগো, সংবর ক্রন্দন।
দেবকার্য্যে কি হেতু নিষেধ কর?
অন্য অন্য জন
নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ
আনে নানা রত্নধন ;
কৃষ্ণধন আমি এনে দিব।
বুঝ মনে জননি আমার,
দেবকার্য্যে বহি দেহভার,
অকল্যাণ হয় মাতা সে কার্য্য হেলনে।

শচী ॥ কি নিয়ে সংসারে রব বল।
আছে মোর একটি বন্ধন,
কেন তাহা করিবে ছেদন?
তোমা বিনা গৃহ মোর অরণ্যসমান।
বজ্রঘাত করো না হৃদয়ে।

নিমাই ॥ কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননি,
কেঁদ না নিমাই বলে।
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে।
হরিনামে নাচিবে সংসার,
হেন কার্য্যভার পুত্রেরে কি দিতে নার?

শচী ॥ নিমাই!

নিমাই ॥ এই ছিল, এই নাই, কোথায় লুকাল ?
দেখা দাও শ্রীরাধাবল্লভ।

গীত

হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায় ?
আমি ভবে একা দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়।
কালশশি, বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কূল ত্যজি হে অকূলে ভাসি,
হৃদয়বিহারি, কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।

(নিমাই-বেশিনী বিনোদিনী অচেতন হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল ; শচীরূপিনী পান্না তাহার শুশ্রূশায় প্রবৃত্ত হইল।)

গিরিশ, বেণী, অমৃত ও দাশুর প্রবেশ।

(শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র ষ্টেজে উঠিয়া আসিলেন।
হৃদয়ের প্রস্থান।)

রামকৃষ্ণ ॥ হরি গুরু, গুরু হরি।

গিরিশ ॥ কেমন দেখলেন ?

রামকৃষ্ণ ॥ আসল নকল একাকার করে ফেলেছ গো। সব রূপেই তিনি খেলা কচ্ছেন। বড় ভাল লিখেছ। আর তোমাদের অ্যাক্টোও খুব ভাল হয়েছে।

অমৃত ॥ আপনার আগমনে বাংলার রঙ্গশালা আজ পবিত্র হয়ে গেল, সমাজের অবজ্ঞাত নটনটীরা কৃতার্থ হল।

রামকৃষ্ণ ॥ তোমরা ত সাধনা কচ্ছ গো। সাধনার পথে কাঁটা থাকবে নি ? নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে কলসীর কানা মেরেছিল, আর

তোমাদের দুটো গালাগালও দিবে নি? কর, ভাল করে থিয়াটার কর।

গিরিশ॥ আপনি খুশী হয়েছেন?

রামকৃষ্ণ॥ কেনে হব নি? আমি ফের আসব। ও রাম, ভাল থিয়াটার হলে ফের আমায় নিয়ে আসবি। ওই ষোল আনা দিয়ে টিকিট কাটবি।

রাম॥ তাই হবে ঠাকুর। গিরিশের এর পরের নাটক "প্রহ্লাদ চরিত্র"।

রামকৃষ্ণ॥ তবে ত দেখতেই হবে। নিমাই কে সেজেছিল গো?

বেণী॥ আজ্ঞে আমাদের বিনোদ। রোজ ওই গানখানা গেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

দাশু॥ (স্বগত) ন্যাকামো!

অমৃত॥ ও বিনোদ,—বিনোদ,—ওঠ্, ওঠ্, ঠাকুরকে প্রণাম কর।

বিনোদ॥ (উঠিয়া) অ্যাঁ! ঠাকুর এসেছেন? দয়াল ঠাকুর,—(প্রণাম)

রামকৃষ্ণ॥ এই ছেলেটি নিমাই সেজেছিল?—বেশ ছেলে, বেশ ছেলে।

গিরিশ॥ ছেলে নয়, মেয়ে।

রামকৃষ্ণ॥ মেয়ে! খুব ঠকিয়েছিস্ ত। (বিনোদের মাথায় দুই হাত রাখিয়া) বল্, হরি গুরু, গুরু হরি।

বিনোদ॥ হরি গুরু, গুরু হরি।

রামকৃষ্ণ॥ হরি গুরু, গুরু হরি।

বিনোদ॥ হরি গুরু, গুরু হরি।

রামকৃষ্ণ॥ চৈতন্য হক।

বিনোদ॥ এত দয়া তোমার অহেতুক—কৃপাসিন্ধু? আমি মহাপাপী—আমাকেও তোমার এত কৃপা?

রামকৃষ্ণ ॥ পাপ নেই, পাপ নেই। তিনিই সব হয়েছেন। আসল নকল এক হয়ে গেছে।

গিরিশ ॥ এরা সবাই আপনাকে প্রণাম করতে এসেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ আনন্দ হক, আনন্দ হক। বুড়ী ছুঁয়ে থাক। আর কিচ্ছু দেখতে হবে নি। জয় মা; জয় মা।

[রামচন্দ্রসহ প্রস্থান।

গিরিশ ॥ অমৃত, বাংলার রঙ্গালয় শ্রীরামকৃষ্ণের পদস্পর্শে আজ তীর্থে পরিণত হল। দাশু, নতুন করে প্রোগ্রাম ছেপে আন। প্রোগ্রামের শীর্ষে লেখা থাকবে দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র নাম।

[প্রস্থান।

দাশু ॥ ওই সঙ্গে বিনির নামটা থাকলে আরও ভাল হত।

বেণী ॥ ঠিক ঠিক, তাই কর দাশু।

দাশু ॥ আরে মশায়,ওষুধের দোকান বন্ধ হয়ে গেল যে।

বেণী ॥ তা হক, গিরিশ খুব মজে গেছে অমৃত, কি বল?

অমৃত ॥ না আঁচালে বিশ্বাস নেই বেণীবাবু। মাত্রা বেশী হলে এই ঠাকুরকেই কুকুর বলে লাঠিপেটা করবেন। লোকটার রাগেরও সীমা নেই, অনুরাগেরও মাত্রা নেই। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য

গিরিশের বৈঠকখানা

আবৃত্তি করিতে করিতে স্বরৎকুমারীর প্রবেশ।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুদেব মহেশ্বর।
গুরুরেকঃ পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অতুলের প্রবেশ।

অতুল॥ তোমারও গুরু হয়েছে না কি?

স্বরৎ॥ আমার আবার আলাদা গুরু কি? ওঁর গুরুই আমার গুরু।

অতুল॥ দাদা কি সত্যি দীক্ষা নিয়েছেন?

স্বরৎ॥ দীক্ষা আর কি? ঠাকুর বলেছেন, তোমার গুরু হয়ে গেছে।

অতুল॥ খুব ভাল কথা। কিন্তু মন্ত্রতন্ত্র ত পড়তে দেখছি না। ও ভারটা তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি?

স্বরৎ॥ তোমার খালি ঠাট্টা।

অতুল॥ ঠাট্টা নয়। ঠাকুরের দয়ায় বিনোদিনীর ত চৈতন্যলাভ হয়েছে। তার আর এখন তেমন জৌলুষ নেই। ষ্টারে দাদার "প্রহ্লাদ-চরিত্র" হচ্ছে, বেঙ্গল থিয়েটারেও রাজকৃষ্ণ রায়ের "প্রহ্লাদ-চরিত্র" খুলেছে। এখানে প্রহ্লাদ বিনোদিনী, আর ওখানে কুসুমকুমারী। বিনোদিনীর

চেয়ে প্রহ্লাদ-কুসীর যশ বেশী। দাশু নিয়োগী ত কেবলই দাঁত কড়মড় কচ্ছে। এই তালে তুমি যদি ঢুকে যাও বৌদি,—ঠিক উৎরে যাবে।

স্বরৎ॥ আচ্ছা, থিয়েটারের ওপর তুমি এত খাপ্পা কেন?

অতুল॥ আমি ও আখড়াটাকে দুইচক্ষে দেখতে পারি নে।

স্বরৎ॥ ওই তোমার দোষ, আর কিছু দোষ নেই। তোমার দাদার আজ যে এত যশ, সব এই থিয়েটারেরই দৌলতে।

অতুল॥ ওই যশ ধুয়েই জল খাও। এত বড় একটা অভিনেতা, তার মাইনে মোটে একশো টাকা, আর দৈনিক চার পয়সার তামাক। বইগুলোর উপস্বত্ব প্রকাশকরাই বারো আনা মেরে দেয়, দাদাকে দেয় চার আনা। হিসেব চাইলে এক বোতল মদ খাইয়ে দেয়।

স্বরৎ॥ তা যা বলেছ। বিষয়বুদ্ধি কোনদিন হল না।

অতুল॥ যেটুকু ছিল, তোমার দৌলতে তাও গেছে।

স্বরৎ॥ সেটি বলবার জো নেই। আমার বুদ্ধি নিলে এতদিনে রাজা হয়ে যেত।

অতুল॥ রাজা হয়ে আর কাজ নেই। পথে না বসতে হয়, সেইটে দেখ।

স্বরৎ। আমার বিয়ের পর থেকে কেবলি তুমি আমায় পথে বসাচ্ছ। ঠাকুরের ইচ্ছায় চলে ত যাচ্ছে, ঠেকছে না ত কোথাও।

অতুল॥ যখন ঠেকবে, তখন সর্ষেফুল দেখবে। গুর্মুখ রায় না কি যাই যাই কচ্ছে। হঠাৎ সে যদি ষ্টার থিয়েটার ছেড়ে দেয়, দাদাই খুব সম্ভব নিয়ে নেবে।

স্বরৎ॥ তাহলে আমি রোজ থিয়েটার দেখব ঠাকুরপো। নিজেদের থিয়েটার যখন, তখন আর পাশের ভাবনা কি?

অতুল ॥ তোমরা কি কেউ আমার কথা বুঝবে না ? থিয়েটারে লোকসান হলে লাখ লাখ টাকা দেনা হবে, সেটা বোঝ ?

স্বরৎ ॥ ঠাকুর যার সহায়, তার লোকসান হবে কেন ?

অতুল ॥ সবারই হয়, তোমাদেরও হবে। দাদাকে বল বাড়ীঘর বিষয়সম্পত্তি আমায় ভাগ করে দিতে।

স্বরৎ ॥ ভাগ কেন ? তুমি সবই নিয়ে নাও।

অতুল ॥ তোমরা তাহলে থাকবে কোথায় ?

স্বরৎ ॥ একখানা ঘর আমাদের ভাড়া দিও।

অতুল ॥ আরে বাবা, তেমন তুর্দ্দিন যদি আসে, খাবে কোন্ চুলোর ছাই ?

স্বরৎ ॥ বই থেকে যা পাওয়া যায়, ওতেই চলে যাবে। একদিন ভাত খাব, আর তিনদিন ছাতু খাব। ছাতু খেতে আমি খুব ভালবাসি। দানীকে তুমিই নিও।

অতুল ॥ দানীর ভরসা আর করো না।

স্বরৎ ॥ কেন, সতীনপো বলে ?

অতুল ॥ তা নয়। একে তার পেটে বোমা মারলে 'ক' বেরোয় না, তার উপর দাদা তাকেও থিয়েটারে টেনে নিচ্ছেন।

স্বরৎ ॥ বেশ হবে। বাপ-ব্যাটা তুজনে যদি কোমর বেঁধে লাগে, তাহলে বাংলার রঙ্গালয়ের খুব উন্নতি হবে। তুমি কি বল ?

অতুল ॥ বলি আমার মাথা। তুমি কি আমায় পাগল না করে ছাড়বে না ?

স্বরৎ ॥ তুমিই ত আমায় পাগল কচ্ছ। দিনরাত কেবল থিয়েটারের নিন্দে। ভেরী ব্যাড। আরে বাবা পণ্ডিতেরা বলেছেন, যে জাতের ষ্টেজ নেই, সে জাত অসভ্য। বাঙালীকে তুমি অসভ্য বলতে

চাও? নিয়ে এস তোমার সেকস্‌পীয়ারকে। এমন নাটক কে লিখবে লিখুক দেখি। আর এমন অভিনয়ই বা কে করবে, করে দেখিয়ে দিক।

"কে রে, দে রে, সতী দে আমার!
সতি, সতি কোথা সতি!
ছি ছি, ভুলাইয়ে কেন রে করিলি গৃহী?
শত দোষ করিলে কহ না কথা,
আজি বিনা অপরাধে ধরণী শয়নে
কি হেতু শুয়েছ রোষে?"

অতুল ॥ দূর দূর। [প্রস্থানোদ্যোগ]

স্বরৎ ॥ (অতুলের হাত টানিয়া ধরিয়া)

"অন্ন নাহি ভাঙড়ের ঘরে,
না খেয়ে হয়েছে কালি।
কে দিল এ অলঙ্কার?
ভিক্ষা ত্যজি চুরি বুঝি শিখেছে ভাঙড়।"
ব্রাকেটে নাসিকা কুঞ্চন।

অতুল ॥ থাক থাক, আমি বাজারে যাচ্ছি, তুমি রান্নাঘরে যাও।

[প্রস্থান।

স্বরৎ ॥ অরসিকেষু রসনিবেদনং শিরস মা লিখ, মা লিখ।

অমৃতর প্রবেশ।

অমৃত ॥ গুরু,—

স্বরৎ ॥ গুরু নয়, আমি লঘু।

অমৃত ॥ প্রাতঃপ্রণাম। গুরুদেব কোথায়?

স্বরং ॥ গুরুর খবর শিষ্যই ভাল জানেন।

অমৃত ॥ আগে জানতুম দেবি। যেদিন পরমহংসদেব তাঁকে চ্যাংদোলা করে সাধনমার্গে তুলে দিয়েছেন, সেদিন থেকে আর তাঁর নাগাল পাই নি। আমরা যে মহাপাপী।

স্বরং ॥ আর ত আপনারা মহাপাপী নন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আপনাদের থিয়েটারে এসে তাকে তীর্থের মর্যাদা দিয়ে গেছেন। সমাজ যাদের ত্যাগ করেছিল, তাদের তিনি জাতে তুলে দিয়ে গেছেন। সার্থক আপনাদের সাধনা।

অমৃত ॥ আজ্ঞে না। আমাদের সাধনায় তিনি আসেন নি। তিনি নেমে এসেছেন নাট্যাচার্য্য গিরিশ ঘোষের সাধনায়, আর নাট্যাচার্যকে পেছন থেকে তাড়া দিয়েছেন তাঁর "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।"

স্বরং ॥ আমি! কি যে বলেন? আমি এর কি জানি?

অমৃত ॥ সবই জানেন। গিরিশ ঘোষ মহাকবি হতে পারতেন না যদি আপনি তাঁর পেছনে আঠার মত লেগে না থাকতেন। কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে বৌদি। গুরুদেব যে মাল খেয়ে কবে ঠাকুরের মাথায় গাঁট্টা মেরে বসবেন, তা "দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।"

স্বরং ॥ হঠাৎ কি মনে করে এলেন?

অমৃত ॥ গুরুকে জানাতে এসেছিলাম,—গুমু́খ রায়ের ভাবগতিক বড় ভাল মনে হচ্ছে না। কবে যে থিয়েটার বন্ধ করে দেয়, তার ঠিক নেই।

স্বরং ॥ কেন বলুন ত?

অমৃত ॥ কিছুই ত বলছে না। চার পাঁচ দিন পরে একবার থিয়েটারে

আসে, আর আফিস ঘরে গম্ভীর মুখে বসে থাকে। কাছে যে যায়, তাকেই কুকুরতাড়া করে। ব্যাপার কি বুঝতে পাচ্ছি না ত।

স্বরৎ॥ না বোঝার কি আছে? বিনোদকে ঠাকুর চৈতন্য দিয়ে গেছেন। সে আর গুর্মুখকে তোয়াজ কচ্ছে না। তাই লোকটা ক্ষেপে গেছে।

অমৃত॥ You are right বৌদি। কথাটা আমরা কেউ বুঝতে পারি নি। এ রোগ ত তাহলে সারবার নয়। গুর্মুখ তাহলে থিয়েটার ছেড়েই দেবে হয়ত।

স্বরৎ॥ ছেড়ে দেয়, আপনারা কিনে নেবেন।

অমৃত॥ আমরা কিনে নেব? সে যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের ধাক্কা। এত টাকা কোথায় পাব আমরা?

স্বরৎ॥ আকাশ থেকে পড়বে রসরাজ। যাঁর অপার করুণা রঙ্গালয়কে করেছে তীর্থভূমি, তিনিই একে বাঁচিয়ে রাখবেন। আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। নিজের হাতে তিনি যে বাতি জ্বালিয়ে গেছেন,—ঝড় ঝাপটার সাধ্য নেই তাকে নিভিয়ে দেয়। এক মালিক যাবে, অন্য মালিক মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে। বাংলার রঙ্গালয়ের ধ্বংস নেই, মৃত্যু নেই।

অমৃত॥ বৌদি! এক খামচা পায়ের ধুলো দিন। আপনার কাছে আমরা শিশু। একবার রান্নাঘরে যাবেন কি?

স্বরৎ॥ হ্যাঁ, বসুন, ফুলুরী ভেজে আনছি।

[প্রস্থান।

অমৃত॥ ঠাকুর, ভক্তি টক্তি আমার নেই। এরা ভক্তি করে বলেই তোমাকে আর একবার প্রণাম কচ্ছি। দয়া করে গুর্মুখের মাথাটা ঠাণ্ডা কর, আর দাশুর মাথাটি আহার কর। (প্রণাম)

দাশুর প্রবেশ।

দাশু ॥ গিরিশবাবু আছেন? অমৃত, কাকে প্রণাম কচ্ছ?

অমৃত ॥ প্রণাম আবার কাকে করব? দেখছিলাম নামাজ পড়তে কেমন লাগে।

দাশু ॥ তোমার ঢংয়ের অন্ত নেই।

অমৃত ॥ হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছ? গুমুর্খ রায় খিঁচুনি দিয়েছে বুঝি?

দাশু ॥ আরে দূর গুমুর্খ রায়। আমি তার কি ধার ধারি?

অমৃত ॥ মনিবের ধার ধার না, তবে কার ধার ধারবে?

দাশু ॥ মনিব বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি?

অমৃত ॥ মনিবরাই ত কর্ম্মচারীর মাথা কিনে নেয়।

দাশু ॥ তেমন কর্ম্মচারী দাশু নিয়োগী নয়। থিয়েটারের চাকরি না থাকলেও আমার হাঁড়ি চড়বে। বেশী তড়পালে বুক ঠুকে বলব,—তোম্‌ভি মিলিটারি, হাম্‌ভি মিলিটারি।

অমৃত ॥ আমার সামনে ছাতি ফোলালে কি হবে? সে যখন ধমক দেয়, তখন ত চিঁচিঁ কর। আর তার ঝাল ঝাড় বিনোদের উপর।

দাশু ॥ তোমার যে বিনোদের দুঃখে হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ছে।

অমৃত ॥ শুধু বিনোদ নয় দাশু। নিজের স্ত্রী ছাড়া সব স্ত্রীলোকই আমার প্রিয়।

দাশু ॥ তাই দেখছি। মাগীগুলোকে কিছু বললেই তুমি থাবা দাও। Why?

অমৃত ॥ Why not? ওদের নিয়েই যখন আমাদের কারবার, তখন

কথায় কথায় ওদের ঠোক্কর দেওয়া কি ভাল ? বিনোদের যা অবস্থা, সে যদি বেঁকে বসে, থিয়েটার ডকে উঠবে।

দাশু ॥ ছেড়ে দিয়ে দেখুক না কেমন ডকে ওঠে। কুসুমকুমারীকে এনে প্রহ্লাদ করাব।

অমৃত ॥ টুঁ মেরে দেখ না ; অমর দত্ত তোমার মাথাটি দিয়ে মুড়িঘণ্ট খাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছেন, তুমি তাকে দেখে থুথু ফেল ? একদিন সকালে উঠে দেখবে তোমার ধড়ের উপর একটি হনূমানের মাথা বসে আছে, আর পুচ্ছদেশে একটি ল্যাজ ঝুলছে।

দাশু ॥ থামো।

অমৃত ॥ কি খবর এনেছ বল।

দাশু ॥ দক্ষিণেশ্বর থেকে খবর দিয়ে গেছে, কাল রামকৃষ্ণ ঠাকুর থিয়েটার দেখতে আসবেন। গিরিশবাবুকে তাই বলতে এলাম, —ঠাকুরকে আসতে যেন বারণ করে দেন। একবার এসেই তিনি আমাদের অনেক উপকার করে গেছেন, আর উপকারে দরকার নেই।

অমৃত ॥ তোমারই ত দেখছি বেশী চৈতন্যলাভ হয়েছে।

দাশু ॥ তোমায় ত কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। তুমি খাও দাও কাঁসি বাজাও। ভুগতে হয় আমাকে। মাগীগুলোকে কিছু বললেই বলে,—"হরি গুরু, গুরু হরি"। আমি চললাম। তোমার গুরুকে বলো, —ঠাকুরকে আসতে বারণ ক'রে যেন এখনি খবর পাঠিয়ে দেয়।

অমৃত ॥ আমি একথা বলতে পারব না।

দাশু ॥ তাহলে আমিই খবর পাঠাচ্ছি। [প্রস্থান।

অমৃত ॥ দফা সারলে দাশু,—ও দাশু, ওরে দেশো,— [প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য

ষ্টার থিয়েটার

অগ্রে গুর্মুখ রায়ের ও পশ্চাতে
প্রহ্লাদবেশী বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ॥ আমায় ডেকেছ?

গুর্মুখ॥ My God! তুমি বিনোদবিবি আছে, কি আউর কোই লেড়কা আছে, হামকো ত মালুম নেই হোতা। বৈঠো।

বিনোদ॥ না।

গুর্মুখ॥ কেঁও? আভি কোই সিনউন আছে?

বিনোদ॥ আছে একটু পরে। সেজন্যে নয়। আমি রাজকুমার প্রহ্লাদ; এ তুচ্ছ কাষ্ঠাসন আমার জন্যে নয়।

গুর্মুখ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ। আচ্ছি বলিয়েছে my dear, বহুৎ আচ্ছা। Sit on my lap. আ যাও পিয়ারি।

বিনোদ॥ ছি ছি। আমি প্রহ্লাদ, কৃষ্ণ ছাড়া আর আমার মনে কারও স্থান নেই। যতক্ষণ এ সাজে আছি, ততক্ষণ আমার কৃষ্ণ-চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা থাকতে নেই।

গুর্মুখ॥ আরে, এ কেয়া ভইল্ বা? দিনভোর তোম্ ঠাকুরপূজা কোরবে, এক লহমা হামারি সাথ বাৎচিৎ না কোরবে। সাম্‌কো থিয়েটারে যব আসলো, তোম্ সতী নিমাই কি পোরহ্লাদ বন গইল,

আউর হামি শালে হিঁয়া বৈঠকে ভেরেণ্ডা ভাজতে থাকল। এক দফে তোমহার দর্শন ভি না মিলল, এ গো বাৎ ভি না শুনল।

বিনোদ॥ এই আমার রীতি রায়। যখন যা সাজি, তখন আমি তাই হয়ে যাই। তোমার থিয়েটার ত এই জন্যেই আমায় বেতন দেয়।

গুর্মুখ॥ কেতো বেতন থিয়েটারমে মিলতা ? হামি তোমাকে দোহাজার রূপেয়া মাসোহারা দিল, তব্ ভি দিলকা হদিশ না মিলল ?

বিনোদ॥ আমি ত বলেছি, আগে আমার থিয়েটার তারপর আর সব। থিয়েটারের পরে আমি তোমারই ত রায়।

গুর্মুখ॥ নেহি। রাতভর তোম্‌হার আঁখমে নিদ নেহি। ঠাকুর তোম্‌হাকে একদম কব্‌জা করল। ইয়ে পরমহংস সাধু কেনো থিয়েটারমে আ গইল, আউর বিলকুল তোম্‌হাকে পাগল বনা দিল ?

বিনোদ॥ চুপ কর, আজও তিনি এসেছেন ; গিরিশবাবুর স্ত্রীও এসেছেন। ওঁদের কানে তোমার এই বিরক্তির কথা কেউ পৌছে দিলে আমার সর্ব্বনাশ হবে।

গুর্মুখ॥ শুন বিনোদ। পরমহংসকে তুমি বোলো আপকো মন্দিরকা লিয়ে গুর্মুখ রায় দশ হাজার রূপেয়া দিবে। কৃপা কোরকে আপনি হামকো দিল ঠাণ্ডা কর দিজিয়ে।

বিনোদ॥ আমি এসব কথা বলতে পারব না।

গুর্মুখ॥ তব হামি কি কোরবে বাতাও।

বিনোদ॥ আমি কথা দিচ্ছি, আমি যা ছিলাম, আবার তাই হতে চেষ্টা করব। গোবরের পোকা আমি, বৈরাগ্য আমার জন্যে নয়।

গুর্মুখ॥ বহুৎ আচ্ছা। হামি তোমহার গান শুনবে। দাশুবাবুকো বোলাও।

বিনোদ॥ কেন ?

গুর্মুখ ॥ হামি শুনিয়েছে, ও লোক তোম্‌হারি সাথ আচ্ছি ব্যাভার না করে।

বিনোদ ॥ ভুল শুনেছ। কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না।

গুর্মুখ ॥ সাঁচ বাৎ?

বিনোদ ॥ নিশ্চয়।

গুর্মুখ ॥ বিনোদ বিবি, হামি তোম্‌হার লিয়ে দুনিয়াকা সাথ লঢ়াই কোরতে চাহি, লেকিন তুমি হামার লিয়ে কুছু না করল। হামার বেবসা মাট্টি হ্ গইল, মাতাজী বহুৎ গোঁসা করল, মুল্লুকমে একঠো মহাল নিলাম হ্ গইল, তব্ ভি তোমহাকে হামি না ছোড়ল। হামি তোম্‌কো পেয়ার করে, মগর তুমি হামকো থোড়াই কেয়ার করে। হামি কি কোরবে? তোম্‌হারি নসীব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বিনোদ ॥ চলে যাচ্ছ যে? ঠাকুর এসেছেন, দেখা করে যাবে না?

গুর্মুখ ॥ নেহি নেহি। হামি মহাপাপী আছে, ঠাকুরকা সাথ মোলাকাৎ কোরতে হামি না পারবে, জয় রামকিষেণ, জয় রামকিষেণ।

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ কেন আসে এরা? কোথায় হারিয়ে গেল প্রহ্লাদ; তার স্থান জুড়ে বসল নর্দ্দমার পোকা বিনোদিনী দাসী। আঃ—আমি কোন্ দিকে যাব?

দাশুর প্রবেশ।

দাশু ॥ এই যে তুমি এখানে। তোমাকে কদিন থেকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম বিনোদ।

বিনোদ ॥ বলুন।

দাশু ॥ তুমি ত জান, বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ-চরিত্র হচ্ছে আর আমাদের এখানে হচ্ছে গিরিশবাবুর প্রহ্লাদ-চরিত্র। আমাদের বই ওদের তুলনায় অনেক ভাল। তবু আমরা ত দর্শক আকর্ষণ করতে পাচ্ছি না। প্রহ্লাদ-চরিত্রের সঙ্গে বিবাহবিভ্রাট জুড়ে দিয়েছি। তবু কত সীট খালি পড়ে আছে। আর ওরা extra chair দিয়েও কূল পাচ্ছে না। কেন বল দেখি।

বিনোদ ॥ ওদের বই অনেক বড়, তাতে গানের প্রাচুর্য্য আছে, যণ্ডা মার্কের রংতামাশা আছে, দাপাদাপি লাফালাফি আছে ; সাধারণ লোক তাই বেশী চায়। কবিত্ব আর ভক্তি সম্বল করে আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠছি না।

দাশু ॥ আসল কথা তা নয়। ওদের প্রহ্লাদ করে কুসুমকুমারী। দর্শকরা তার নামই দিয়েছে প্রহ্লাদ-কুসী। বার বার করে তারা এই প্রহ্লাদ-কুসীর অভিনয় দেখতেই আসে। কই, তোমাকে ত কেউ প্রহ্লাদ-বিনি বলে না।

বিনোদ ॥ কি করে বলবে ? কুসুম ষোল বছরের খুকী, আর আমি তেইশ বছরের বুড়ী। কুসুমের মত গলাও আমার নেই।

দাশু ॥ আসল কথা, যে উদ্যম নিয়ে তুমি নিমাই করেছিলে, সে উদ্যম তোমার আর নেই।

বিনোদ ॥ তখনও আপনি বলেছিলেন,—যে উদ্যম নিয়ে তুমি সতী করেছিলে, আজ আর তা নেই। আপনার চোখে আমি কখনও ভাল হতে পারব না।

দাশু ॥ তোমাদের এই শ্রেণীর মাগীদের সোজা কথা বলার অভ্যেস নেই।

বিনোদ ॥ শ্রেণীর কথা ত রোজই বলেন। পুরনো কাসুন্দি না ঘেঁটে আপনি সোজা করে বলুন কি বলতে চান।

দাশু ॥ বলতে চাই, চাকরি আর বৈরাগ্য একসঙ্গে চলে না। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে চৈতন্য বড় বেশী হয়েছে তোমার। আজ যেন আরও চৈতন্য উনি চাপিয়ে দিয়ে না যান। বুঝেছ?

বিনোদ ॥ বুঝেছি। আর কোন কথা আছে আপনার?

দাশু ॥ কথা আমার একটাই। আরও ভাল করতে চেষ্টা কর।

বিনোদ ॥ এর চেয়ে বেশী আর আমি পারব না দাশুবাবু। আমাকে দিয়ে যদি কাজ না হয়, অন্য লোক দেখুন।

[প্রস্থান।

দাশু ॥ হারামজাদীর কথা শুনেছ? তোর চৈতন্য আমি ভাল করে ছুটিয়ে দেব।

বেণীমাধবের প্রবেশ।

বেণী। ওহে দাশু, তুমি এখানে বসে আছ? দেখবে এস, বিনোদ কি প্রহ্লাদটাই কচ্ছে। ঠাকুর ত কেঁদেই আকুল। এর মধ্যে দুবার সমাধি হয়েছে।

দাশু ॥ আপনার হয়েছে চারবার। আপনাদের এত সমাধি হচ্ছে, তবু লোক হচ্ছে না কেন? বিনোদকে বললুম, আর একটু ভাল করতে চেষ্টা কর। কুলীনকন্যা মুখের উপর জবাব দিয়ে গেল,--আর ভাল আমি করতে পারব না, আমাকে দিয়ে না চলে, অন্য লোক দেখুন।

বেণী ॥ তুমি আবার এসব কথা বিনোদকে বলতে গেলে কেন? এর চেয়ে ভাল আবার কি করে করবে?

দাশু ॥ দেখে আসুন গে কুসুমকুমারীর প্রহ্লাদ; চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

বেণী ॥ ওই ছানাবড়াই হবে, চোখে জল আসবে না। গিরিশ নিজে যাকে তারিফ কচ্ছে, তুমি আমি তাকে দূরছাই করলে চলবে কেন ?

দাশু ॥ দূরছাই করি নি মশায়। শুধু বলেছি, আর একটু ভাল করতে চেষ্টা কর।

বেণী ॥ কাজটা ভাল কর নি ভায়া।

দাশু ॥ আপনি এখন বাড়ী যান।

বেণী ॥ হ্যাঁ, এইবার যাব। কিন্তু বিনোদকে এসব কথা না বলাই ভাল ছিল। একেই তার এখন সংসারে মন নেই, তার উপর কোন কারণে যদি চটে যায়, তাহলে হয়ত থিয়েটারই ছেড়ে দেবে।

দাশু ॥ রাখুন মশাই। টাকার লোভ বড় লোভ।

বেণী ॥ কটা টাকা দিচ্ছ হে ?

দাশু ॥ না দিলেই বা কি ? মাগীদের যা কিছু বারফাট্টাই এই থিয়েটারের দৌলতে। থিয়েটার ছাড়লে ওদের দাম ফুটো হাঁড়ি।

বেণী ॥ তুমি কথায় কথায় ওদের জাতজন্ম তুলে ঠেস দাও কেন বল দেখি।

দাশু ॥ আপনি বোঝেন না, পায়ের জুতো পায়েই রাখতে হয়, মাথায় তুলতে নেই। আপনারা কেউ ওদের বাবা, কেউ ওদের মামা, কই দাশু নিয়োগীকে ত কেউ চাচা বলতেও সাহস করে না। আমি হচ্ছি বামুনের ছেলে, এসব অস্পৃশ্য জীবকে আমি কখনও আসকারা দিই নে।

বেণী ॥ ওই ঠাকুর উঠে আসছেন। গিরিশ আবার ওঁদের জলযোগের ব্যবস্থা করেছে। চল দাশু, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করে বসাই গে।

দাশু ॥ আপনি যান, আমার অন্য কাজ আছে।

বেণী ॥ গিরিশ বোধহয় পেইণ্ট তুলছে। দেখো দাশু, গিরিশ আজ বড্ড টেনেছে। বেসামাল হয়ে যেন ঠাকুরের কাছে না আসে।

[প্রস্থান।

দাশু ॥ বেসামাল না হলেও আমি বেসামাল করে দেব, আর যেন ঠাকুরকে থিয়েটারে আসতে না হয়।

[প্রস্থান।

পটান্তর—অফিস-ঘর

রামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও রাখালের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ ॥ কিরে রাখালে, আসতে ত চাইছিলি নি। কেমন দেখলি, তাই বল্।

রাখাল ॥ চমৎকার!

রামকৃষ্ণ ॥ সবচেয়ে ভাল অ্যাক্টো কে করলে রে?

রাখাল ॥ হৃদয়দা।

রামকৃষ্ণ ॥ হৃদে আবার কখন অ্যাক্টো করলে রে?

রাখাল ॥ আপনি দেখেন নি। পাপী লোকদের মুখ দেখবে না বলে আপনার ভাগ্নে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন। তারপর প্রহ্লাদের গান শুনে—

রাম ॥ একটু একটু করে মুখ ঘুরে এল।

রাখাল ॥ সেদিনও এই দেখেছি, আজও দেখলুম।

রামকৃষ্ণ ॥ ভাদ্রবউ ঘোমটার ভেতর দিয়ে ভাসুরের মুখ দেখে দেখিস্ নি? হৃদেরও সেই দশা। কইরে, গিরিশ কই?

বেণীমাধবের প্রবেশ।

বেণী ॥ গিরিশ পেইণ্ট তুলছে, এখনি আসবে। কেমন দেখলেন প্রহ্লাদ-চরিত্র ?

রামকৃষ্ণ ॥ মধুর, মধুর। গিরিশ আমার রত্নাকর। উপরে কত ঢেউ, কত ফেনা, কত ময়লা ভাসছে, আর তলায় মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। যে ডুবুরী ডুব দিয়ে তলায় পৌঁছুতে পারবে, তার অভাব কিছু থাকবে নি। (সুরে) "ডুব দে রে মন কালী বলে—"

(রাম রাখালকে আঙুলের খোঁচা দিলেন)

রাখাল ॥ গীত

"ডুব দে রে মন কালী বলে—
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে,
(তুমি) দমসামর্থ্যে এক ডুবে যাও কূল-কুণ্ডলিনীর কূলে ;
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহারলোভে সদাই চলে,
বিবেকহলুদ গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রত্নমাণিক কত শত পড়ে আছে জলের তলে,
প্রসাদ বলে ঝম্প দিলে মিলবে রতন ফলে ফলে।"

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা, জয় মা!

(ভৃত্য আসিয়া আসন পাতিয়া দিয়া গেল)

রাম ॥ চলুন, আবার বসি গে। এখনি বিবাহবিভ্রাট শুরু হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ ও আর দেখব নি। পায়েসের পর কি শুক্তুনি ভাল লাগে ?

বেণী ॥ তাহলে দয়া করে আপনারা বসুন, একটু মিষ্টিমুখ না করে আজ কিছুতেই যেতে পাবেন না।

রামকৃষ্ণ ॥ মিষ্টির ওপরে আবার মিষ্টি! এর পরে বুঝি যষ্টি চালাবে? সব তাঁর লীলা! ব'স রাম; রাখালে, বসে যা।

বেণী ॥ হৃদয় কোথায় দত্ত?

রাম ॥ বাইরে বসে আছে।

রামকৃষ্ণ ॥ তাকে পাবে নি গো, সে ভাস্বরের সামনে আসবে নি। তার ভাগ আমাদের দাও।

(তিনজনে উপবেশন করিলেন, জনৈক ব্রাহ্মণ বালক লুচি ও মিষ্টি পরিবেশন করিয়া গেল। বেণীমাধব ঠাকুরকে ব্যজন করিতে লাগিল।)

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা ভবতারিণী। (আচমনাদি সারিয়া জলযোগ আরম্ভ করিলেন) গিরিশ ত এখনও এল নি।

রাম ॥ কি করে আসবে? এখনি আর একটি নাটক আরম্ভ হবে। আজ আর গিরিশের সঙ্গে দেখা হবে না। এর পর একদিন দক্ষিণেশ্বরে ডেকে পাঠালেই হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ তা কি হয়? লুচিমণ্ডা খেয়ে যাচ্ছি, আর গেরস্থের সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাব?

বেণী ॥ এই যে গিরিশ।

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ ॥ কেমন লাগল ঠাকুর?

(বেণী ও রামচন্দ্রের দৃষ্টিবিনিময়।)

রামকৃষ্ণ ॥ তোর কলমে সরস্বতী। তোর লেখা কি খারাপ হয় রে? যেমন চৈতন্যলীলা, তেমনি পেহ্লাদ-চরিত্র। তাক লাগিয়ে দিয়েছিস্।

গিরিশ ॥ (জড়িত কণ্ঠে) সব আপনার আশীর্ব্বাদ।

বেণী ॥ (রামচন্দ্রের দিকে চাহিয়া স্বগত) দফা সেরেছে।

রাম ॥ তুমি আবার কি করতে এলে? আবার ত সাজতে হবে।

গিরিশ ॥ না, বিবাহবিভ্রাটে আমার পার্ট নেই।

রাম ॥ ম্যানেজ ত করতে হবে।

বেণী ॥ আমিই সব দেখ্‌ছি। তুমি এসো।

গিরিশ ॥ ব্যস্ত হবেন না। ওদিকে দাশু আছে, অমৃত আছে, ভয় নেই। অভিনয় কেমন শুনলেন বলুন।

রামকৃষ্ণ ॥ খুব ভাল, খুব ভাল। আমি যেমনটি চেয়েছিলুম, তাই।

গিরিশ ॥ আপনি খুশী হয়েছেন? তাহলে বর দিন।

রামকৃষ্ণ ॥ জয় মা, জয় মা! বর ত দিয়েই রেখেছি রে। আবার কি বর দেব?

গিরিশ ॥ তুমি আমার ছেলে হয়ে জন্মাও ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ দূর শালা! আমার কি বয়ে গেছে তোর ছেলে হতে? (জলযোগে মন দিলেন)

গিরিশ ॥ কেন হবে না? Why not? আমি কায়েত বলে? তুমি বামুন, আর আমি কায়েত। আমার ছেলে হলে তোমার জাত যাবে? এত তোমার বামনাই!

বেণী ॥ চুপ কর গিরিশ।

গিরিশ ॥ কেন চুপ করব? কথাটা শুনছেন না? আমি ঘোষ কায়েত, আপনি মিত্তির কায়েত, আর তুমি রামদত্ত। তোমাদের গায়ে লাগছে না? বামুন নই বলে আমরা পচে গেছি? একই ভগবান্ কায়েতকে আর বামুনকে সৃষ্টি করেন নি? বল করেছেন কি না।

রাম ॥ কথাটা তুমি বুঝতে পাচ্ছ না।

গিরিশ ॥ Shut up. গিরিশ বোঝে না, বোঝে রাম দত্ত ?

রাখাল ॥ আপনি ঠাকুরকে—

গিরিশ ॥ Walk out you urchin.

রামকৃষ্ণ ॥ তুই চটে উঠলি কেনে ?

গিরিশ ॥ তোমার আক্কেল দেখে। সংসার ছেড়েছ, তবু রামনাম ছাড়তে পার নি ? পৈতে ফেলে দিয়েছ, তবু পৈতের এত দর্প ? মুখে ত খুব বক্তৃতা কর, যত্র জীব, তত্র শিব। কায়েতরা জীব নয় ? Are they cats and dogs ?

রাম ॥ (জনান্তিকে) সর্ব্বনাশ করলে বেণীবাবু।

বেণী ॥ (জনান্তিকে) আমি ওর স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ বামুন নই বলে এতই যদি আমি ছোট হয়ে থাকি, ছোট-লোকের দেওয়া ছাইপাঁশ তোমায় খেতে হবে না। ওঠ, ওঠ বলছি। (হাত ধরিয়া ঠাকুরকে তুলিয়া দিলেন)

রামকৃষ্ণ ॥ তুই আমায় খেতে বসিয়ে তুলে দিলি ? এমন ফুলকো লুচি, মোটে দেড়খানা খেয়েছি, আর খেতে দিলি নি ? (আঙুল চুষিলেন)

গিরিশ ॥ No, no. বাকীটা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে খাও। ভণ্ড তপস্বী। বেরিয়ে যাও !

রাখাল ॥ ও ঠাকুর, শীগগির বেরিয়ে আসুন। উনি রাগে ফুঁসছেন।

রামকৃষ্ণ ॥ মারবে না কি রে ?

হৃদয়ের প্রবেশ।

হৃদয় ॥ মারাই উচিত। তোমার মান নেই, ইজ্জৎ নেই, লজ্জা শরমের

বালাই নেই। যা তোমাকে বারণ করব, তাই তুমি করবে? সেদিন অপমান করেছে, তবু তুমি থিয়েটার না দেখে নড়লে না। আজ আবার এসেছ প্রহ্লাদ-চরিত্র দেখতে। প্রহ্লাদ-চরিত্র উচ্ছন্ন যাক!

রামকৃষ্ণ॥ বড় ভাল বই রে। গিরিশ লিখেছে।

হৃদয়॥ গিরিশ! গিরিশ! যে তোমাকে উঠতে বসতে অপমান করে, তুমি তারই গুণ গাও। অপমান না হলে তোমার ভাত হজম হয় না বুঝি?

গিরিশ॥ বুজরুকির জায়গা পাওনি? চাইনে তোমার বর।

রামকৃষ্ণ॥ দেখ্, তোরা দেখ্ দেড়খানা লুচি খাইয়ে গিরিশ আমায় কি রকম হেনস্তা কচ্ছে। আমি রাগতে পাচ্ছি নি বলে ও আমায় যা খুশী তাই বলছে।

গিরিশ॥ একশোবার বলব।

হৃদয়॥ নরেন যদি আজ সঙ্গে থাকত, ভাল করে ঠাকুরের অপমানের শোধ তুলে নিত।

গিরিশ॥ Get out.

রামকৃষ্ণ॥ আবার Get out বলছে। Get out মানে কি রে রাখালে?

রাখাল॥ বেরিয়ে যাও।

হৃদয়॥ এত তোমার সাহস? ঠাকুরকে তুমি বেরিয়ে যেতে বলছ?

গিরিশ॥ ঠাকুর? কে ঠাকুর? ও ভণ্ড তপস্বী।

অতুল ও সুরৎকুমারীর প্রবেশ।

অতুল॥ কি বলছ দাদা? সর্ব্বনাশ হবে। আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়বে।

স্বরং ॥ এমন কাজ মানুষে করে? এমন যার লেখা, তার এই প্রকৃতি! তোমার কি বিষয়বুদ্ধি কোন কালে হবে না? যাঁর কৃপায় সমাজের পরিত্যক্ত তোমরা আজ মর্য্যাদার উচ্চশিখরে উঠেছ, যাঁর পদধূলিতে ধুলো হয়েছে সোনা, তাঁকে তুমি আপন ঘরে পেয়ে অপমান করলে! তোমার জন্যে আমার যে মরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ ॥ কাণ্ডটা দেখ্ মা। দেড়খানা লুচি খাইয়ে তার দাম উশুল করে নিলে। আর খেতে দিলে নি। তার উপর বলছে গেট আউট। কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

স্বরং ॥ (নতজানু) অহেতুক কৃপাসিন্ধু, নিজের গুণে ধরা দিয়েছ যদি, আমাদের তুমি ত্যাগ করো না।

অতুল ॥ চল দাদা, বাড়ী চল।

গিরিশ। আগে এই বকধাম্মিককে বের করে দে। তারপর আমি যাব।

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ ॥ ছি ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন মাষ্টার মাশাই? আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?

গিরিশ ॥ কি, আমি পাগল? Giri·h Ghosh has gone mad! কে বলেছে আমি পাগল?

বিনোদ ॥ আমি বলছি।

স্বরং ॥ তুমি যাও বিনোদ, তুমি যাও।

বিনোদ ॥ না, কেন যাব? থিয়েটার কি আপনার একার? এ আমাদের সকলের পূজামন্দির। ঠাকুর আমাদের সবারই অতিথি। তাঁকে অপমান করে আপনি আমাদের সবাইকেই অপমান কচ্ছেন।

গিরিশ ॥ অপমান! হারামজাদি বেশ্যা, তোর আবার অপমান!

বেণী ॥ }
রাম ॥ } গিরিশ!

অতুল ॥ দাদা!

স্বরং ॥ কিছু মনে করো না বিনোদ।

বিনোদ ॥ না বৌদি। উনি ঠিকই বলেছেন। সত্যই ত, আমার কিসের মান-অপমান? কাউকে কিছু বলবার অধিকারও আমার নেই। আমি অস্পৃশ্য নরকের কীট। (রামকৃষ্ণকে) তুমি আমায় জাতে তুলতে চেয়েছিলে ঠাকুর। যাদের জন্যে জীবনপাত করলুম, তারাই আমায় নিলে না।

[প্রস্থান।

অতুল ॥ অনেক বীরত্ব দেখিয়েছ দাদা। এবার বাড়ী চল।

স্বরং ॥ দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাবে না তুমি? কথা যদি না শোন, তাহলে এই মুহূর্তে আমার মরা-মুখ দেখবে।

গিরিশ ॥ অ্যাঁ! কি বলছ? এ আমি কোথায়? ও—হ্যাঁ, চল স্বরং, বাড়ী চল।

[অতুল ও স্বরংসহ প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ চৈতন্যলীলা আবার কবে হবে রে রাম? সেদিন আবার আসব। লুচি আর সেদিন খাব নি।

হৃদয় ॥ আবার তুমি আসবে এই মাতালের বই দেখতে?

রামকৃষ্ণ ॥ কোকিল কালো বলে তার গান ত কালো নয়।

হৃদয় ॥ ধিক তোমাকে!

রামকৃষ্ণ ॥ আচ্ছা গিরিশ খামোকা আমার সঙ্গে এরকম ব্যভার করলে কেনে? তুই জানিস রাম?

রাম ॥ জানি। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়কে বলেছিলেন,—"তুমি ত দেখছি আমার ভক্ত ; তবে আমায় বিষদাঁত বসালে কেন?"

রামকৃষ্ণ ॥ কালীয় কি বললে?

রাম ॥ বললে,—"আমাকে তুমি বিষ ছাড়া আর ত কিছু দাও নি। তাই বিষ দিয়েই তোমার সেবা করলুম।"

রামকৃষ্ণ ॥ চল্ যাই। গিরিশ গাড়ীতে উঠেছে র‍্যা?

হৃদয় ॥ গিরিশ মরুক ; তোমার কি?

রামকৃষ্ণ ॥ না, তাই বলছি। পড়ে টড়ে না যায়। কালী কৈবল্য দায়িনী মা, সব তোমারই ইচ্ছা।

[সকলের প্রস্থান।

———

ষষ্ঠ দৃশ্য

গিরিশের বাড়ী

গিরিশ ও অতুলের প্রবেশ।

গিরিশ ॥ আমার সঙ্গে থাকলে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে, না ?

অতুল ॥ অশেষ গুণে গুণী তুমি, যদি সংযত হয়ে চলতে, লোকে তোমায় দেবতা বলে পূজো করত। শিব হতে গিয়ে তুমি শব হয়েছ। এখানেই দুর্ভাগ্যের শেষ নয়। আজ আছ ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ, কাল হবে থিয়েটারের মালিক। বাড়ীঘড় বিষয়সম্পদ্ কর্পূরের মত উবে যাবে, তারপর আমাদের সম্বল হবে ভিক্ষে।

গিরিশ ॥ তাই তোমার ভাগ নিয়ে সরে থাকতে চাও ? আমি কথা দিচ্ছি অতুল,—থিয়েটারের মালিক আমি কখনও হব না।

অতুল ॥ কাল একথা শুনলে আমি আশ্বস্ত হতুম। আজ আর কোন ভরসা পাচ্ছি না দাদা। সংসারে যাঁর তুলনা নেই, সেই পরম পুরুষ পরমহংসদেবকে তুমি অপমান করে তাড়িয়ে দিলে ?

গিরিশ ॥ ওরে, সে আমি নই, সে আর এক গিরিশ ঘোষ।

অতুল ॥ সে-ই আজ তোমাকে চিরদিনের জন্যে আশ্রয় করেছে। মানুষ গিরিশ ঘোষ মরে ছাই হয়ে গেছে। তুমি তার প্রেতাত্মা। তুমি গুরুদ্রোহী, তুমি মহাপাপী,—তোমার অপকর্ম দেখবার চেয়ে

আমি যদি তোমার মরা-মুখ দেখতুম, তাতেও আমার এত দুঃখ হত না।

গিরিশ ॥ অতুল !

অতুল ॥ বৌদিকে গিয়ে দেখ ; রান্না কচ্ছে,—আর চোখ দিয়ে অশ্রুর প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। ধিক্ তোমাকে ! কাল কাগজে কাগজে তোমার এই কুকীর্ত্তির কথা বেরুবে, সমগ্র সভ্যসমাজ তোমার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে। তুমি পরমহংসের গায়ে কাঁটা ফোটাতেও পার নি,—কিন্তু হত্যা করেছ নিজেকে আর স্বামীর গৌরবে গরবিনী তোমার ওই স্ত্রীকে।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ তুমি ঠিক বলেছ অতুল। এ গুরুদ্রোহিতা দেখার চেয়ে আমার মরা-মুখ দেখাই তোমাদের ভাল ছিল। হাতের ঢিল ছুঁড়ে ফেলেছি। আর ফেরাতে পারব না।

অমৃতর প্রবেশ।

অমৃত ॥ গুরু !

গিরিশ ॥ থিয়েটার ভেঙ্গেছে অমৃত ?

অমৃত ॥ ভেঙ্গেছে।

গিরিশ ॥ চিরহাস্যময় অমৃতের ভাণ্ডারী রসরাজ, তোমার মুখে আজ আষাঢ়ে মেঘ কেন ?

অমৃত ॥ শুধু মুখটাই দেখছেন গুরু। অন্তরটা যদি দেখতে পেতেন, দেখতেন কি দাবানল জ্বলছে অন্তরের মধ্যে। লোকে পাগল বলে গায়ে ধুলোবালি দেবে, নইলে আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করতুম। এও আপনার পক্ষে সম্ভব হল ? আপনার সব কিছু জেনেও যিনি

পরম স্নেহে আপনাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন, তাঁকে আপনি কুকুরের মত রঙ্গালয় থেকে তাড়িয়ে দিলেন?

গিরিশ॥ সবাই জেনেছে অমৃত?

অমৃত॥ গিয়ে দেখে আসুন, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অঝোর ঝরে কাঁদছে।

গিরিশ। কাঁদছে তারা? কিন্তু আমি ত কাঁদতে পাচ্ছি না। আমি কি পাথর হয়ে গেলাম? হ্যাঁ হে, ভদ্রলোককে যাবার সময় তুমি দেখেছ? অভিশাপ দিয়ে গেল বুঝি?

অমৃত॥ তিনি কি অভিশাপ দেবার লোক? আমি ষ্টেজে ছিলাম; বেণীবাবু বললেন,—তিনি যাবার সময় বলতে বলতে বেরিয়ে গেছেন—"গিরিশ আমায় হেনস্তা করলে? তা করুক, বড় ভাল বই লেখে। গিরিশের মঙ্গল কর মা।"

গিরিশ॥ এই কথা বললেন ঠাকুর? বললেন না, এত দুধকলা খেয়ে যে এত বিষ ঢেলেছে, তার সর্ব্বনাশ হক? তোমরা ভুল শুনেছ অমৃত। এ অপমান কি মানুষ সইতে পারে?

অমৃত॥ আপনি ত বলেছেন তিনি নরদেহে নারায়ণ।

গিরিশ॥ তুমি ত তা বিশ্বাস কর নি।

অমৃত॥ দেবতা বলে বিশ্বাস করি নি, কিন্তু খাঁটি সোনা বলে বিশ্বাস করেছি গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগের গুণে ব্রহ্মর্ষি, ক্ষমার গুণে মহামানব, তিনি রঙ্গালয়ের মহান্ অতিথি, নটনটীর পরম বান্ধব। তাঁর এই অমর্য্যাদা আমাদের পাগল করেছে গুরু।

গিরিশ॥ আমাকেও অমৃত, আমাকেও পাগল করেছে। সুরা মানুষকে কোথায় নামিয়ে দিতে পারে, এই নিয়েই আমি মনে মনে একটা নাটক রচনা করে ফেলেছি। তার নামও

দিয়ে ফেলেছি,—'প্রফুল্ল'। একজন যোগেশ ছিল, সেও ঘোষ-বংশের ছেলে। আকস্মিক আঘাত পেয়ে সে সুরার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে। দেবতা হল দানব, তারপর তার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। গল্পটা তুমি লিখে নিয়ে যাও অমৃত। যদি পার, তুমিই এই নিয়ে নাটক লিখো। আমার আশা আর করো না।

অমৃত ॥ চাঁদের ভার জোনাকি নিতে পারে না। এখন চলুন, আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি।

গিরিশ ॥ কোথায় যাব ?

অমৃত ॥ দক্ষিণেশ্বর।

গিরিশ ॥ না না না, আমি যেতে পারব না অমৃত। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে আমি দাঁড়াতে পারব না।

অমৃত ॥ তাহলে থিয়েটারে চলুন। নটনটীদের কি বলে বোঝাবেন, বুঝিয়ে আসুন।

গিরিশ ॥ তাদের গিয়ে বল, গিরিশ ঘোষ মরে গেছে।

অমৃত ॥ মরায় কোন বাহাদুরি নেই গুরু। যে বেঁচে থাকতে জানে, সেই ত বাহাদুর। রঙ্গালয়কে আপনার আরও অনেক মণিমুক্তো দিয়ে যেতে হবে। নিজের জন্যে না হক, রঙ্গালয়ের জন্যেই আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। আর বাঁচতে হবে ওই পাগল ঠাকুরকেই অবলম্বন করে, যাকে আজ আপনি কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছেন।

[প্রস্থান।

গিরিশ ॥ To be or not to be, that is the question. কে ?

রাঙাবাবুর প্রবেশ।

রাঙাবাবু॥ আমি রাঙাবাবু।

গিরিশ॥ কি বলতে এসেছ?

রাঙাবাবু॥ বলব আর কি? বিনোদের চিঠি নিয়ে এসেছি।

গিরিশ॥ চিঠি কেন? আমি ত ভেবেছিলাম সে নিজে এসে ভাল করে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যাবে। আমি আমার গুরুকে দক্ষিণা দিয়েছি, সে তার গুরুকে দক্ষিণা দেবে না? কি লিখেছে? ছুটির দরখাস্ত? ক'দিনের জন্যে?

রাঙাবাবু॥ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে।

গিরিশ॥ শরীর অসুস্থ, নয়? তাই ত হবে। তুমি কিছু বলছ না যে? আর কিছু না পার, দুটো গালাগাল দিয়ে যাও।

রাঙাবাবু॥ এমন কোন গালগাল নেই, যা আপনার পক্ষে যথেষ্ট। বিনোদকে আপনি গাড়োয়ানী ভাষায় গালাগাল দিয়েছেন, সে জন্যে আমাদের অভিমান আছে, কিন্তু নালিশ নেই। আপনি তাকে পাখীর মত পড়িয়ে এত বড় অভিনেত্রী করে তুলেছেন। আপনি যদি তাকে প্রহার করতেন, তাতেও বলবার কিছু ছিল না।

গিরিশ॥ Why not? কেমন প্রেমিক হে তুমি? প্রেমিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার না? চাবুক এনে দেব? মারবে?

রাঙাবাবু॥ সে জন্য আমি আসিনি। কিন্তু পরমহংসদেবকে আপনি অপমান করলেন কোন্ অধিকারে? আপনি কি মনে করেন, তিনি শুধু আপনার ডাকেই থিয়েটারে এসেছিলেন? তা নয়, গিরিশবাবু। নটনটীদের সকলের নিরলস সাধনা যে মহামানবকে

রঙ্গালয়ে এনেছিল, আপনার দুর্ব্যবহারে তিনি চিরদিনের জন্যে চলে গেছেন। মহাকবি বলে বাংলার মানুষ আপনাকে কতদিন মনে রাখবে জানি নে, কিন্তু গুরুদ্রোহী বলে চিরদিন মনে রাখবে।

গিরিশ॥ তোমরা সবাই আমার নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ। কিন্তু তাঁর কথা ত কেউ বলছে না। কি চেয়েছিলাম আমি তাঁর কাছে? তিনি যেন আমাদের ছেলে হয়ে জন্মান, এইটুকু ছিল আমার আবেদন।

রাঙাবাবু॥ আবেদন করা মাত্রই তিনি মঞ্জুর করেছেন।

গিরিশ॥ মঞ্জুর করেছেন? তুমি জান?

রাঙাবাবু॥ আমি জানালার পাশেই ছিলাম। তাঁর হাসিমুখ দেখে আপনি বুঝতে পারেন নি, কিন্তু আমি বুঝেছিলাম।

গিরিশ॥ আমার যে মনে হল কায়েত বলে তিনি আমাকে ঘৃণা করেছেন।

রাঙাবাবু॥ অশিব আপনার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল। হাড়ীমুচির এঁটো পাতা যিনি মাথায় তুলে নাচেন, তিনি ঘৃণা করবেন আপনাকে?

গিরিশ॥ তাই ত,—

রাঙাবাবু॥ একদিন রাত দশটার সময় নাচওয়ালীদের নিয়ে আপনি ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন না? কেউ আপনাদের ঢুকতে দিতে চায় নি। ঠাকুর নিজে বাইরে এসে আপনাদের সঙ্গে নাচ গান করেছিলেন।

গিরিশ॥ তা করেছিলেন সত্য।

রাঙাবাবু॥ এ সবই ঘৃণার পরিচয়, না?

গিরিশ॥ ওরে, আকাশটা আমার মাথায় ভেঙে পড়ে না?

রাঙাবাবু॥ আপনার মাধাই বিনা দোষে প্রভু নিত্যানন্দকে কলসীর কানা মেরেছিল। কিন্তু তারপরেই সে পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। আপনি গুরুকে শুধু কলসীর কানাই মেরেছেন, কিন্তু সম্বিৎ আপনার আসে নি। যদি আসত, তাহলে রসরাজের সঙ্গে এতক্ষণ আপনি দক্ষিণেশ্বরে চলে যেতেন, না-হয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিতেন। আপনাকে নিয়ে আমাদের বড় গর্ব্ব ছিল মহাকবি। সে গর্ব্বের প্রাসাদ আপনি ধূলিসাৎ করেছেন। আপনাকে কি বলব? আপনার তুলনা শুধু আপনিই।

[প্রস্থান।

গিরিশ॥ গঙ্গায় ঝাঁপ দেব? কোন ফল হবে না; গঙ্গা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে। এত পাপ ধারণ করার শক্তি সুরধুনীর নেই। কি করব তবে? জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই? There is none to cool my heated brow. না না, এই ত সর্ব্বসন্তাপ-হারিনী সুধার বড়ি। (পকেট হইতে বড়ির প্যাকেট বাহির করিলেন) সবগুলো একেবারে খেয়ে ঘুমিয়ে থাকব, আর জাগব না।

সুরতের প্রবেশ।

সুরৎ॥ খাবে এস।

গিরিশ॥ আর খাব না সুরৎ। যে মুখে গুরুনিন্দা করেছি, সে মুখে আর আহার্য্য তুলব না।

সুরৎ॥ সে আবার কি কথা গো? বাঁচতে ত হবে।

গিরিশ॥ না, বাঁচতে হবে না। যাঁর অপার করুণা আমার জীবন কৃতার্থ করেছিল, নিজের দোষে আমি তাঁকে জন্মের মত হারিয়েছি। এর পরেও বেঁচে থাকতে হবে?

স্বরৎ ॥ কে বলেছে তুমি তাকে হারিয়েছ? সে রত্ন কি হারায় গো? সে যে মহামূল্য চুম্বক, তাকে দূরে সরিয়ে দিলেও সে নিজের গুণেই লোহাকে কাছে টেনে নেবে।

গিরিশ ॥ লোহা যদি গায়ে কাদা মেখে থাকে, তবে আর টানবে না।

স্বরৎ ॥ চোখের জলে কাদা ধুয়ে গেছে, ভাবছ কেন?

গিরিশ ॥ আমার চোখে ত জল নেই।

স্বরৎ ॥ তোমার না আছে, আমার আছে।

গিরিশ ॥ আমাকে তোমার ঘৃণা হচ্ছে না স্বরৎ?

স্বরৎ ॥ না গো।

গিরিশ ॥ এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নেই, যা আমি করিনি।

স্বরৎ ॥ সে কথা তাঁর চেয়ে বেশী কে জানে? তোমার সব জেনেই ত তিনি তোমায় কাছে টেনে নিয়েছেন। তাঁর স্নেহের ষোল আনা তুমিই ত পেয়েছ, আর কেউ পায় নি।

গিরিশ ॥ সত্য স্বরৎ। আমার মত মহাপাপীকে তিনি ষোল আনাই দিয়েলিলেন। আর আমি তাঁকে কি দিয়েছি?

স্বরৎ ॥ দিয়েছ অখণ্ড বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই তাঁকে রঙ্গালয়ে টেনে এনেছে। আর তাঁকে হারাবার ভয় নেই। এস, খাবে এস।

গিরিশ ॥ খাব স্বরৎ, খাব বই কি? এখনি খাব। তবে ভাত নয়, এই অমৃতের বড়ি। তারপর অনন্ত নিদ্রা, সব জ্বালার অবসান।

স্বরৎ ॥ ওকি! কি খাচ্ছ তুমি?

গিরিশ ॥ সরে যাও। জয় রামকৃষ্ণ!

(বড়ি মুখে ফেলিবার উদ্যোগ)

রামকৃষ্ণ ॥ (নেপথ্যে) গিরিশ রে, গিরিশ, ও গিরিশ,--

গিরিশ ॥ কে ?

সুরৎ ॥ ওগো এ যে ঠাকুরের কণ্ঠস্বর ! হ্যাঁ গো, ওই দেখ ঠাকুরই এসেছেন।

(রামকৃষ্ণ আসিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইলেন)

রামকৃষ্ণ ॥ কি রে, ঘুমোস নি ?

গিরিশ ॥ (চোখ রগড়াইলেন) তাই ত, আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? এই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আপনি আমার ঘরে !

রামকৃষ্ণ ॥ তুই যে আমায় ডাকলি।

সুরৎ ॥ আমিও ডেকেছি ঠাকুর। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি তোমারি পদধূলি কামনা করেছিলাম ভগবান্। আমি জানতাম, আমাদের মত আজ তোমার চোখেও ঘুম নেই। তোমার অবুঝ সন্তান তোমাকে আঘাত করেছে, তাতে তোমার ব্যথা বাজে নি ঠাকুর ; তার অনুতাপের বেদনাই তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

রামকৃষ্ণ ॥ হেঃ হেঃ, সব তাঁর খেলা গো।

সুরৎ ॥ এস বাঞ্ছাকল্পতরু, এস অহেতুক কৃপাসিন্ধু ভগবান, আমার কুটীরের প্রতি মৃত্তিকাকণায় তোমার পদধূলির চিহ্ন রেখে যাও। নিজগুণে এসেছ যখন, আমার ঘরে তুমি অক্ষয় হয়ে বিরাজ কর। ওরে, ও দানি, ওঠ্ ওঠ্, শাঁখ বাজা, দেখে যা, আমাদের ভাঙা ঘরে চাঁদ নেমেছে।

[প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ কি রে, কাঁদছিস্ কেনে ? (উত্তরীয় দিয়া গিরিশের চোখ মুছাইয়া দিলেন)

গিরিশ ॥ ঠাকুর, এত তোমার দয়া ! এমন কোন পাপ নেই, যা আমি করি নি। ভয়ে আমি গঙ্গাস্নান করি না, পাছে আমার স্পর্শে

পতিতপাবনী গঙ্গা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। সব জেনেও নিজে এসে তুমি আমায় পায়ে টেনে নিয়েছ। সমাজের ঘৃণিত জীবদের নিয়ে আমি নাটমঞ্চ গড়ে তুলেছি, তুমি তোমার দুর্ল্লভ পদরেণু দিয়ে সে নাটমঞ্চ পবিত্র করেছ, প্রাণ ঢেলে আশীর্ব্বাদ করেছ এই শ্রীহীন মর্য্যাদাহীন অভাগা-অভাগীদের। আমি তার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছি তোমাকে অপমান করে।

রামকৃষ্ণ ॥ অপমান করেছিলি না কি? মা যে বললে,—ওতে অপমান হয় নি, অবুঝ শিশু ত বাপকে নাথি মারে, তাতে কি বাপের জাত যায়? হ্যাঁরে, এই কথা বললে মা।

গিরিশ ॥ সত্যি আমি অবুঝ শিশু। নিজেকে আর আমি বিশ্বাস করি না। বল, কিসে আমার চৈতন্য হবে।

রামকৃষ্ণ ॥ সকাল-সন্ধ্যে নাম ধ্যান করবি।

গিরিশ ॥ সকালে ঘুম ভাঙ্গে না, সন্ধ্যেয় থিয়েটার।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে চান করে করবি।

গিরিশ ॥ চান করলেই ক্ষিধে পায়।

রামকৃষ্ণ ॥ খাওয়ার পরে করবি।

গিরিশ ॥ খেলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। নামধ্যান আমি করতে পারব না।

রামকৃষ্ণ ॥ তবে আমাকে বকল্‌মা দে।

গিরিশ ॥ তাই নাও ঠাকুর। (নতজানু হইলেন)

(অতুল, সুরৎ, হৃদয় আসিয়া দাঁড়াইলেন)

গিরিশ ॥ তোমাকেই আমি বকল্‌মা দিলাম। আমার হয়ে তুমিই জপ তপ কর। আমার পুণ্য নাও, পাপ নাও; দেহ নাও, মন নাও; জ্ঞান নাও, বুদ্ধি নাও; ভাল নাও, মন্দ নাও। আমায় শুধু তোমাকে

দাও, শুধু তোমাকে দাও। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, সুরেৎও নতজানু হইলেন)

রামকৃষ্ণ ॥ (গিরিশের মাথায় হাত রাখিয়া সমাধিস্থ হইলেন)

হৃদয় ॥ "অকৃতি অধম বলে কম করে কিছু দাও নি,
যা দিয়েছ তার অযোগ্য বলিয়া কেড়েও ত কিছু নাও নি।
(তব) আশিসকুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দলে গেছি, চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাও নি।"

সকলে ॥ কালী, কালী।

রামকৃষ্ণ ॥ স্বস্তি।

হৃদয় ॥ জি-সি, আমি তোমায় চিনতে পারি নি। বুঝতে পারি নি, কেন ঠাকুর তোমায় ষোল আনা দিয়েছিলেন। তুমিই ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আমরা নামসর্ব্বস্ব সাধু।

(নেপথ্যে ভোরের পাখী ডাকিল)

রামকৃষ্ণ ॥ দে মা, ছেলেদের কি খেতে দিবি দে।

সুরেৎ ॥ এস দামোদর, বিদুরের ক্ষুদ গ্রহণ করবে এস।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য

বিনোদিনীর বাড়ীর দরদালান

কৈবল্যনাথের প্রবেশ।

কৈবল্য ॥ পান্না, পান্না এয়েছিস্? ওরে ও পান্না,—

পান্নার প্রবেশ।

পান্না ॥ কি বলছ?

কৈবল্য ॥ চোখ লাল কেন রে? কাঁদছিলি না কি? দূর পাগলি, কাঁদবি কেন? এ সবই ঠাকুরের পরীক্ষা।

পান্না ॥ এ কি কঠিন পরীক্ষা তাঁর? আমার একটা হাত পড়ে গেলেও ত আমার দুঃখ হত না। একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল? পোড়া বসন্ত কি বেছে বেছে আমারই জন্যে ওৎ পেতে বসেছিল?

কৈবল্য ॥ চোখের জল ফেলিস নে। একটা চোখ যে ভাল আছে, এও ত ঠাকুরের দয়া। থিয়েটারে গিয়েছিলি? কি বললে দাশু নিয়োগী?

পান্না ॥ বলবে আর কি? বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দিলে। আমি বললুম,—আপনাদের ত ঝিয়েরও দরকার, আমাকে

সেইভাবেই রাখুন। বললে,—"তোর চোখের দিকে চাইলে ভয় হয়। তোকে ঝিয়ের কাজ দিলে থিয়েটার উঠে যাবে।"

কৈবল্য ॥ শালার ঘরের শালা।

পান্না ॥ গাল দিও না। কথাটা ত মিথ্যে নয়।

কৈবল্য ॥ তাই বলে থিয়েটারের জন্যে যারা বুকের রক্ত দিয়েছে, তাদের তোরা ছাড়িয়ে দিবি? মরুক গে যাক্। নেই মাংতা থিয়েটার। এখন কি করবি?

পান্না ॥ কি যে করব, তাই ভেবে উঠতে পাচ্ছি না। রাস্তায় বসে ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

কৈবল্য ॥ ভিক্ষে করবি তুই? না রে, অমন কাজ করিস নি। কাল যে রানী সেজেছে, আজ তাকে ভিক্ষে করতে দেখলে লোকে টিটকিরি দেবে।

পান্না ॥ আর একটা পথ আছে, গঙ্গায় ডুবে মরা।

কৈবল্য ॥ ছি ছি, মরার কথা বলতে নেই। ঠাকুর যাদের কৃপা করেছেন, তারা অপঘাতে মরবে কেন? ঠাকুর বলেছেন, আমরা অমৃতের সন্তান, দুঃখকে আমরা জয় করব।

পান্না ॥ তুমি আজ এসব কি বলছ? আজ ত তোমার পা টলছে না।

কৈবল্য ॥ আর টলবে না। ঠাকুর বড় নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন, ছোট নেশায় আর মন ভরে না। আর দাসত্বও করব না। দুটো পেট ভরাতে কটা টাকা দরকার? ও হয়ে যাবে, চল্।

পান্না ॥ কোথায় যাব?

কৈবল্য ॥ কেন, আমার সঙ্গে।

পান্না ॥ তোমার সঙ্গে!

কৈবল্য ॥ হাঁ করে রইলি কেন? তুই কি মনে করিস্, দশ বছর

তোকে নিয়ে ঘর করেছি, আর আজ তোর রূপ নেই সামর্থ্য নেই বলে তোকে আমি মরবার জন্যে ফেলে রেখে যাব? ওসব ভদ্রলোকেরা পারে, আমি ত ভদ্রলোক নই। মন্ত্র পড়ে বিয়ে না করলেও তুই আমার বউ, এ কথা মানুষে না জানুক, ঠাকুর ত জানেন।

পান্না ॥ আমি যে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম।

কৈবল্য ॥ আমি ত তোকে ছাড়িনি। চল্, আর দেরী করিস নি। আগে দক্ষিণেশ্বরের মাটিকে প্রণাম করে তারপর দেশে চলে যাব। দুজনে মিলে চাষবাস করব, আর দুবেলা ঠাকুরের নাম করব। আমি বাজাব খোল, তুই বাজাবি হারমোনিয়াম। স্বর্গ নেমে আসবে আমাদের ঘরে। আবার কাঁদে! তুই যাবি কি না, তাই বল।

পান্না ॥ নিশ্চয়ই যাব।

কৈবল্য ॥ তবে তৈরী হয়ে নিগে যা।

পান্না ॥ যাচ্ছি। [প্রস্থান।

কৈবল্য ॥ কে আসছে? রাঙাবাবু?

রাঙাবাবুর প্রবেশ।

রাঙাবাবু ॥ ঢিল মারবে না ত?

কৈবল্য ॥ কি যে বল তুমি? অনেকদিন ত তোমাকে দেখি নি।

রাঙাবাবু ॥ কলকাতায় আমি ছিলাম না। তোমাদের থিয়েটারে সেই কেলেঙ্কারীর পর গিরিশবাবুকে দশটা কথা শুনিয়ে দিয়েই দেশে চলে গিয়েছিলাম। অনেকদিন কোন খবর রাখি না। বিনোদ আবার থিয়েটার কচ্ছে, না?

কৈবল্য ॥ অনেকদিন বন্ধ রেখেছিল। তারপর গিরিশবাবু এসে খোসামোদ করে নিয়ে গেছেন।

রাঙাবাবু ॥ বটে! তোমাদের থিয়েটার কেমন চলছে?

কৈবল্য ॥ আমাদের থিয়েটার আর নয়। আমি থিয়েটার ছেড়ে দিচ্ছি। চাকরিও আজ ছেড়ে দিয়ে এলাম।

রাঙাবাবু ॥ বল কি হে? তোমার সংসার চলবে কি করে?

কৈবল্য ॥ দুটি লোকের সংসার, জগাই-মাধাইকে যিনি উদ্ধার করেছেন, তিনিই চালিয়ে নেবেন।

রাঙাবাবু ॥ থিয়েটার করা তোমারই সার্থক ভাই।

কৈবল্য ॥ রাঙাবাবু, যা কিছু দোষঘাট করেছি, কিছু মনে রেখো না। আমরা এখনি চলে যাব।

রাঙাবাবু ॥ তোমরা মানে?

কৈবল্য ॥ পান্নাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি। বসন্ত রোগে ওর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। ওর আর কোনদিকে পথ নেই। আমি ছাড়া ওকে দেখবার আর কেউ নেই। থিয়েটার থেকে ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। দশ বছর আমার কাছে আছে। অসময়ে কোথায় ফেলে যাব বলুন। দেশে কিছু চাষবাস আছে। দুজনে তাই নিয়ে থাকব, আর সকাল-সন্ধ্যে ঠাকুরের নাম করব।

পান্নার প্রবেশ।

পান্না ॥ এ কি, রাঙাবাবু?

কৈবল্য ॥ এই দেখ রাঙাবাবু, একটা চোখ একেবারেই গেছে। আর একটায়ও খুব ভাল দেখতে পায় না। এ অবস্থায় কি ওকে ফেলে যাওয়া যায়?

রাঙাবাবু॥ না ভাই, না। তুমি ওকে নিয়ে যাও। কিছু মনে করো না। যদি কখনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমাকে জানিও।

কৈবল্য॥ সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। তুমি আমাদের মনে রেখো, আর এই হতভাগীকে আশীর্ব্বাদ করো, আর কিছুই আমরা চাই না। রাঙাবাবুকে প্রণাম কর পান্না। আমি মাসীর সঙ্গে দেখা করে আসছি। ঠাকুর এনেছিস ?

পান্না॥ হ্যাঁ, এই যে। (ছবি দেখাইল)

কৈবল্য॥ ব্যস ব্যস, আর কিছু নিতে হবে না। এই কালো চশমাটা চোখে দিয়ে নে। জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।

[প্রস্থান।

পান্না। রাঙাবাবু,—আজ আর আমি সে পান্না নই। না বুঝে তোমাকে যা কিছু বলেছি, সব ভুলে যেও। (প্রণাম)

রাঙাবাবু॥ আমি কিছু মনে করি নি বোন্। কোনদিন তোমাদের ঘৃণাও আমি করি নি। মানুষ অবস্থার দাস। তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের এই দুর্গতির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। যাঁর করুণা তোমাদের মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তিনি তোমার নতুন জীবন শোভায় সৌন্দর্য্যে ভরিয়ে দিন।

পান্না॥ আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাঁকে আমরা কোনদিন ভুলে না যাই।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ॥ চলে যাচ্ছিস পান্না ?

পান্না॥ হ্যাঁ দিদি। যাবার সময় পেছনে চাইবার আমার কিছুই নেই। শুধু তোর জন্যেই মনটা বড় কাঁদছে।

বিনোদ ॥ তবে যাচ্ছিস্ কেন? আমি ত বলেছি, যতদিন আমি আছি, তোর ভার আমি বইব।

পান্না ॥ তোর কাছেই ত শিখেছি, কিছু না দিয়ে কিছু নিতে নেই। ছেলেবেলা থেকে তুই-ই শুধু আমায় দিয়েছিস, আমি তোকে কিছুই দিই নি। শুধু তোকে হিংসে করেছি, আর ঝগড়া করেছি। আর দেনা বাড়াব না।

বিনোদ ॥ পান্না!

পান্না ॥ অতীত জীবনের কিছুই আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম না। যা আছে, গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিস্। মাসীর কাছে ঠিকানা রইল। যদি বোনকে মনে পড়ে, চিঠি লিখিস্। ঠাকুরের বড় অসুখ। যদি তাঁর কিছু হয়, আমাকে তা জানাস নি ভাই। আমরা জানব, আমাদের ঠাকুর অমর, অক্ষয়।

(চোখের জল মুছিয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

বিনোদ ॥ পান্না!

পান্না ॥ তুই কেন কাঁদবি পোড়ামুখি? ঠাকুর যে তোকে চৈতন্য দিয়েছেন।

[বিনোদের চোখ মুছাইয়া দিয়া প্রস্থান।

রাঙাবাবু ॥ এ দিন কবে তোমার আসবে বিনোদ?

বিনোদ ॥ কখনও আসবে না। আমি পাকে পাকে জড়িয়ে গেছি রাঙাবাবু।

রাঙাবাবু ॥ গিরিশ ঘোষের মত পাষণ্ডের ভার যিনি নিয়েছেন, তিনিই তোমাকে এই পঙ্ক থেকে টেনে তুলবেন। সেদিনের জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি বিনোদ। কবে সেদিন আসবে জানি না। তখন যদি তোমার চুলগুলো শাদা হয়ে

যায়, দাঁত একটাও না থাকে, তবু আমি ফিরে যাব না বিনোদ। [প্রস্থান।

বিনোদ॥ পথ নেই, কোনদিকে পথ নেই।

বেণী॥ (নেপথ্যে) বিনোদ,—

বিনোদ॥ আসুন বাবা।

বেণীমাধবের প্রবেশ।

বিনোদ॥ কোথা থেকে আসছেন?

বেণী॥ বলরাম বোসের বাড়ী থেকে ঠাকুরকে দেখে এলাম বিনোদ।

বিনোদ॥ ঠাকুরকে দেখে এলেন? কেমন আছেন আমার ঠাকুর?

বেণী॥ আর বেশীদিন নেই মা।

বিনোদ॥ বাবা,—

বেণী॥ যাবি মা, তাঁকে দেখতে যাবি?

বিনোদ॥ যাব?

বেণী॥ ধরার দেবতা বিদেয় নিচ্ছে, তাকে শেষ দেখা দেখবি না?

বিনোদ॥ কেমন করে দেখব বাবা? আমি যে গণিকা।

বেণী॥ না রে, যাঁর ইচ্ছায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, তাঁর অসংখ্য ভক্তের তুইও একজন। ঠাকুর যে তোর আগের সব পরিচয় মুছে দিয়ে গেছেন।

বিনোদ॥ তবু ত আমায় তারা ভেতরে যেতে দেয় না। তিনবার চেষ্টা করেছি, তিনবারই ফিরে এসেছি।

বেণী॥ কাঁদিস নে মা। আমি দানা-কালীর সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি। পরশু সন্ধ্যেবেলা তার আফিসের ছোটসাহেব সেজে তুই কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে যাবি। তুই থিয়েটার থেকে সাহেবের পোশাক আনিয়ে নে।

বিনোদ ॥ ছলনা করে তাঁর কাছে গেলে তিনি যদি মুখ না দেখেন ?

বেণী ॥ দেখবেন রে, দেখবেন। তোদের সব পাপ তিনিই যে নিয়েছেন। তাঁরই জন্যে তাঁর কাছে ছলনা করলে কোন পাপ হবে না। তাহলে কাল সকালে স্যুট পরে আমার বাড়ী যাস, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ (সুরে) "হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায় ?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা, রাখ পায়।"

অমৃত ॥ (নেপথ্যে) বিনি আছিস্ ?

বিনোদ ॥ আঃ—আসুন রসরাজ।

অমৃতর প্রবেশ।

অমৃত ॥ সব শুনেছিস্ বিনি ? ষ্টার থিয়েটারের বারোটা বাজল।

বিনোদ ॥ কে বলেছে ?

অমৃত ॥ গুর্মুখ রায় বলেছে, থিয়েটারে আগুন ধরিয়ে দেবে।

বিনোদ ॥ ও একটা কথার কথা রসরাজ।

অমৃত ॥ ও গোঁয়ার পাঞ্জাবীকে তুই চিনিস না বিনি। না আছে টাকার দরদ, না আছে হিতাহিত জ্ঞান। থিয়েটার রাখলে ওর আত্মীয়-স্বজন ওকে ত্যাগ করবে বলে বহুদিন থেকে ভয় দেখাচ্ছে। তাতেও সে হয়ত টলত না। তার থিয়েটারে ঠাকুরের অপমান তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। গিরিশবাবুকে সে ছেড়ে কথা কয় নি।

বিনোদ ॥ সে ত অনেক দিনের কথা। আবার কি অঘটন ঘটল ?

অমৃত ॥ কে তাকে বলে দিয়েছে, সেদিন গিরিশবাবু তোকেও অপমানের একশেষ করেছেন।

বিনোদ ॥ সর্ব্বনাশ! কথাটা ত আমরা গোপন করে রেখেছিলাম।

অমৃত ॥ শত্রুর অভাব নেই বিনি। ষ্টারের এত যশ এত সমৃদ্ধি দেখে কোন্ শত্রু তার কানে বিষ ঢেলে দিয়েছে। আর যায় কোথায়? এইমাত্র সে লোকজন নিয়ে থিয়েটারে আগুন ধরাতে গিয়েছিল।

বিনোদ ॥ তারপর?

অমৃত ॥ আমরা অনেক কষ্টে তাকে আপাততঃ ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু সে জেদ ধরেছে, এখানে চাকরি যদি আমাদের করতে হয়, তোর অধীনেই চাকরি করতে হবে।

বিনোদ ॥ তার মানে?

অমৃত ॥ মানে ষ্টার থিয়েটারের মালিক আর গুর্মুখ রায় থাকবে না; মালিক হবে বিনোদিনী দাসী।

বিনোদ ॥ তাই যদি হয়, আপনাদের কাছে মনিব আমি কোনদিন হব না; দাসী চিরদিন দাসীই থাকবে।

অমৃত ॥ আমি তা জানি দিদি। আমার বা গিরিশবাবুর এতে কোন আপত্তি ছিল না।

দাশুর প্রবেশ।

দাশু ॥ তুমি ত ধারেও কাট, ভারেও কাট। এ রকম ব্যবস্থা হলে থিরেটার যে তিনদিনের মধ্যে ডকে উঠে যাবে, সেটা বোঝ?

অমৃত ॥ ডকে উঠবে কেন? সেই কথাটাই আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

দাশু ॥ বেশ্যার থিয়েটারে লোক আসবে?

অমৃত ॥ মেয়েটাকে আর কত অপমান করবে দাশু?

দাশু ॥ অপমানের কি হল? ম্যাথরকে ম্যাথর বললে কি অপমান করা হর?

অমৃত॥ হয় দাশু, হয়; কিন্তু এ তত্ত্ব তুমি বুঝবে না। কি বলতে এসেছ, তাই বল।

দাশু॥ বলছি, একটা গণিকা থিয়েটারের মালিক হওয়ার চেয়ে থিয়েটার পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

বিনোদ॥ না না না; আমরা নিজের হাতে এ থিয়েটার গড়ে তুলেছি, মাথায় করে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি বয়েছি। ওইখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পুণ্যপদধূলি রেখে গেছেন, সমাজের অবহেলিত জীবগুলোকে দুহাতভরে আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেছেন। ওই ষ্টার থিয়েটার যে আমাদের তীর্থভূমি। ওর ধ্বংস আমি দেখতে পারব না, আমি কথা দিচ্ছি দাশুবাবু, এই ঘৃণিতা গণিকা কখনও ষ্টার থিয়েটারের মালিক হবে না। রায়জী যদি থিয়েটার ছেড়ে দেয়, আপনারাই কিনে নিন।

দাশু॥ আমরা অত টাকা কোথায় পাব? থিয়েটারের দাম হাজার চল্লিশেক হবে।

বিনোদ॥ ত্রিশ হাজার দিতে পারবেন ত? না পারেন, বিশ হাজার যোগাড় করুন গে।

দাশু॥ আমরা বড় জোর বারো হাজার টাকা জোগাড় করতে পারি।

বিনোদ॥ তাই নিয়ে আসুন। আমার গা-ভরা গহনা আছে, সব তাকে ফিরিয়ে দেব। তবু আমাদের থিয়েটার বেঁচে থাক।

দাশু॥ এতে তোমার ভালই হবে। কাঙালের ঘোড়ারোগ না হওয়াই উচিত। থিয়েটার চালানো কি মাগী-ছাগীর কাজ?

অমৃত॥ দাশু, তুমি বোধহয় মায়ের গর্ভে জন্মাওনি, বাপের পেটে জন্মেছ। রোজ একটু মধু খেয়ো।

দাশু ॥ তোমার মত অমৃতের বাটি মুখে করে সবাই জন্মায় না। আমি বাবা স্পষ্টবাদী, মাকালকে কখনও আপেল বলব না।

[প্রস্থান।

অমৃত ॥ কেউ তোকে চিনল না বোন। সংসারে তুই শুধু দিয়েই গেলি, কিছুই পেলি না।

বিনোদ ॥ পেয়েছি ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ।

অমৃত ॥ তাই নিয়েই থাক বিনোদ। যত শীগগির পারিস, এই বেইমানের লীলাভূমি থেকে তুই সরে আয়। তোর দান দুহাত ভরে নিয়ে যারা তোকেই করে ঘৃণা, তাদের সংস্রবে তুই আর থাকিস নে বোন। চোখের জল ফেলিস নে, দুঃখ কিসের?

"নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল।
বৃক্ষগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।"

[প্রস্থান।

গুর্মুখ ॥ (নেপথ্যে) বিনোদ বিবি,—

বিনোদ ॥ উঃ—আমি পাগল হয়ে যাব।

গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ।

গুর্মুখ ॥ বিনোদ বিবি, তুমি ত হামাকে কভি না কহল কি মাষ্টারজী তোম্হাকে insult করিয়েছে?

বিনোদ ॥ বলবার কি আছে? তিনি আমাকে গড়েপিটে মানুষ করেছেন, আমার অন্যায় হলে তিরস্কার করবেন না?

গুর্মুখ ॥ হাঁ হাঁ, জরুর। লেকিন তোম্হাকে বেইজ্জৎ করনেকো এক্তিয়ার হামি কৌন্ শালেকো দিয়েছে?

বিনোদ ॥ মুখ খারাপ করো না; তিনি আমার গুরু।

গুর্মুখ ॥ গুরু তোমাকে বেশ্যা বলিয়ে গারি দিবে ?

বিনোদ ॥ বেশ্যাকে বেশ্যা বলবে না ত কি মা-গোঁসাই বলবে ?

গুর্মুখ ॥ হামি শুনিয়েছে, দাশুবাবু আর হরিবাবু তোমহাকে হরবখৎ taunt করে, তব্ ভি তোম্‌হার হুঁশ না আছে। তুম্ কেইসা জেনানা ?

বিনোদ ॥ এইসাই জেনানা। আমি তোমাকে বলে তাদের চাকরি খেয়ে দিই, আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ আমার উপর থেকে তাঁর অনুগ্রহ সরিয়ে নিন। সে আমার সইবে না।

গুর্মুখ ॥ আরে, ঠাকুর রামকিষেণ কৃপা করকে চার দফে হামার থিয়েটারমে আসল, হামার ষ্টার কৃতার্থ হ গইল। উনকো ভি মাষ্টারজী বেইজ্জৎ করলো ?

বিনোদ ॥ তুমিই ত ঠাকুরকে বেশী বেইজ্জৎ করেছ।

গুর্মুখ ॥ কেইসে ?

বিনোদ ॥ তোমার ঘরেই ত তিনি অতিথি হয়ে এলেন, কেন তুমি পালিয়ে গেলে অভদ্র কোথাকার ? গিরিশবাবু কে ? তিনি ত ঠাকুরেরই লোক। তাঁদের বাপব্যাটার ঝগড়া সেদিনই মিটে গেছে। কিন্তু তোমার অপরাধের ত প্রায়শ্চিত্ত হয় নি।

গুর্মুখ ॥ হাঁ, এ বাৎ তুমি বোলতে পারে। হামারই কসুর হুয়া। হামি যাবে বিনোদ, ঠাকুরকা শ্রীচরণ হামি জরুর দর্শন কোরবে। লেকিন থিয়েটার হামি আউর না রাখবে পিয়ারে। I will demolish the theatre.

বিনোদ ॥ না না রায়জি, ও আমাদের পুণ্যভূমি, বাংলা দেশের এক পবিত্র সাধনপীঠ। ওকে তুমি ধ্বংস করো না। বহু লোকের বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া ষ্টার থিয়েটার হিমালয়ের মত অক্ষয় হয়ে থাক। নিজে না রাখ, আর কাউকে বিক্রি করে দাও।

গুর্মুখ ॥ বিক্রি কেঁও ? তোম্ লে লেও।

বিনোদ ॥ রায়জি,—

গুর্মুখ ॥ বিনোদ বিবি, হামার মাতাজী, হামার সমাজ সবকোই একদম বিগড় গইল। থিয়েটার বহুৎ লোকসানকি কাম আছে, থিয়েটার হামাকে ছোড়তেই হোবে। তোম্ লে লেও বিনোদ। এগো পইসা হামি না মাংছে।

বিনোদ ॥ তুমি ত বলছ এ লোকসানের কাজ। আমি থিয়েটার নিই, আর দেনার দায়ে আমার বাড়ী নিলেম হয়ে যাক।

গুর্মুখ ॥ হাঁ, ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তব কি কোরবে বাতাও।

বিনোদ ॥ দাশুবাবুরা কজনে মিলে যদি কিনে নেয় ?

গুর্মুখ ॥ চাল্লিশ হাজার রূপেয়া দেনে পড়েগা।

বিনোদ ॥ তার মানে তুমি থিয়েটার ধ্বংস করতেই চাও। মনে রেখো, ষ্টার থিয়েটার যদি যায়, বিনোদও মরবে।

গুর্মুখ ॥ নেহি নেহি, তুমি কেনো মরবে ? লে আও পঁচিশ হাজার।

বিনোদ ॥ আমাকে যদি তুমি ভালবাস, তাহলে আমি যা বলি, সেই দামেই তোমায় বিক্রি করতে হবে। নইলে আমি বুঝব, ভালবাসা তোমার মুখের কথা।

গুর্মুখ ॥ নেহি বিনোদ বিবি। ভগোয়ান জানে,—মেরে মোহব্বৎ ঝুঁটা নেহি।

বিনোদ ॥ তবে থিয়েটারকে বাঁচাও ; কম দামে ওদের বিক্রি কর।

গুর্মুখ ॥ বিশ হাজার ?

বিনোদ ॥ না।

গুর্মুখ ॥ আঠারো ?

বিনোদ ॥ পারবে না দিতে।

গুর্মুখ ॥ পন্দরো হাজার ?

বিনোদ ॥ তাও নয়। এগারো হাজার টাকার বেশী এক পয়সাও পাবে না।

গুর্মুখ ॥ তুমি খুশী হোবে ?

বিনোদ ॥ ভগবান্‌ও খুশী হবেন। যতদিন থিয়েটার থাকবে, ততদিন বাঙ্গালীরাও তোমায় ভুলবে না রায়জি।

গুর্মুখ ॥ আউর সব কোইকো বাং ছোড় দেও। তুমি খুশী হোবে, ইসমেই হামকো ষোল আনা লাভ। বহুৎ আচ্ছা বিবি, হামি রাজী আছে। তোম্ খুশী হো যাও, তোম্ খুশী হো যাও।

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ ছলনা। জীবনভোর শুধু ছলনাই করে গেলাম। এই লোকটাকেই বেশী বঞ্চনা করেছি। কূল পাব না ঠাকুর ? এখনও কি কূল পাব না ? অন্তর্দাহের অবসান কর ঠাকুর, অবসান কর।

রাঙাবাবু ॥ (নেপথ্যে) বিনোদ, বিনোদ, ও বিনোদ,—

রাঙাবাবুর প্রবেশ।

রাঙাবাবু ॥ শীগগির এস বিনোদ। মাহেন্দ্র যোগ এসেছে। আজ আর ঠাকুরের কাছে যেতে বাধা নেই। ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন।

বিনোদ ॥ কল্পতরু !

রাঙাবাবু ॥ তাঁর কাছে যে যা চায়, তাকে তিনি তাই বর দিচ্ছেন। চল, চল।

বিনোদ ॥ না।

রাঙাবাবু ॥ ঠাকুরকে দেখবে না ?

বিনোদ ॥ দেখব, আজ নয়, পরশু।

রাঙাবাবু ॥ কিছু চাইবে না তাঁর কাছে ?

বিনোদ ॥ না চাইতে সবই ত দিয়েছেন। আর কিছু চাইবার নেই।

রাঙাবাবু ॥ গোটা কলকাতা সেখানে ভেঙ্গে পড়েছে, আর তুমি যাবে না ?

বিনোদ ॥ যাব তাঁকে দর্শন করতে, বর চাইতে নয়।

রাঙাবাবু ॥ আমি কিন্তু বর চাইতেই যাব বিনোদ।

বিনোদ ॥ কি বর ? আর একটা জমিদারী ?

রাঙাবাবু ॥ না, স্ত্রী।

বিনোদ ॥ জমিদারের স্ত্রীর অভাব হবে না।

রাঙাবাবু ॥ সে স্ত্রী নয়। আমি যাকে চাইব, সে দুর্লভ রত্ন। তার নাম বিনোদিনী দাসী।

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ এও কি সয় ঠাকুর ? এও কি সয় ?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশীপুর উদ্যানবাটী

গিরিশ ও হৃদয়ের প্রবেশ।

হৃদয়॥ কাল রাত্রে অনেক রক্ত পড়েছে ঠাকুরের।

গিরিশ॥ ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার তাহলে জবাব দিয়ে গেলেন? কি বললেন ডাক্তার?

হৃদয়॥ বললেন,—আর ওষুধ দিয়ে কি হবে? বিজ্ঞান এখানে নিষ্ফল। ভগবান্ দুবার হাসেন। একবার হাসেন যখন আমরা বলি,—'এ জমি এ বাড়ীঘর আমার।' আর একবার হাসেন ডাক্তার যখন রোগীকে বলে,—'আমি তোমায় ভাল করে দেব।' আর আমি ওষুধ দেব না হৃদয়; ঠাকুরকে বলো তাঁর মা'র কাছে ওষুধ চাইতে।

[প্রস্থান।

গিরিশ॥ হুঁ।

হৃদয়॥ জি-সি, এখন উপায়?

গিরিশ॥ উপায় ত ডাক্তারই বলে দিয়ে গেল।

হৃদয়॥ তোমার বিশ্বাস হয়, মা ওষুধ দেবেন?

গিরিশ॥ তার বাবা দেবে। একবার চাওয়াতে পারলে হয়।

হৃদয়॥ ধন্য তুমি জি-সি। তোমার মত বিশ্বাস আমাদের কারও নেই।

তুমি গৃহী হয়েও বৈরাগী ; ভোগী হয়েও নিষ্পাপ শুধু এই বিশ্বাসের গুণে। তুমি ধন্য জি-সি, তুমি ধন্য।

[প্রস্থান।

গিরিশ॥ আমার পাপের বোঝা নিয়ে তুমি চলে যাবে, আর আমি চিরদিন অন্তর্দাহে জ্বলব, তা হবে না। হয় এখনি তোমার রোগ সারুক, না-হয় আমার বকল্‌মা ফিরিয়ে দাও।

রামকৃষ্ণের প্রবেশ।

রামকৃষ্ণ॥ কই রে, ডাক্তার আজ ওষুধ দিলে নি ?

গিরিশ॥ না। বলে গেছে, ওষুধ মার কাছে আছে। চল।

রামকৃষ্ণ॥ কোথায় ?

গিরিশ॥ মন্দিরে। মার কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে নেবে চল।

রামকৃষ্ণ॥ মা কি ডাক্তার না কি ?

গিরিশ॥ ডাক্তারের বাবা। তুমি শুধু বলবে,—মা, আমায় ওষুধ দে। চল। বসলে কেন ? Come on.

রামকৃষ্ণ॥ তুই 'কাম্ অন্' 'কাম্ অন্' করিস্ নি। এই তুচ্ছ কথা মাকে বলা যায় ?

গিরিশ॥ তুচ্ছ কথা ? এত কষ্ট পাচ্ছ, এক ফোঁটা জল গিলতে পাচ্ছ না, তবু তুমি ভাল হতে চাও না ? ওঠ, শীগগির ওঠ।

রামকৃষ্ণ॥ আমি এখন যাব নি। মা আমায় বকেছে। তোর কথায় আমি মাকে গিয়ে বললুম,—'মা, আমি খেতে পাচ্ছি নি, আমার খাবার ব্যবস্থাটুকু করে দে।' মা বললে,—'বিশ্বজগতের মুখ দিয়ে খাচ্ছিস, তবু তোর ক্ষিদে মিটল নি ?' লজ্জায় মাথা হেঁট করে পালিয়ে এলুম। আর আমি মার কাছে কিছু চাইব নি।

গিরিশ ॥ চল ত আগে, তারপর দেখা যাবে।

রামকৃষ্ণ ॥ আমি এখন যেতে পারব নি।

গিরিশ ॥ না পার, আমি তোমায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাব। না না, আর আমি তোমায় ছোঁব না। আমারই জন্যে তোমার নিষ্পাপ দেহে রোগ বাসা বেঁধেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে নারে, ওরে না। তুই কাঁদিস নি।

গিরিশ ॥ অমর হয়ে তুমি আস নি জানি। কিন্তু আমাকে উপলক্ষ্য করে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, এ দুঃখ আমার রাখবার স্থান নেই ঠাকুর। তুমি না হয় এখান থেকেই হাতখানা বাড়িয়ে বল,— 'মা, আমায় ওষুধ দে।'

রামকৃষ্ণ ॥ এত বিশ্বাস তোর! বেশ, বেশ। কিন্তু ওষুধ আমি চাইতে পারব নি।

গিরিশ ॥ তবে আমার বকল্‌মা ফিরিয়ে দাও। আমার জন্যে তুমি মুখে রক্ত উঠে মরবে, এ আমার সয় না ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ তোর জন্যে নয় রে। জীবের কল্যাণের জন্যে রক্ত ঢেলে গেলুম। মরুভূমি সরস হক।

গিরিশ ॥ ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ ॥ কাঁদিস নি গিরিশ। শোন্; গণিকাদের নিয়ে নাটক লেখ্। তুই দেখিয়ে দে, ও আবাগীদেরও প্রাণ আছে। হ্যাঁ রে, এত লোক এল, তোদের নিমাই ত একবার এল নি।

গিরিশ ॥ তুমি যখন তার নাম করেছ, তখন সে নিশ্চয়ই আসবে।

রামকৃষ্ণ ॥ আজ কত তারিখ রে?

গিরিশ ॥ ২৭শে শ্রাবণ।

রামকৃষ্ণ ॥ সাতাশ,আঠাশ, ঊনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ। (আঙ্গুলে গুণিলেন)

গিরিশ ॥ ৩১শে শ্রাবণ কি ?

রামকৃষ্ণ ॥ হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাব, হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি খাব।

গিরিশ ॥ আবার কোথাও মহোৎসবের নিমন্ত্রণ আছে বুঝি ? দুহাত তুলে নাচবে, আর গলা ছেড়ে গাইবে, কেমন ? আসুক দেখি কে তোমায় নিতে আসবে। মাথা ভাঙ্গব, আমি ওসব ভক্তফক্ত মানব না। তোমাকেও বলিহারি যাই। গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, তবু কেত্তনের শখটি ত ষোল আনা আছে।

রামকৃষ্ণ ॥ ৩১শে শ্রাবণ মনে রাখিস্।

গিরিশ ॥ দূর তোমার ৩১শে শ্রাবণের নিকুচি করেছে। তোমাকে আমি বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখব, দেখি তুমি কেমন করে পা বাড়াও। তুমি যেমন বুনো ওল, আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল।

[প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ হেঃ হেঃ হেঃ। গিরিশের ভক্তিতেও জোড়া নেই, দস্যি-পনায়ও জোড়া নেই।

গুর্মুখ রায়ের প্রবেশ।

গুর্মুখ ॥ পেরণাম ঠাকুরজি। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

রামকৃষ্ণ ॥ কে গো ? কে তুমি ?

গুর্মুখ ॥ হামার নাম গুর্মুখ রায় আছে।

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নামটা গিরিশের মুখে শুনেছি। তুমি ত ইষ্টার থিয়াটারের মালিক।

গুর্মুখ ॥ হাঁ ঠাকুরজি।

রামকৃষ্ণ ॥ বড় ভাল কাজ করেছ গো। কত লোককে তুমি আনন্দ দিয়েছ। তোমার থিয়াটারে চৈতন্য এসেছে, পেহ্লাদ এসেছে,

আরও কত মহাজন আসবে। আমি নিমাইকে দেখেছি, পেহ্লাদকে দেখেছি। আনন্দে আমার বুক ভরে গেছে।

গুর্মুখ॥ ঠাকুরজি, আপনি চার দফে হামার থিয়েটারমে দর্শন দিল; আউর হামি শালে থিয়েটারকা মালিক আপনার খেদমৎ না করল। আপনি বিশোয়াস করেন ঠাকুরজি, হামি আপনাকে অভক্তি না করল। হামি মহাপাৎকী আছে,—ওহিকা লিয়ে আপনার চরণদর্শন করতে হামার হিম্মৎ না ছিল।

রামকৃষ্ণ॥ পাতকী কি গো? ও কথা বলতে নেই। মায়ের নাম কর, মায়ের নাম কর। ও সব পাবকের সেরা পাবক, সব পাপতাপ ভস্ম করে দেবে।

গুর্মুখ॥ ঠাকুরজি, হামারি মোকামকে মাষ্টারজি আপনাকে বেইজ্জৎ করল, ইয়ে হামারি কসুর ঠাকুরজি। আপনি হামাকে কৃপা করুন।

রামকৃষ্ণ॥ কৃপা কাকে বলে জান? ক'রে পাওয়া। ভাল কাজ কর, তাঁর কৃপা আপনিই মাথায় ঝরে পড়বে।

গুর্মুখ॥ হাঁ হাঁ, হামি সব সমঝ লিয়েছে। হামি ভালা কাম কোরবে, ভগোয়ানকা কৃপা কভি ভিখ্ না মাংবে, আপনা তাগদ্‌মে রুজি কোরবে। ঠাকুরজি, থিয়েটার হামি ছোড় দিয়েছে। আখুন হামি কি করবে শুনিয়ে। হামি অন্নছত্তর খুলবে, পিঁজরাপোল বনা দিবে, আউর পতিতা আওরৎ লোককো লিয়ে ভগোয়ানকা দরবারমে হরবখৎ আরজ কোরবে। পেরণাম ঠাকুরজি। (ঠাকুরের খড়ম মাথায় ঠেকাইল; সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল) My God! জনম সফল হ্ গইল ভগোয়ান, জনম সফল হ্ গইল।

[প্রস্থান।

রামকৃষ্ণ ॥ আর খেতে চাইব নি মা। শুধু এই বর দে মা ; এ কটা দিন তোর নাম যেন করতে পারি।

(সুরে) "পার কর গো আমায় শ্যামা!

অপারে পড়েচি দুর্গা, চরণ দুটি বাড়িয়ে দে মা।"

শ্বেতাঙ্গ যুবকের বেশে বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ ॥ ঠাকুর! (দূর হইতে প্রণাম)

রামকৃষ্ণ ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বিনোদের কাছে আগাইয়া গেলেন) কিরে নিমাই, খুব ঠকিয়েছিস ত। ওরা আসতে দেয় নি বুঝি?

বিনোদ ॥ তিন দিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে এসে ফিরে গেছি। ভক্তরা আমায় প্রবেশ করতে দেন নি। তাই ছলনার আশ্রয় নিয়েছি ঠাকুর। কিন্তু দেখামাত্রই আপনি আমায় চিনলেন কি করে?

রামকৃষ্ণ ॥ যাবার সময় চৈতন্যকে না চিনলে কি চিনলে গো? সেই গানখানা এক কলি গা ত শুনি।

বিনোদ ॥

গীত

"হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায়?

আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায়।

কালশশি, বাজালে বাঁশী ; ছিলাম গৃহবাসী করলে উদাসী ;

হৃদ্‌বিহারি, কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়।"

রামকৃষ্ণ ॥ মধুর, মধুর।

বিনোদ ॥ ঠাকুর, আমাদের ছেড়ে আপনি চলে যাবেন?

রামকৃষ্ণ ॥ কাঁদছিস্ কেনে? জন্মালেই মরতে হবে।

বিনোদ ॥ তাই বলে যে গলায় এত মায়ের নাম করলেন, সেই গলায়ই এই কালরোগ হল?

রামকৃষ্ণ ॥ এও ত মায়ের দয়া রে। যিশুর মত ক্রুশে বিঁধিয়ে ত মারে নি। দেহ থাকলেই রোগ হবে।

বিনোদ ॥ কিন্তু আপনি ত শুনেছি কিছুই খেতে পাচ্ছেন না ঠাকুর।

রামকৃষ্ণ ॥ সারাজীবন ত মা গলায় গলায় খাইয়েছে। দুটো দিন উপোস করলে কি হয়? সে কথা যাক। কল্পতরুর কাছে কত লোক নাকি এয়েছিল। তুই এয়েছিলি?

বিনোদ ॥ না।

রামকৃষ্ণ ॥ কেনে গো?

বিনোদ ॥ না চাইতে যিনি সব দিয়েছেন, তাঁর কাছে চাইবার কিছু নেই।

রামকৃষ্ণ ॥ এই দেখ; ওই শালা গিরিশ কেবলি আমায় বলছে,—'মার কাছে চেয়ে নাও।' ওর কথা আমি আর শুনব নি। ও আমায় মার কাছে বেইজ্জৎ করিয়ে ছেড়েছে। ঠিক বলেছিস্ মা, ঠিক বলেছিস্; সব দেবার জন্যে যে হাত বাড়িয়ে আছে, তার কাছে চাইতে যাব কেনে? চাইলে যে কম পড়ে যাবে। এই ত তোর চৈতন্য হয়েছে।

বিনোদ ॥ ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ ॥ যা, আর ভয় নেই। গায়ে হলুদ যখন মেখেছিস, তখন আর কুমীরে ধরবে নি।

(নেপথ্যে রাখালের গান শোনা গেল:
"মন, চল নিজ নিকেতনে")

রামকৃষ্ণ ॥ ওই শোন্, ওপার থেকে ডাক এসেছে।

গীতকণ্ঠে রাখালের প্রবেশ।

রাখাল ॥ গীত

"মন, চল নিজ নিকেতনে।
সংসারবিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে ॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে ?
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব শোষণ।
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে ॥ "

[রাখালের কাঁধে ভর দিয়া রামকৃষ্ণের ও পশ্চাতে চোখের জল মুছিয়া বিনোদের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিনোদের বাড়ী

গুর্মুখ ও আমোদিনীর প্রবেশ।

আমোদ॥ হ্যাঁ বাবা, কি হয়েছে তোমার বল দেখি, এতদিন আস নি কেন?

গুর্মুখ॥ হামি মাতাজীকা সাথ মোলাকাৎ করতে গিয়েছিল মসি।

আমোদ॥ আহা, তা যাবে বই কি? মায়ের ব্যাটা মায়ের কাছে যাবে না? উনুনমুখীরা বলে কি না, গুর্মুখ রায় ভেগেছে। আমি বলি,—তাই কি হয়? সে তেমন ছেলেই নয়। তোরা দেখিস, সে ঠকাবার লোক নয়। যেদিন আসবে, সেদিন সব বকেয়া পাওনা একসঙ্গে মিটিয়ে দেবে।

গুর্মুখ॥ লে লেও মসি, ইসমে সাত হাজার রূপেয়া আছে।

আমোদ॥ (টাকার তাড়া অলক্ষ্যে গুণিতে গুণিতে) টাকার জন্যে নয় বাবা। টাকা ত হাতের ময়লা। তোমার মুখখানা অনেকদিন দেখি নি কিনা, তাই বলছিলাম। বরাত।

গুর্মুখ॥ বিনোদকো বোলাও মসি।

আমোদ॥ সে কি একদণ্ড ঘরে থাকে? ঠাকুর দেহরক্ষা করার পর থেকে কি যে হয়েছে সে-ই জানে।

গুর্মুখ॥ ঠাকুরজি নেহি?

আমোদ ॥ না বাবা। তাঁর যাবার পর থেকে হতভাগা মেয়ে যেখানে যত ঠাকুর দেবতা আছে, ঘুরে ঘুরে দেখবে, তিনবার করে গঙ্গাস্নান করবে, আর অনাথ আতুর রাস্তা থেকে ধরে ধরে এনে খাওয়াবে। এই হাসছে, এই কাঁদছে, এই গান গাইছে। তুমি নেই, কাকে বলি? মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল বাবা?

গুর্মুখ ॥ কাঁহা গিয়েসে বিনোদ?

আমোদ ॥ আর বলো না। রাত একটার সময় এল, মুখে দানাটি কাটলে না। সকালে উঠে ফস্ ফস্ করে কিসের দরখাস্ত লিখলে, তারপরই থিয়েটারে চলে গেল। কখন ফিরবে, কে জানে।

বিনোদিনীর প্রবেশ।

বিনোদ ॥ মা,—

আমোদ ॥ কোথায় ছিলি হতভাগা মেয়ে? কাল থেকে পেটে ভাত নেই, আজ এতখানি বেলা হল, তবু তোর থিয়েটারের ঝঞ্চাট ফুরোয় না?

বিনোদ ॥ আর কোন ঝঞ্চাট নেই মা। সব ঝঞ্চাট শেষ করে দিয়ে এসেছি। আজ আমার মুক্তি। আজ থেকে প্রাণভরে ঠাকুরের নাম গান করব, পেটভরে খাব। আর চোখভরে ঘুমোব। আমি থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে এসেছি মা।

আমোদ ॥ বেশ করেছিস্। কবে থেকেই ত আমি বলছি। এবার সুস্থ হয়ে ঘরে এসে ব'স, গানবাজনা আমোদফুর্ত্তি কর। মুখপোড়ারা ভাল করে থিয়েটার করুক। অহঙ্কারের কথা নয়, কিন্তু আমার মেয়ে না সাজলে কে তোদের থিয়েটারে পা ধুতে আসে, আমি দেখব।

বিনোদ ॥ মা!

আমোদ ॥ কোন্ দুঃখে তুই থিয়েটার করবি? আমার রাজা বাবা থাকতে তোর ভাবনা কি? বসো বাবা, বসো, মিষ্টিমুখ না করে যেও না।

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ তুমি!

গুর্মুখ ॥ বিনোদ, ঠাকুর রামকিষেণ জিন্দা নেহি?

বিনোদ ॥ না রায়জি, আমাদের আরাধ্য দেবতা পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ ৩১শে শ্রাবণ দেহত্যাগ করেছেন। সন্ন্যাসীরা তাঁদের গুরুদেবকে হারিয়েছেন, বাংলাদেশ হারিয়েছে তার পরমপুরুষ পরমহংসকে। কিন্তু নটনটীরা হারিয়েছে তাদের জীবনসর্ব্বস্বকে। এ দুঃখ সইবার শক্তি আমার নেই।

গুর্মুখ ॥ হামার ভি না আছে বিনোদ।

বিনোদ ॥ তোমার চোখেও জল রায়জি!

গুর্মুখ ॥ ঠাকুরজিকো হামি দর্শন করিয়েসে বিনোদ। বহুৎ বহুৎ সাধু সন্ত হামি দেখলো, লেকিন এইসা আপনা আদমি আউর কভি হামি নেহি দেখা। হামি উনকো পরশ না করলো; আনেকা বখৎ উনকো পাদুকাকা গাড্ডি শিরপর লে লিয়েছে। আরে বাপ, হামার শরীরমে From head to foot বিজ্লী Pass করলো!

বিনোদ ॥ তারপর আফিসে গিয়েই সব ভুলে গেলে।

গুর্মুখ ॥ নো! ঠাকুরজি হামকো বলা,—আচ্ছি কাম করো, পাপতাপ বিলকুল দূর হো যায়েগা। হামি মুল্লুকমে যা-কর পিঁজরাপোল হাসপাতাল অন্নছত্তর করলো।

বিনোদ ॥ বেশ করেছ। চল, ভেতরে চল।

গুর্মুখ ॥ নেহি বিনোদ। আউর হামি না যাবে।

বিনোদ ॥ আর যাবে না ?

গুর্মুখ ॥ নেহি। তোমারি সাথ হামার ত এইসাই চুক্তি হইয়েছে কি তুমি Freely থিয়েটার করবে, আউর হামারি সাথ আশনাই করবে। তুমি থিয়েটার ছোড় দিল, আউর তোমারি পর হামার কুছু এক্তিয়ার না আছে।

বিনোদ ॥ এ কি তুমি সত্যি বলছ ?

গুর্মুখ ॥ হামি জানে বিনোদ বিবি, তুমি হামাকে কভি পেয়ার না করে। হামি রুপিয়া দিয়েছে, তুমি রূপ দিয়েছে, এক রত্তি জাস্তি না দিল, এক রত্তি কম্‌তি না নিল। লেকিন হামি বেবসাদার আছে, চুক্তিকা খেলাপ হামি কভি না করল, আজ ভি না কোরবে বিনোদ বিবি। This is my good will. হামি জান দিবে, মগর good will না ছোড়বে।

বিনোদ ॥ রায়জি !

গুর্মুখ ॥ এ কাম ছোড় দেও বিনোদ। ঠাকুর রামকিষেণ তোম্‌কো কৃপা করলো, আউর ভাবনা মৎ করো। হাম্‌সে তোম্ দশ হাজার রূপিয়া লে লেও। উসমেই তোমকো জীবনভর চলিয়ে যাবে। পূজা করো, নামকীর্ত্তন করো, কেতাব পঢ়ো, লেকিন পরমহংসকা বরপুত্রী তোম্ আউর কভি রূপকা বেবসা মৎ করো।

বিনোদ ॥ টাকা থাক্, ও আমি নেব না।

গুর্মুখ ॥ হামি জানে, তুমি লিবে না। হামার এগো বাৎ শুনো বিবি। রাঙাবাবু তোম্‌কো পেয়ার করে, তোম্‌কো সাদি কোরতে ভি তৈয়ার আছে। তুমি উন্‌কো সাদি করো, ইয়ে জাহান্নামকি শহর ক্যালকাত্তাসে আভি নিকাল যাও।

বিনোদ ॥ কি বলছ তুমি ?

গুর্মুখ ॥ বিনোদ বিবি, আউর হামি না আসবে। যো কুছ কসুর হুয়া, মাপ করো বিনোদ বিবি। ঠাকুর রামকিষেণ তোম্‌কো কৃপা করলো, তুমি ইয়ে মহাপাপীকো কৃপা করো, কৃপা করো।

[প্রস্থান।

বিনোদ ॥ এ কি হল? আজ আমার মুক্তির আনন্দে নাচবার কথা; তবু এত একা একা মনে হচ্ছে কেন?

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ ॥ বিনোদ!

বিনোদ ॥ আসুন মাষ্টার মশাই।

গিরিশ ॥ থিয়েটার ছেড়ে দিচ্ছ বিনোদ?

বিনোদ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

গিরিশ ॥ কেন?

বিনোদ ॥ এ আর আমার ভাল লাগছে না মাষ্টার মশাই।

গিরিশ ॥ কটা বছর অভিনয় করলে? বয়সই বা কত তোমার? মাথায় করে মোট বয়ে এই ষ্টার থিয়েটার তুমি গড়ে তুলেছ, থিয়েটারের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রলোভন ত্যাগ করেছ। এর মধ্যেই সব আকর্ষণ ফুরিয়ে গেল? চব্বিশ বছরের একটা অভিনেত্রীর পক্ষে যে যশ প্রতিপত্তি দুর্লভ, তাই তুমি পেয়েছ। যশের তুঙ্গ শিখরে উঠে তুমি রঙ্গজগৎ থেকে চলে আসবে, এ যে কেউ ভাবতেই পাচ্ছে না।

বিনোদ। কেউ না পারুক, আপনার ত পারা উচিত। অমৃতের স্বাদ যে পেয়েছে, তার কি শুক্ত ভাল লাগে?

গিরিশ ॥ আমার ত ভাল লাগছে।

বিনোদ ॥ আপনি নাটকের মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে প্রচার কচ্ছেন ; আপনার দুদিকের সাধনা একসঙ্গে এসে মিলেছে। আমার ত তা নয়।

গিরিশ ॥ মনকে চোখ ঠেরো না বিনোদ। ক্লাসিক থিয়েটার বোধহয় তোমায় প্রলোভন দেখিয়েছে।

বিনোদ ॥ প্রলোভন যদি আমায় জয় করতে পারত, তাহলে আমার বাড়ী আজ রাজপ্রাসাদ হত।

গিরিশ ॥ কেউ কেউ বলছে, বিল্বমঙ্গল নাটকে চিন্তামণির পার্ট তোমার পছন্দ হয় নি।

বিনোদ ॥ ও যে আমারই কাহিনী মাষ্টার মশাই ; পছন্দ হবে না কেন ? যশও ত পেয়েছি অফুরন্ত।

গিরিশ ॥ তোমার এ সঙ্কল্প স্থির ? মত বদলাবে না ?

বিনোদ ॥ আপনি আমায় হাতে ধরে শিখিয়েছেন, গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করেছেন। সেবার আপনার কথায়ই থিয়েটারে ফিরে গিয়েছিলাম। এবারও শুধু আপনার অনুরোধেই ঢেঁকি গিলতে পারি। আর কারও কথায় নয়।

গিরিশ ॥ আমি আর তোমায় অনুরোধ করব না বিনোদ। তুমি যাই বল, আমি বুঝতে পাচ্ছি, নিদারুণ অভিমান নিয়েই তুমি রঙ্গজগৎ থেকে সরে যাচ্ছ। আমার স্ত্রী বলেছিল,—'কারও বেইমানিতেই বিনোদের গায়ে ফোস্কা পড়বে না। তুমি যেদিন বেইমানি করবে, সেইদিনই হবে তার জীবন্তে মৃত্যু।' সেদিনের কথা কি তুমি ভুলতে পার নি ?

বিনোদ ॥ আপনার কথায় দু'মাস পরে আবার ত আমি থিয়েটারে ফিরে গিয়েছিলাম। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর আর আমার কিছু ভাল লাগছে না

গিরিশ ॥ থিয়েটারের জন্যে তুমি যে ত্যাগ স্বীকার করেছ, আমরা কেউ তার এতটুকু মর্য্যাদা দিই নি। বারবার তুমি আমাদের সঙ্কট থেকে ত্রাণ করেছ, বারবারই আমরা তা ভুলে গেছি। তোমার হাতে যে ক্ষমতা ছিল, ভুলেও তুমি তা ব্যবহার করনি। থিয়েটারের মালিক বলে আজ যারা গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠেছে, তাদের মালিকানাও তুমিই নামমাত্র মূল্যে কিনে দিয়েছ।

বিনোদ ॥ ওসব কথা থাক।

গিরিশ ॥ তোমার একটাই মাত্র দাবী ছিল, নটীদের যেন কেউ অবহেলা না করে। এ দাবীও কেউ পূরণ করে নি। আমি থিয়েটারের মালিক নই, অধ্যক্ষও আজ অমৃত বোস। এই নাও, অমৃত মহা-আনন্দে তোমার পদত্যাগ গ্রহণ করেছে। তোমার এক বছরের বেতন তুমি ফেলে রেখেছ। তাও আমি নিয়ে এসেছি। নাও বিনোদ।

বিনোদ ॥ ও আর আমি নেব না। দুঃস্থ অভিনেত্রীদের জন্যে যেন টাকাটা খরচ করা হয়। আশীর্ব্বাদ করুন মাষ্টার মশাই, বাকী জীবনে যেন সুখী হই।

গিরিশ ॥ শ্রীরামকৃষ্ণ তোমায় আশীর্ব্বাদ করে গেছেন, আর আশীর্ব্বাদে তোমার প্রয়োজন নেই বিনোদ। প্রার্থনা করি, তাঁকে যেন তুমি কখনও ভুলে না যাও। এ বেইমানের প্রতিষ্ঠান তোমাকে হয়ত ভুলে যাবে বিনোদ, কিন্তু গিরিশ ঘোষ ভুলবে না, ভুলবে না অমৃত বোস, আর ভুলবে না বাংলার অগণিত নাট্যরসিক। ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ তোমার জীবনে সার্থক হক। (প্রস্থানোদ্যোগ)

বিনোদ ॥ একটু দাঁড়ান। পার্টগুলো এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

অতুল ॥ (নেপথ্যে) দাদা—

গিরিশ ॥ কে আর্ত্তস্বরে ডাকছে? অতুল! ভেতরে এস।

অতুলের প্রবেশ।

অতুল ॥ দুদিন কোথায় ছিলে দাদা?

গিরিশ ॥ দক্ষিণেশ্বরে।

অতুল ॥ বাড়ী চল দাদা।

গিরিশ ॥ কি হয়েছে রে? তোর চোখে জল কেন? তোর বৌদির অসুখ কি আবার বেড়েছে?

অতুল ॥ তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে দাদা।

গিরিশ ॥ অতুল!

অতুল ॥ তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা দেখে আমি শহরময় তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি চল। তুমি তাঁকে মুক্তি না দিলে তাঁর প্রাণটা বেরুতে পাচ্ছে না।

গিরিশ ॥ কে বললে?

অতুল ॥ বৌদি নিজেই বললেন।

গিরিশ ॥ মুক্তি দেব? তাকে মুক্তি দিলে আমার আর কি থাকবে অতুল? চল্ ভাই, চল্, বুকের পাঁজর খুলে দিই গে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ ॥ মাষ্টার মশাই,—

রাঙাবাবুর প্রবেশ।

রাঙাবাবু ॥ চলে গেছে বিনোদ।

বিনোদ ॥ রাঙাবাবু !

রাঙাবাবু ॥ মুখের দিকে চেয়ে রইলে যে ?

বিনোদ ॥ তুমি কি অন্তর্যামী ? কাল থেকে আমার মনটা তোমারই দর্শন কামনা কচ্ছিল।

রাঙাবাবু ॥ তাই আমি এসেছি।

বিনোদ ॥ কোথা থেকে এলে ?

রাঙাবাবু ॥ থিয়েটার থেকে আসছি। অমৃতবাবু বললেন,—তুমি নাকি থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছ। শুনেই উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলাম। পথে গুর্মুখ রায়ের সঙ্গে দেখা। সে বললে,—সেও তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। এবার তবে কাছে এস বিনোদ !

বিনোদ ॥ কখনও ত তুমি আমায় স্পর্শ কর নি। আজ ব্রত ভঙ্গ করলে কেন ?

রাঙাবাবু ॥ আজ যে তুমি আমার।

বিনোদ ॥ তোমার !

রাঙাবাবু ॥ সব দোর তোমার বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আমার দোর খুলে দিয়েছি। এইবার এস আমার ঘরে।

বিনোদ। রাঙাবাবু, এখনও তুমি চাও আমায় ঘরে নিয়ে যেতে ? চোখে ত দেখলে আমার গায়ে কত ধুলো লেগেছে।

রাঙাবাবু ॥ সব আমি চোখের জলে ধুয়ে দেব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছেন, তার চেয়ে বড় পরিচয় কার ?

বিনোদ ॥ আমাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে না রাঙাবাবু। তোমার সমাজ আমায় গ্রহণ করবে না।

রাঙাবাবু ॥ টাকা যার আছে সমাজ তারই কথা কয়।

বিনোদ ॥ কিন্তু তোমার আত্মীয়স্বজন—

রাঙাবাবু॥ আমায় ত্যাগ করবে? ধনীকে কেউ ত্যাগ করে না, ত্যাগের শূল শুধু গরীবের জন্যে।

বিনোদ॥ রাঙাবাবু, এ মোহ থাকবে না।

রাঙাবাবু॥ মোহ যদি এ হত, সবার চোখ এড়িয়ে গেলেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সে ফাঁকি দিতে পারত না। তাঁর কাছে যাবার আগেই আমি গাড়ী চাপা পড়ে মরতুম, নয়ত তাঁর চোখের আগুনে দগ্ধ হয়ে যেতুম। কল্পতরুর কাছে আমি তাঁর মানসকন্যাকে বর পেয়েছি।

বিনোদ॥ ছি ছি ছি, এত জিনিষ থাকতে কল্পতরুর কাছে তুমি এই ক্রিমিকীটকে চাইতে গেলে নির্ব্বোধ?

রাঙাবাবু॥ অন্যের চোখে যে ক্রিমিকীট, আমার চোখে সে কৌস্তভ রত্ন। আর দূরে সরে থেকো না; পারবে না আর দূরে থাকতে। আমি জানি, ওরা শুধু ছিবড়ে নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছে, আসল রত্ন আমার জন্যই সঞ্চিত আছে।

বিনোদ॥ আঃ, আমি আর পাচ্ছি না রাঙাবাবু। বারো বছর অভিনয় করেছি, আজ আমার অভিনয়ের শেষ। আমাকে তুমি চরণে স্থান দাও। (পদতলে পতন)

আমোদিনীর প্রবেশ।

আমোদ॥ নিয়ে যাও বাবা, আর এখানে ওকে রেখো না। কত গাড়ী এসে দরোজায় ভিড় করেছে। মেয়েটা আর পাঁচ মিনিট এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। যা মা, যা; নিজে কেঁদে আর আমাকে কাঁদাস নি। (বিনোদের মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল)

বিনোদ॥ মা!

আমোদ॥ কত বকেছি, কত হেনস্থা করেছি, কিছু মনে রাখিস নে মা। আমার ঘরে কোনদিন শান্তি পাস নি। এবার তুই সুখী হ।

বিনোদ॥ আমাকে ছেড়ে তুমি কি নিয়ে থাকবে মা ?

আমোদ॥ ঠাকুরের ছবিখানা রইল, ওই নিয়েই থাকব।

রাঙাবাবু॥ তোমার যখনি ইচ্ছে হবে, মেয়েকে দেখতে যেও মাসি।

আমোদ॥ না না, তা কি হয় ? তোমরা সুখে থাক।

রাঙাবাবু॥ আমি ওকে মন্ত্র পড়ে বিবাহ করব। তুমি সম্প্রদান করবে না ?

আমোদ॥ ঠাকুরই ত সম্প্রদান করেছেন। আর কি কিছু বাকী আছে ?

রাঙাবাবু॥ চল বিনোদ।

বিনোদ॥ মা—

আমোদ॥ কাঁদিস নে রে। এতদিন কেঁদেছিস, আজ ত তোর হাসির দিন। হাসতে হাসতে চলে যা, আমি দেখি।

রাঙাবাবু॥ চল। (বিনোদের হাত ধরিয়া প্রস্থানোদ্যোগ)

বিনোদ॥ **গীত**

বাস্তু দেবি, প্রণাম নাও,
নবজীবনযাত্রাপথের পথিক আমি, বিদায় দাও।
তোমার বুকে ধরার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
দুঃখে সুখে রাখলে বুকে, আজ আমারে ভুলে যাও।
রাত পোহালে তোমার কোলে
জাগব না আর 'মা মা' বলে,
বলবে না আর ভোরের পাখী,—
'ও সখি, চোখ মেলে চাও।' [রাঙাবাবুসহ প্রস্থান।

আমোদ॥ প্রণাম কচ্ছি ঠাকুর। দেখো, যেন আমার পাপে মেয়েটা দুঃখ না পায়। [চোখ মুছিয়া প্রস্থান।

নট্ট কোম্পানীর অভিনয়ে এই পর্যন্ত রাখিয়া শেষ দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ দৃশ্য

গিরিশের বাড়ী

গিরিশের প্রবেশ।

গিরিশ ॥ "নিরঞ্জন, যত জীব করেছ তারণ
যত জন তরিবে কৃপায়,
মম সম মূঢ় কেহ নয় ;
পাষাণ পাষাণ, কর বরদান
হীন কেহ নাহি মম সম।
তব রূপ সম্মুখে হেরিয়ে
না গলিল হিয়ে
বল প্রভু; কেমনে মিটিবে খেদ ?"

অতুল ॥ দাদা, আবার তুমি উঠে এসেছ ? তুমি কি আমায় পাগল করবে ? শোবে এস।

গিরিশ ॥ দাঁড়া, দাঁড়া, টানিস নি। কে যেন আসছে, কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কার যেন মধুর কণ্ঠ বাতাসে সঙ্গীতের লহর তুলে বলছে,— 'গিরিশ রে, আমি এসেছি।' দিবানিশি যে কানখাড়া করে থাকত, সে ত আর নেই ; কে দোর খুলে দেবে ?

অতুল ॥ দাদা !

গিরিশ ॥ কাঁদছিস্ ? না রে, কঁদিস নি, তোর চোখের জল দেখলে

সে বড় ব্যথা পাবে। "কি ছার কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া রবে না।"

"এই পরিণাম!
এই নরদেহ জলে ভেসে যায়,
টেনে খায় শৃগাল কুক্কুর,
অথবা চিতাভস্ম পবনে উড়ায়।
এই নারী, এরও এই পরিণাম!
তবে হায় নশ্বর সংসারে
প্রাণ দিচ্ছি কারে?
কার তরে শবে করি আলিঙ্গন,
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি?
ওই উষা,—ও-ও ছায়া,
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা এ সকলি।"

অতুল ॥ আবার তুমি অভিনয় কচ্ছ, ডাক্তার না তোমায় অভিনয় করতে বারণ করেছে?

গিরিশ ॥ কি হয়েছিল আমার?

অতুল ॥ অভিনয় করতে করতে ষ্টেজে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলে।

গিরিশ ॥ অজ্ঞান হয়ে নয় অতুল, আমি জ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি স্পষ্ট দেখলাম ঠাকুর আমার পেছনে কোল পেতে বসে আছেন। তোর বৌদি আগেই গিয়ে তাঁর কোলে বসে আছে। আমি সব ভুলে গেলাম, জগৎসংসার চোখের উপর থেকে সরে গেল। এমনি করেই যেন একদিন দিনের আলো নিভে যায়।

"নিঠুর অর্গল করুণ শুভ করে
মুক্ত করি দাও আতুর-দীন-তরে,

পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে আছে শান্তিসুখসুধা,
পাবে অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হউক তব সনে অমৃতের যোগ।

অমৃতর প্রবেশ।

অমৃত ॥ কেমন আছেন গুরু?

গিরিশ ॥ ভাল আছি, খুব ভাল আছি। দেউড়ীতে কাউকে দেখলে অমৃত?

অমৃত ॥ কাকে দেখব?

গিরিশ ॥ সেই যে গো,—যার

"ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়,
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মূরছে পায়।"

অমৃত ॥ অতুল,—

অতুল ॥ কি জানি, দাদা সকাল থেকে কেবলি বলছেন,—সে আসছে।

অমৃত ॥ দানি কোথায়?

অতুল ॥ সারারাত জেগে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাক্তার দাদাকে অভিনয় করতে বারণ করে গেছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? মুখে যেন খই ফুটছে।

অমৃত ॥ বৌদি নেই, আর শাসন করবারও কেউ নেই। গুরু,—গুরু,—

গিরিশ ॥ বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে অমৃত। এই মুখ দিয়ে সেই পরমপুরুষকে অপমান করেছি, এ মুখ আগুনে ধরবে না।

অমৃত ॥ আবার সে কথা কেন গুরু? তিনি ত আপনাকে ক্ষমা করেছেন।

গিরিশ ॥ সেই ত বড় জ্বালা অমৃত। স্বরৎ ছিল, সব ভুলিয়ে দিত। বিনোদ ছিল, গানে গানে ভুলিয়ে রাখত। আজ কেউ নেই।

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই ?"

অতুল ॥ মাথাটা কি গোলমাল হয়ে গেল রসরাজ ? আমার ত ভাল মনে হচ্ছে না। আমি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি।

গিরিশ ॥ কি বললি ? ডাক্তার ? ডাক্তার আমার কি করবে ? মহেন্দ্র সরকার ঝুড়ি ঝুড়ি ওষুধ খাইয়ে আমার ঠাকুরকে ভাল করতে পারলে না, আর আমার জ্বালা জুড়িয়ে দেবে কোথাকার কে বিধু মল্লিক ? Let me die a natural death. কি বল অমৃত ?

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবননদে ?"

অমৃত ॥ গুরু !

গিরিশ ॥ তোমার চোখেও জল দেখছি। হাসির অফুরন্ত প্রস্রবণ শুকিয়ে গেল অমৃত ? এক গিরিশ যাবে, আর এক গিরিশ আসবে। রঙ্গজগতে যে আলোক-বর্তিকা জ্বালিয়ে গেলাম, কোনদিন তা নিভবে না। যে মাটিতে আমার ঠাকুর পদধূলি রেখে গেছেন, সে মাটির ধ্বংস নেই। নব নব প্রতিভার মহীরুহ সে মাটিতে মাথা তুলে উঠবে। সবাই সব পেলে অমৃত, পেলে না শুধু ওই মেয়েটা।

অমৃত ॥ বিনোদিনীর কথা বলছেন ? সে সুখে আছে গুরু।

গিরিশ ॥ যাবার আগে একবার যদি দেখতে পেতাম !

অতুল ॥ যাবার কথা বলো না দাদা। আমি সইতে পাচ্ছি না।

গিরিশ ॥ দূর পাগল! ভয় কি?

"Life is real, life is earnest,

And the grave is not its goal,

Dust thou art, to dust returnest,

Was not spoken of the Soul.

অতুল ॥ চল দাদা, বিছানায় চল, তোমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে, পা দুটো টলছে দাদা।

গিরিশ ॥ কারা আসছে অতুল?

রাঙাবাবু ও বধূবেশে বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ ॥ আমরা এসেছি মাষ্টার মশাই। (গিরিশ ও অমৃতকে প্রণাম)

গিরিশ ॥ কে?

অমৃত ॥ বিনোদ তার স্বামীকে নিয়ে এসেছে গুরু।

গিরিশ ॥ এসেছ? ভালই করেছ। তোমাকে বধূবেশে দেখবার জন্যে আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে ছিল। পাশাপাশি দাঁড়াও দেখি। আঃ—হর-গৌরীর মিলন হয়েছে। দেখ অমৃত, দেখ।

অমৃত ॥ সুখে আছিস্ ত বোন?

বিনোদ ॥ খুব সুখে আছি রসরাজ। এত সুখ কপালে সইবে কি না জানি না।

অমৃত ॥ অনেক দুঃখ পেয়েছিস দিদি। যাঁর দয়ায় কূল পেয়েছিস্, তাঁকে তুই ভুলিস নে; সব কাঁটা দূর হয়ে যাবে।

রাঙাবাবু ॥ অতুলবাবু, মাষ্টার মশাইয়ের পা কাঁপছে কেন?

অতুল ॥ অভিনয় করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

তার পর থেকে কোন ওষুধেই আর ধরছে না। কাল থেকে বড় বাড়াবাড়ি। বৌদি চলে যাবার পর থেকে শরীরের আর কিছুই নেই।

বিনোদ ॥ বৌঠান নেই অতুলদা? ধৈর্য্যে বসুমতী, সেবায় অরুন্ধতী, বিশ্বাসে শবরী—সেই নারীরত্ন নেই? নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার উৎসমুখ শুকিয়ে গেল? তবে আর ওষুধে ধরবে না অতুলদা।

গিরিশ ॥ না না, ওষুধ নয়, বদ্যি নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের নাম কর।

বিনোদ ॥ পাপীরে তরিতে হরি অবনীতে অবতরি
ধরেছিলে রামকৃষ্ণ নাম।
পতিতে করুণা করি সর্ব্বপাপ অঙ্গে ধরি
পূরালে পাপীর মনস্কাম॥

অমৃত ॥ অহেতুক কৃপাময় ধন্য হল রঙ্গালয়
তোমার করুণাকণা লভি।
নররূপে নারায়ণ শিরে ধরি শ্রীচরণ
মূক হল মুখর যে কবি॥

গিরিশ ॥ অন্তে দিও পদে স্থান রামকৃষ্ণ ভগবান্,
শেষ কর ত্রিতাপের জ্বালা।
সমাজের ঘৃণ্য যারা, সুখী হক সবে তারা,
পূত হক বঙ্গ-রঙ্গশালা॥ (পতন)

অতুল ॥ দাদা!

(সকলে গিরিশকে ঘিরিয়া বসিল)

গিরিশ ॥ চরণে স্থান দিও ভগবান্ রামকৃষ্ণ।

—যবনিকা—